# হোমিওপ্যাথি মতে

সরল

# চিকিৎসা-প্রণালী।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।"

ইতি আয়ুর্ব্বেদঃ।

শ্রীআরাধ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা,—১০৮ নং অপার চিৎপুরবোড হইতে

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা;

৪ নং জগন্নাথ শুরের লেন, নব কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীদীননাথ গান্না দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০০ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

182. Lc. 893.3.

হোমিওপ্যাথি মতে

সরল

# চিকিৎসা-প্রণালী।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।"

ইতি আয়ুর্ব্বেদঃ।

শ্রীআরাধ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা,—১০৮ নং অপার চিৎপুররোড হইতে

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা;

৪ নং জগন্নাথ সুবের লেন, নব-কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীদীননাথ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১০ সাল।

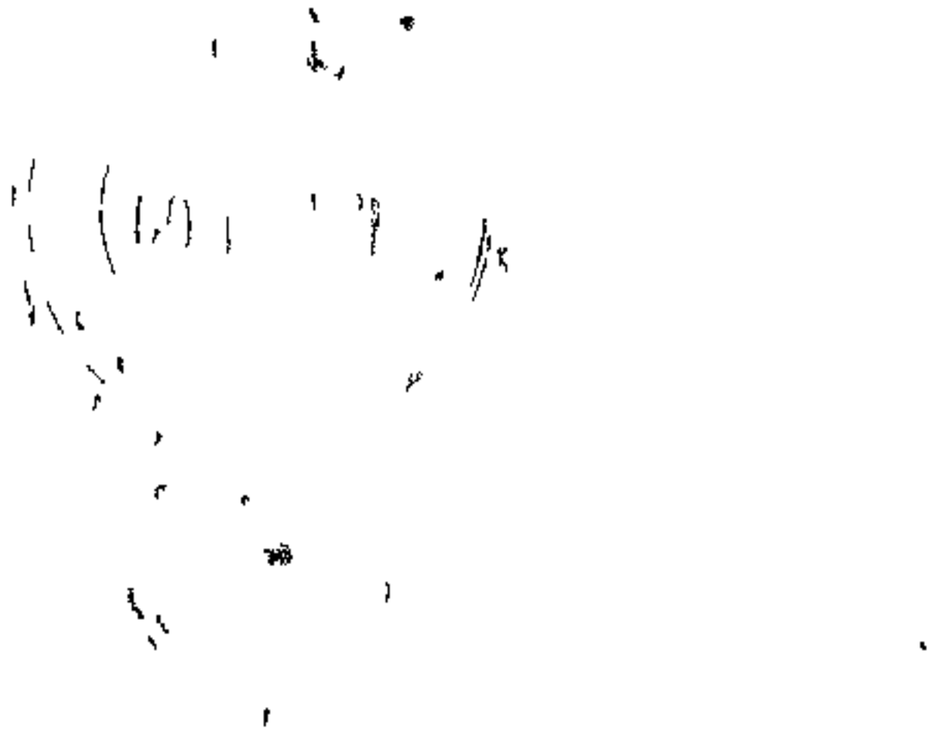

DEDICATED

*WITH PERMISSION*

10

**Nawab Syud Ameer Hossein** C. I. E.

*Presidency Magistrate, Calcutta, Offg. Inspector General of Registration, Bengal and Offg. Registrar General of Births, Deaths & Marriages,*

BENGAL.

AS

A TOKEN OF RESPECT & HEART-FELT GRATITUDE

BY

*HIS MOST OBEDIENT SERVANT*

The

*AUTHOR.*

# ভূমিকা।

---

অন্যান্য বিষয়ে পুস্তক লেখা অপেক্ষা চিকিৎসা সম্বন্ধে পুস্তক লেখার বোধ হয় লেখকের দায়িত্ব কিছু গুরুতর ; কারণ ইহাতে জীবণ মরণ লইয়া কথা। আমিও যতদূর সম্ভব এই দায়িত্ব স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু ফলে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সাধারণের বিবেচ্য। এই পুস্তক লিখিবার আমার দুইটী উদ্দেশ্য আছে। প্রথম উদ্দেশ্য এই যে কোন বিষয় লিখিতে হইলে অনেক সুবিজ্ঞ লেখকের মত ও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় তাহাতে নিজের যথেষ্ট উপকার আছে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে যদি একজনেরও হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসাতে কিঞ্চিৎমাত্র আস্থা জন্মে তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব ; কারণ নিজ বিশ্বস্ত বিষয়ে অন্য লোকের বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করায় বোধ হয়, মানবমাত্রেরই আগ্রহাতিশয্য হইয়া থাকে।

এই পুস্তকে নাড়ী-পরীক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় আয়ুর্ব্বেদ হইতে উদ্ধৃত করা হইল, কারণ আয়ুর্ব্বেদ মতে উক্ত বিষয়গুলি যেরূপ সরল এবং বিশদরূপে লেখা আছে এমন বোধ হয় আর অন্য কোন দেশীয় শাস্ত্রেই নাই। বস্তুত আয়ুর্ব্বেদ অন্তত অস্মদ্দেশীয়দিগের পক্ষে যেরূপ উৎকর্ষতা ও সম্পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে এমন কি কোন শাস্ত্র পারিয়াছে না পারিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় ? আমাদের দুরাদৃষ্টক্রমেই হউক, আর কালের কুটিলতা বশতই হউক, আমরা গৃহে অমূল্য রত্ন রাখিয়া এক্ষণে পরের কেবল বাহ্যাড়ম্বরেই বিমোহিত।

ইহার পরে হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি মতে বিলাতী চিকিৎসা। এক্ষণে বক্তব্য এই যে এই দুইটী মতের মধ্যে কোনটী উত্তম। কেহ বলেন যে হোমিওপ্যাথি "জলপড়া" আবার কেহ বলেন যে "গঙ্গাসাগর সঙ্গমে এক-

বিন্দু চিনি ফেলিয়া দিয়া হাণ্ডার পুলের নীচের জল চিনির পানা বলিয়া পান করা যেরূপ আর হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসাও ঠিক সেইরূপ।" এরূপ অভিযোগের একমাত্র কারণ এই যে এই মতে ঔষধের মাত্রা অতি অল্প। ভাল যদি ঔষধের মাত্রা অল্প হইলেই তাহাতে কোন কার্য্য হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণসর্পের বিষ অতি অল্প মাত্রায় জিহ্বাগ্রে দিলে কি তাহার কোনও ফল পাওয়া যায় না? বলিতে কি আমিও পূর্ব্বে এই দলের মধ্যে একজন ছিলাম; পরে যখন দেখিলাম যে সম্পূর্ণ সুচিকিৎসাতেও (অবশ্য এলোপ্যাথি মতে) আমার কনিষ্ঠ খুল্লতাত ভ্রাতা সান্নিপাতিক বিকার জ্বরে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল আর ঠিক সেই সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমানে অপর একব্যক্তি হোমিওপ্যাথি মতের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিল তখন অন্তত হোমিওপ্যাথি মত একেবারে মিথ্যা নহে, আমার মনে এইরূপ ধারণা হইল এবং সেই সময় হইতেই এই মতে চিকিৎসার সারবত্তা ক্রমশ উপলব্ধি হইতে লাগিল। অনেকে হয়ত বলিবেন যে পরমায়ু না থাকায় একজন মরিল আর পরমায়ু ছিল বলিয়াই অপরে বাঁচিয়া গেল; আমিও এ বিষয় সম্পূর্ণ অনুমোদন করি, কিন্তু যদি কেবল পরমায়ুর উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিতাম তবে চিকিৎসার প্রয়োজনই হইতনা।

এই পুস্তক প্রণয়ণ সম্বন্ধে কবিরাজ-কুলচূড়ামণি শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী, বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ্ ডিপার্টমেণ্টের ফার্ষ্ট এসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং যে যে গ্রন্থকারের সাহায্য লইয়াছি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

প্রুফ্‌সংশোধনে সময়ের স্বল্পতাপ্রযুক্ত পুস্তকে কতকগুলি ভুল থাকিয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কোন কোন স্থলে বিবমিষা স্থলে বিবিমিষা, ভিরেট্রাম্ স্থলে ভোরট্রাম, হেলোনিয়স্ স্থলে হেলনিন্, পল্‌সেটিলা স্থলে পস্‌সেটিলা, ক্রিয়োজোটাম্ স্থলে ক্রিসোটাম্, হেলিবোরস্ স্থলে হেলেবের্ফেরাস, কৃমি স্থলে ক্রিমি, কাসি ও কাস স্থলে কাশি ও কাশ ইত্যাদি দোষ রহিয়া গিয়াছে; তজ্জন্য সাধারণের নিকট সানুনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ ভ্রম পাইয়া যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জ্ঞাত করেন তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব।

অবশেষে বক্তব্য এই যে এই পুস্তকের প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্বকীয় ব্যয়ে এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন সুতরাং ইহাতে আমার নাম ভিন্ন অন্য কোন সত্বই রহিল না। তিনিই ইহাতে সম্পূর্ণ সত্ববান রহিলেন। ইতি

বরিজহাটী, চণ্ডীতলা পোঃ আঃ
সঃ ডিঃ শ্রীরামপুর, জেঃ হুগলী,
সন ১৩০০ সাল।

শ্রীআরাধ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

# সূচীপত্র।


| বিষয় | | পৃষ্ঠা। |
|---|---|---|
| চিকিৎসা-শিক্ষার্থী অবশ্য দ্রষ্টব্য | ... | ৸৵০ |
| উপক্রমণিকা | ... | ১ |
| ঔষধ | .. | ২ |
| ঔষধ রাখিবার নিয়ম | .. | ঐ |
| ঔষধ প্রদান | ... | ৩ |
| মাত্রা ও ক্রমগুণ | ... | ঐ |
| চিকিৎসা সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম | ... | ৪ |
| থার্মমিটার বা তাপমান যন্ত্রের ব্যবহার | ... | ৫ |
| পথ্য | ... | ঐ |
| নাড়ী-পরীক্ষা | ... | ৬ |
| নাড়ী-পরীক্ষার নিয়ম | ... | ৭ |
| মূত্র-পরীক্ষা | .. | ১৪ |
| নাসিকা-পরীক্ষা | ... | ১৫ |
| মুখ পরীক্ষা | ... | ঐ |
| নেত্র-পরীক্ষা | ... | ১৬ |
| জিহ্বা-পরীক্ষা | ... | ঐ |
| জ্বর ( ফিবার ) | ... | ১৭ |
| সামান্য জ্বর ( সিম্পল্ ফিবার ) | .. | ১৯ |
| সবিরাম জ্বর ( ইণ্টার্মিটাণ্ট ফিবার ) | ... | ২০ |
| স্বল্পবিরাম জ্বর ( রেমিটেণ্ট ফিবার ) | ... | ২৪ |
| সান্নিপাতিক জ্বর ( টাইফস্ ফিবার ) | ... | ২৬ |
| হামজ্বর ( মিজ্‌ল্‌স্ ) | ... | ২৮ |

| বিষয় | | পৃষ্ঠা। |
|---|---|---|
| আরক্তজ্বর ( স্কার্লেট ফিবার ) | ... | ৩০ |
| বসন্ত ( পক্স ) | ... | ৩৩ |
| ম্যালেরিয়া জ্বর ( ম্যালেরিয়স্ ফিবার ) | ... | ৩৬ |
| বাতজ্বর ( রিউম্যাটিক্ ফিবার ) | ... | ৩৭ |
| ডেঙ্গুজ্বর ( ডেঙ্গু ফিবার ) | ... | ৩৯ |
| আন্ত্রিসারিক জ্বর ( টাইফয়েড্ ফিবার ) | .. | ৪০ |
| পৌনঃপুনিকজ্বর ( রিল্যাপ্সিং ফিবার ) | ... | ৪১ |
| ইনফ্লুয়েঞ্জা | ০০৩ | ৪২ |
| সূতিকাজ্বর ( পিউয়ার পার্‌ল ফিবার, এফিমিরা ) | ... | ৪৪ |
| ওলাউঠা ( কলেরা ) | .. | ৪৬ |
| উদবাময় ( ডায়ারিয়া ) | .. | ৫০ |
| আমাশয় ( ডিসেণ্টারি ) | .. | ৫৩ |
| অর্শ ও ভগন্দর ( পাইল্‌স্, ফিশ্চুলা ) | ... | ৫৬ |
| কোষ্ঠবদ্ধ ( কন্‌ষ্টিপেশন্ ) | .. | ৫৮ |
| কৃমি ( ওয়ার্মস্ ) | ... | ৬০ |
| যকৃৎ বিকৃতি ( লিভার কম্‌প্লেণ্ট ) | ... | ৬১ |
| প্লীহা বিবর্দ্ধন ( এন্‌লার্জমেণ্ট অফ্ দি স্প্লীন্ ) | ... | ৬৩ |
| কামলা—হ্যাবা ( জণ্ডিস্ ) | ... | ৬৪ |
| পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি ( ডিস্পেপ্সিয়া ) | ... | ৬৬ |
| দন্তোদ্গম ( ডেণ্টিসন্ ) | ... | ৬৮ |
| দন্তমূল বেদনা ( টুথ্ এক্ ) | ... | ৬৯ |
| দন্তশূল ( গম্‌বয়েল ) | ... | ৭১ |
| কণ্ঠক্ষত ( সোর থ্রোট ) | ... | ৭২ |
| তালুপ্রদাহ ( কুইন্সি ) | ... | ৭৫ |
| অন্ত্রপ্রদাহ ( এণ্টিরাইটিস্ ) | ... | ৭৬ |
| রক্তবমন ( হিমাটেমেসিস্ ) | ... | ৭৭ |
| শোণিতস্রাব ( হিমারেজ ) | ... | ৭৮ |

| বিষয় | | পৃষ্ঠা। |
|---|---|---|
| রক্তাধিক্য ( হাইপারিমিয়া ) | ... | ৮১ |
| মস্তিষ্কে শোণিত সঞ্চয় ( সেরিব্র্যাল হাইপারিমিয়া ) | ... | ৮৩ |
| শোথ ( ড্রপ্সি ) | ... | ৮৬ |
| বিসর্পরোগ ( এরিসিপিলাস্ ) | ... | ৮৮ |
| জলাতঙ্ক ( হাইড্রোফোবিয়া ) | ... | ৯২ |
| কর্কটরোগ ( ক্যান্সার ) | ... | ৯৫ |
| শীতাদরোগ ( স্কার্ভি ) | ... | ৯৮ |
| মেহ ( গনোরিয়া ) | ... | ১০১ |
| মধুমেহ, বহুমূত্র বা সশর্করমূত্র ( ডায়াবিটিস্ ) | ... | ১০৪ |
| উপদংশ ( সিফিলিস্ ) | ... | ১০৭ |
| সর্দ্দি ( কফ্ ) | ... | ১১৩ |
| ঘুঙরী ( ক্রুপ্ ) | ... | ১১৫ |
| ব্রঙ্কাইটিস্ | ... | ১১৯ |
| হুপিং-কফ | ... | ১১৯ |
| শ্বাসকাস ( এ্যাজমা ) | ... | ১২৪ |
| মেরুদণ্ড প্রদাহ ( স্পাণ্ডিলাইটিস্ ) | ... | ১২৬ |
| সংন্যাস রোগ ( সেরিব্র্যাল এপোপ্লেক্সি ) | ... | ১২৮ |
| মূর্চ্ছাগত বায়ু ( হিষ্টিরিয়া ) | ... | ১৩১ |
| অপস্মার বা মৃগী রোগ ( এপিলেপ্সি ) | ... | ১৩৫ |
| রোগভ্রান্তি বা রোগোন্মত্ততা ( হাইপোকণ্ড্রিয়াসিস্ ) | ... | ১৩৮ |
| শিরঃপীড়া ( হেড্ এক্ ) | ... | ১৪১ |
| ধনুষ্টঙ্কার ( টিটেনস্ ) | ... | ১৪৪ |
| চর্ম্মরোগ ( স্কিন্ ডিজিসেস্ ) | ... | ১৪৬ |
| চক্ষুরোগ ( আই ডিজিসেস্ ) | .. | ১৪৮ |
| কর্ণরোগ ( ইয়ার ডিজিসেস্ ) | ... | ১৫০ |
| নাসিকারোগ ( ডিজিসেস্ অফ্ দি নোজ ) | ... | ১৫২ |
| আকস্মিক দুর্ঘটনাবলী ( এ্যাক্সিডেণ্টস ) | .. | ১৫৪ |

| বিষয় | | পৃষ্ঠা। |
|---|---|---|
| বিষভক্ষণ | ... | ১৫৭ |
| জলমগ্ন | ... | ১৫৮ |
| বজ্র পতন | ... | ১৫৯ |
| উদ্বন্ধন | ... | ঐ |


## সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্য-তত্ত্ব।


| | | |
|---|---|---|
| অরম্ | ... | ১৬১ |
| আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্ | ... | ঐ |
| আর্ণিকা | ... | ১৬২ |
| আর্সেনিকম্ | ... | ঐ |
| ইগ্নেসিয়া এমারা | ... | ১৬৩ |
| ইপিকাকুয়েনহা | ... | ঐ |
| একোনাইটম্ নেপেলস্ | ... | ১৬৪ |
| এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম্ | .. | ১৬৫ |
| এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেকম্ | .. | ঐ |
| এপিস্ | ... | ঐ |
| এসিডম্ নাইট্রিকম্ | ... | ১৬৬ |
| ওপিয়ম্ | .. | ঐ |
| ককিউলস্ ইণ্ডিকস্ | ... | ১৬৭ |
| কফিয়া | ... | ঐ |
| কলোসিন্থিস্ | ... | ১৬৮ |
| কার্ব্বোভেজিটেবিলস্ | .. | ঐ |
| কুপ্রম্ মেটালিকম্ | | |
| কোনায়াম্ ম্যাকিউলেটম্ | | |
| ক্যানাবিস্ স্যাটাইভা | | |
| ঐ ইণ্ডিকা | | |

| বিষয় | | পৃষ্ঠা। |
|---|---|---|
| ক্যান্থারিস্ ভেসিকেটোরিয়া | ... | ১৭১ |
| ক্যামমিলা মেট্রিকেরিয়া | ... | ঐ |
| ক্যাম্ফোরা-ক্যাম্ফর | ... | ১৭২ |
| ক্যালকেরিয়া কার্ব্বণিকা | ... | ১৭৩ |
| ক্যালী বাইক্রমিকম্ | ... | ১৭৪ |
| ঐ ব্রোমাইডম্ | .. | ঐ |
| ক্যালেণ্ডুলা | ... | ১৭৫ |
| ক্রিয়োজোটাম্ | ... | ঐ |
| গ্রাফাইটিস্ | ... | ঐ |
| চায়না | ... | ১৭৬ |
| জেল্‌সিমিয়ম্ বা জেল্‌সিমিনম্ | ... | ঐ |
| ডাল্কামরা | ... | ১৭৭ |
| ডিজিটেলিস্ পর্পিউরা | ... | ঐ |
| থুজা | ... | ১৭৮ |
| নক্সভমিকা | ... | ঐ |
| নক্স মশ্চেটা | ... | ১৭৯ |
| ন্যাট্রম্ মিউরিয়েটিকম্ | ... | ঐ |
| পডোফাইল্লম্ পেলটেটম্ | ... | ঐ |
| পলসেটিলা | ... | ১৮০ |
| ফস্‌ফরস্ | ... | ঐ |
| ফাইটোলাক্কা | ... | ১৮১ |
| বার্ব্বেরিস্ | ... | ঐ |
| বেলেডোনা | ... | ১৮২ |
| ব্যাপ্টিসিয়া | ... | ঐ |
| ব্রাইওনিয়া | ... | ১৮৩ |
| ভিরেট্রম্ এল্বম্ | ... | ঐ |
| বিষয় | | পৃষ্ঠা। |

| | | |
|---|---|---|
| ভিরেট্রম্ ভিরিডি | ... | ১৮৪ |
| মার্কুরিয়স কবোসাইবস্ | .. | ১৮৫ |
| ঐ সলিউব্লিস্ | ... | ঐ |
| ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বণিক | ... | ১৮৬ |
| রষ্টক্সিডেণ্ড্রাম্ ( রষ্টক্স ) | ... | ঐ |
| লাইকোপোডিয়াম্ | ... | ১৮৭ |
| ল্যাকেসিস্ | ... | ঐ |
| সাল্ফার | ... | ১৮৮ |
| সিকেলি কর্ণিউটম্ | ... | ১৮৯ |
| সিপা | ... | ঐ |
| সিপিয়া | .. | ১৯০ |
| সিমিসিফুগা | ... | ঐ |
| সিলিসিয়া | ... | ১৯১ |
| স্যাণ্টোনাইনম্ | .. | ঐ |
| স্যাবিনা | ... | ১৯২ |
| স্পঞ্জিয়া | ... | ঐ |
| হাইওসায়েমস্ | ... | ঐ |
| হেপারসাল্ফার | .... | ১৯৩ |
| হেমামিলিস্ ভর্জ্জিনিকা | ... | ঐ |
| এই পুস্তক লিখিত প্রধান প্রধান ঔষধ সমূহের তালিকা... | | ১৯৫ |

# চিকিৎসা-শিক্ষার্থীর অবশ্য দ্রষ্টব্য।

১। সর্ব্ব প্রথমে লক্ষণাদির দ্বারা রোগ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। উত্তমরূপে রোগ নির্ণয় হইলে যে পুস্তক দৃষ্টে চিকিৎসা করা হইবে, সেই পুস্তকে উক্ত নিরাকৃত রোগ সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা আছে সমস্ত বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠান্তর তবে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। যদি রোগ নির্ব্বাচন বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তবে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

২। এক একটী রোগে যত প্রকার ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বিস্তৃত ভাবে সেই সমস্ত ঔষধের লক্ষণাদি লেখা বহু পরিশ্রম এবং অনেক সময় সাপেক্ষ; সেই জন্যই চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অধিকাংশই গ্রন্থেই বিশেষ বিশেষ ঔষধের লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম মাত্র করা হইয়াছে, সুতরাং চিকিৎসা করিতে হইলে প্রত্যেক ঔষধের ভৈষজ্যতত্ত্ব জানা আবশ্যক। অদ্যাবধি হোমিওপ্যাথি মতে বাঙ্গালায় যতগুলি ভৈষজ্যতত্ত্ব লেখা হইয়াছে তন্মধ্যে ডাক্তার হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কৃত ভৈষজ্য-তত্ত্বই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া আমাদের বোধ হয়। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কৃত ভৈষজ্যতত্ত্বের প্রথম অর্দ্ধাংশ যেরূপ হইয়াছে যদি দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশও ঠিক সেইরূপ হয়, তাহা হইলে তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে। যাহা

হউক চিকিৎসা করিতে হইলে একখানি ভৈষজ্য-তত্ত্ব রাখা একান্ত আবশ্যকীয়।

৩। ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিতে হইলে সুস্থ শরীরেই পরীক্ষা করা উচিত। রোগীর উপরে ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিতে গেলে হয় ত হিতে বিপরীত হইয়া রোগী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে পারে।

৪। সকল সময়ে আত্মনির্ভর করা কর্ত্তব্য নহে। পাছে কেহ অজ্ঞ চিকিৎসক বলে বা মনে করে এই ভয়ে অন্য চিকিৎসকের সাহায্য লইব না অথচ রোগী কেবল সুচিকিৎসার অভাবেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হউক এরূপ মনে করিলেও মহাপাপ হয়। আমার সুখ্যাতি নষ্ট না হইয়া এক ব্যক্তির জীবন নষ্ট হউক এরূপ মনে করা স্বকীয় নীচতা এবং মানসিক সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। কৃতবিদ্য মহামহোপাধ্যায় খ্যাতনামা চিকিৎসকগণও পরামর্শ করিবার জন্য অন্য চিকিৎসককে ডাকিয়া থাকেন, সুতরাং অন্য চিকিৎসকের পরামর্শ লইলেই যে আমি অজ্ঞ চিকিৎসক হইলাম এ কথা কেবল বালক এবং অজ্ঞ ব্যক্তিরাই মনে করে।

৫। সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষপাতী (গোঁড়া) হওয়া উচিত নহে। কোন রোগে কবিরাজী ঔষধ, কোন রোগে এলোপ্যাথিক ঔষধ আবার কোথাও বা হোমিওপ্যাথিক ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে; এইরূপ স্থল বিশেষে সম্প্রদায় বিশেষের মতে চিকিৎসা করিতে হয়, তাহাতে কোনরূপ আপত্তি করা উচিত নহে।

হোমিওপ্যাথি মতে

সরল

# চিকিৎসা-প্রণালী।

## উপক্রমণিকা।

অনেকের বিশ্বাস যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অতি সহজ ব্যাপার, কিন্তু আমরা বলি যে এই ঘোর ভ্রান্তিই লোককে উক্ত চিকিৎসাতে শিথিল-বিশ্বাস করিবার একটী অন্যতম কারণ। প্রথমত চিকিৎসা-শাস্ত্রই অত্যন্ত দুরূহ। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশবাসী কত শত মহামহোপাধ্যায় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা আজীবন পর্য্যালোচনা করিয়াও অদ্যাবধি যাহাকে পূর্ণাবয়ব প্রদান করিতে পারেন নাই সে শাস্ত্রকে সহজ ব্যাপার মনে করা যে ঘোর ভ্রান্তি তাহার আর সন্দেহ কি? রোগীর পীড়া একটু কঠিন হইলেই খ্যাতনামা সুচিকিৎসকেরাও কেবল আপনার উপর নির্ভর না করিয়া পরামর্শ করিবার জন্য অন্য চিকিৎসককে ডাকিয়া থাকেন আর কেহ কেহ দুই এক খানি সামান্য পুস্তক পড়িয়াই একেবারে দুরারোগ্য পীড়ার চিকিৎসা করিতে অগ্রসর হইলেন এবং তাহাতে বিফল মনোরথ হইলেই স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন যে চিকিৎসা শাস্ত্র কেবল 'গাজা-খোরি', সমৈব মিথ্যা। এরূপ সিদ্ধান্ত করা স্বকীয় মনের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কি হোমিওপ্যাথি কি এলোপ্যাথি, চিকিৎসা শিক্ষা করিতে হইলে ফিজিও-লজি, এনাটমি ইত্যাদি অতি উত্তমরূপে পাঠ করিতে হয়। এলোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথির মধ্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অধিকতর কঠিন। অতি উত্তমরূপে রোগনিরাকরণ না করিয়া এবং লক্ষণ গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না মিলাইয়া ঔষধ প্রদানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কোন ফলই

পাওয়া যায় না। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় সুতরাং উক্ত চিকিৎসা শিক্ষার্থীর কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

ঔষধ।—হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কৃতকার্য্য হইতে হইলে, বিশুদ্ধ ঔষধ সংগ্রহ করা সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। যে ব্যক্তি এই ঔষধ প্রস্তুত করিবেন তাঁহার রসায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ এবং ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ে গভীর জ্ঞানবিশিষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। আজ কাল "সস্তাদরে খাঁটি ঔষধ", "দুই আনা ড্রাম" ইত্যাদি নানারূপ প্রলোভনসূচক বিজ্ঞাপনে কতকগুলি অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোক যে দেশের কি সর্ব্বনাশ করিতেছেন তাহার সীমা নাই। এই সকল নরপিশাচ স্ব স্ব অর্থলালসা পরিতৃপ্তির জন্য কত লোককে যে অকালে কালগ্রাসে নিপতিত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে!

অধুনাতন হোমিওপ্যাথি ঔষধালয়ের মধ্যে লাহিড়ী কোম্পানীর শোভাবাজার শাখা ঔষধালয়ে যে সকল ঔষধ আছে তাহা বিশেষ যত্ন এবং সম্পূর্ণ সুনিয়মানুসারে প্রস্তুত। ইহাঁদের ঔষধের মূল্যও যথা সম্ভব কম সম্ভবত ইহাঁদিগের অন্যান্য ঔষধালয়েও ঔষধ প্রস্তুতের এইরূপ সুনিয়ম কারণ উক্ত কোম্পানির চিকিৎসক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী বলেন যে "ঔষধের মূল্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ইহার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য"। বাস্তবিক মুখে যাহা বলেন শোভাবাজার শাখায় কার্য্যেও ঠিক তাহাই হইতে দেখিয়াছি সুতরাং এই স্থান হইতে ঔষধ লওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।

ঔষধ রাখিবার নিয়ম।—এমন কোন বাক্স বা আলমারির মধ্যে ঔষধ রাখা উচিত যাহার ভিতর এমন কি বায়ু প্রবেশেরও পথ না থাকে সেই বাক্স বা আলমারি এরূপ স্থলে রাখা উচিত যেখানে অধিক উত্তাপ বা ঠাণ্ডা না লাগে কোনরূপ তীব্র গন্ধ লাগিলে ঔষধ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। শিশির মুখের কর্ক যেন ঔষধের সঙ্গে লাগিয়া না থাকে তাহা হইলে ঔষধের তেজে ঐ কর্ক পচিয়া ঔষধকে নষ্ট করে। কেহ কেহ কর্কের নীচে ঔষধ থাকিলে কম হইয়াছে বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন কিন্তু সেটি যুক্তি-সিদ্ধ নহে। প্রত্যেক কর্কের উপর স্পষ্টাক্ষরে ঔষধের নাম লেখা থাকা কর্ত্তব্য, কারণ ভ্রমক্রমে একটী ঔষধের কর্ক আর একটী ঔষধে লাগাইলেই

তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। শিশির গাত্রেও ঔষধের নাম লেখা কাগজ লাগান থাকা কর্ত্তব্য। ঔষধের নাম লিখিয়া রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমও লিখিয়া রাখিতে হইবে। মাদার টিঞ্চার অর্থাৎ অমিশ্র আরক অথবা ক্যাম্ফর অর্থাৎ কর্পূরের আরক, বটিকা ইত্যাদি, ডাইলিউটেড্ অর্থাৎ ক্রমকৃত ঔষধ হইতে পৃথক স্থানে রাখিতে হইবে।

ঔষধ প্রদান—ঔষধ প্রদান কালে শিশিটী উত্তম রূপে পরিষ্কার করিতে হইবে, যেন তাহাতে কোন রূপ দাগ বা গন্ধ না থাকে। তাহার পরে স্পিরিট দিয়া ধুইয়া লইয়া তবে ঔষধ প্রদান করিবে। হোমিওপ্যাথি ঔষধের প্রত্যেক শিশিতে নূতন কর্ক্ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে ব্যয়াধিক্য হেতু সাদা কাগজের থিলির মত করিয়া শিশির মুখে উত্তম রূপে চাপিয়া দেওয়া মন্দ নহে। যে জলের সহিত ঔষধ মিশ্রিত করিবে তাহা যেন পরিষ্কার ফিল্টার করা জল হয়। বিলাতি ফিল্টারের অভাবে বালি ও কয়লার ভিতর দিয়া জল চোয়াইয়া লইবে। সুগার অফ্ মিল্ক অর্থাৎ দুগ্ধ-শর্করার সহিত অথবা গ্লোবিউল বা গিলিউলে অর্থাৎ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বটিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে উক্ত মিশ্রণ শ্বেত বর্ণের পরিষ্কার কাগজে করিয়া দিতে হইবে।

মাত্রা ও ক্রমগুণ—এক কাঁচ্চা জলে এক ফোঁটা ঔষধ অথবা দুই কুঁচ পরিমিত দুগ্ধ-শর্করা ও এক ফোঁটা ঔষধের নাম পূর্ণ মাত্রা। ইহার অর্দ্ধ এবং সিকি, অর্দ্ধ বা সিকি মাত্রা নামে অভিহিত। আকার ভেদে বটীকা একটী, দুইটী বা চারিটীও একেবারে খাওয়ান যায়। কোন ঔষধের বটীকা প্রস্তুত করিতে হইলে ঐ বটিকা উক্ত ঔষধে ২৪ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিতে হয় তৎপরে ঐ ঔষধ ফেলিয়া দিয়া বটীকাগুলি সাদা পরিষ্কার ( কালী ইত্যাদি লাগিয়া না থাকে ) ব্লটিং কাগজে ফেলিয়া শুকাইয়া লইবে। যেরূপই হউক ঔষধে হাত লাগান যুক্তি সিদ্ধ নহে। পাঁচ বৎসরের শিশুকে সিকি মাত্রা, দশ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মাত্রা এবং তৎপরে পূর্ণমাত্রা দেওয়াই যুক্তি সিদ্ধ। অধিক ঔষধ দেওয়াও যেমন যুক্তি বিরুদ্ধ অল্প ঔষধ দেওয়াও তদ্রূপ অনুচিত। অতি বৃষ্টিতে যেমন শস্য পচিয়া যায় সেইরূপ অনাবৃষ্টিতেও শস্য শুকাইয়া যায়। বরং অল্প অপেক্ষা অধিক ঔষধ দেওয়া অধিকতর দোষনীয়।

নিম্ন অপেক্ষা উচ্চক্রম অধিক তেজস্কর। নিম্নক্রমে উপকার না পাইলে

উচ্চক্রম দেওয়া বিধেয়। পীড়া পুরাতন হইলে অথবা রোগী শিশু বা বৃদ্ধ হইলে অনেক চিকিৎসকে উচ্চক্রম ব্যবস্থা করেন। ঔষধের নামের পরে ১, ২, ৩ ইত্যাদি যে সকল অঙ্ক লেখা থাকিবে তাহা ঐ ঔষধের ক্রমসূচক।

কেবল সেবন ব্যতীত কোন কোন সময়ে ঔষধের বাহ্য প্রয়োগও প্রয়োজন হয়।

চিকিৎসা সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম।—সর্ব্ব প্রথমে ডায়েগ্‌নসিস্ বা রোগ-নিরাকরণ প্রয়োজন। রোগ-নিরাকরণ করিতে হইলে অগ্রে রোগের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। পরে দেখিতে হইবে যে এই কারণ স্থানগত বা রোগীর ধাতুগত অথবা রোগীর অত্যাচারদ্বারা সৃজিত। রোগ-নিরাকরণ করা যেমন প্রয়োজনীয় তেমনই গুরুতর কার্য্য তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। রোগ নিরাকরণ করিতে হইলে সময়ে সময়ে যন্ত্র-বিশেষের প্রয়োজন হয়। উত্তমরূপে রোগ নির্ণয় করিতে না পারিলে চিকিৎসা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বড়ই অজ্ঞতা ও অল্পদর্শিতার কর্ম্ম। রোগ নির্ণয় হইলে পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে লক্ষণ মিলাইয়া তবে ঔষধ নির্ব্বাচন বিধেয়। কখন কখন এক স্থান বা যন্ত্র বিকৃত হইয়া অন্যস্থান বা যন্ত্রের বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে রোগের কারণ অবগত হইলেও রোগ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারা যায় না তাই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকেরা উত্তমরূপে লক্ষণ নির্ণয় করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। রোগীর গৃহে যাহাতে উত্তম-রূপে আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যকীয়। গৃহ বেশ শুষ্ক এবং কোনরূপ দুর্গন্ধ বা তীব্রগন্ধ বিবর্জ্জিত হওয়া প্রয়োজনীয়। রোগীর পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং শয্যা বেশ পরিষ্কার রাখিতে হইবে। এবং এই সকল বস্ত্রাদি শ্বেত-বর্ণ হওয়াই যুক্তি সিদ্ধ। গৃহে ধুনা দেওয়া উত্তম নিয়ম। রোগীর মন যাহাতে ভাল থাকে সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। রোগ যতই দুরারোগ্য বা অসাধ্য হউক না কেন চিকিৎসকের সে ভাব রোগী বা তাহার আত্মীয় স্বজ-নের কাছে প্রকাশ করা একান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। চিকিৎসক মাত্রেরই অল্প চিকিৎসাতে অন্তত কতক পরিমাণে ব্যুৎপত্তি থাকা প্রয়োজনীয়। সাধা-রণত ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ ব্যবহার করাই উচিত তবে সময়ে সময়ে আবার ১০।১৫ মিনিট অন্তরও ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ওলাউঠা রোগে

সময়ে সময়ে প্রত্যেক দাস্তর পর ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ঔষধ সেবনের অন্তত দুই ঘণ্টা অগ্রে এবং পরে কোন দ্রব্য খাওয়া উচিত নহে। অহিফেন, তাম্রকুট প্রভৃতি মাদক দ্রব্য আরও বিলম্বে সেবনীয়।

থার্মমিটর বা তাপমান যন্ত্রের ব্যবহার।—জ্বর হইলে এই যন্ত্র বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহাতে ৯৫ হইতে ১০৭ পর্য্যন্ত অঙ্ক লেখা আছে। ৯৮ এর কিঞ্চিদুপরে যে বাণ চিহ্নিত স্থান আছে ভিতরস্থ পারা ততদূর উঠিলেই পীড়া-শূন্যতা বুঝিতে হইবে। তাহার উপরে উঠিলেই পীড়া হইয়াছে। রোগীর বগলের ভিতরে উক্ত যন্ত্রের পারদপূর্ণ স্থানটী দিয়া পাঁচ মিনিটকাল অপেক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে পারা কতদূর উঠিয়াছে। ইহাতে লিখিত অঙ্কগুলি ফারণহাইটের ডিগ্রি-সূচক। অধিক পরিশ্রম, কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন এবং এমন কি সময়ে সময়ে অধিক কথা কহিলেও পারা অধিক উঠিয়া থাকে। এই হেতু এইরূপে দেহের তাপ পরীক্ষা করিবার কালে রোগীকে কথা কহিতে দেওয়াও উচিত নহে। বগল ব্যতীত মুখ মধ্যে এবং জানুকক্ষে দিয়াও তাপ পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু সাধারণত বগলে দেওয়াই সহজ বলিয়া বোধ হয়। যে অঙ্ক পর্য্যন্ত পারা উঠিবে শরীরের সন্তাপ তত ডিগ্রি উঠিয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। ইহা দ্বারা কেবল শরীরের উত্তাপ জানা যায়। নাড়ী পরীক্ষার বিষয় পরে লিখিত হইল।

পথ্য।—বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধি পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতুপথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি॥

অর্থাৎ কেবল সুপথ্য দ্বারা বিনা ঔষধেও পীড়া আরোগ্য হয় কিন্তু সুপথ্যের অভাবে শত শত ঔষধেও রোগ আরোগ্য হয় না।

আবার ঃ—জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যম্।
জ্বরান্তে লঘু ভোজনম্॥

অর্থাৎ জ্বরকালে—পীড়িতাবস্থায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাসই পথ্য এবং তদনন্তরে লঘু অর্থাৎ যাহা সহজে পরিপাক করা যায় এরূপ পথ্যই সেবনীয়। বাস্তবিক পীড়ামাত্রেই সাগু, আরারুট, বার্লি, বেশ সুপক্ক দাড়িম্বের দুই চারিটী দানা, অল্প পরিমাণে পাণিফল,

কেশুব, মিছবি, বাতাসা ইত্যাদি লঘু পথ্যই সেবনীয়। সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ পুষ্টিকর পথ্য দেওয়া বিধেয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে মদ্য মাংসাদি খাইতে দেওয়া অপেক্ষা একটু কাল-সর্পের বিষ রোগীর হস্তে দেওয়াই যুক্তি সিদ্ধ। অবশ্য আমাব মত অজ্ঞ ব্যক্তির সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে কোন বিষয় বলা কেবল ধৃষ্টতা মাত্র, কিন্তু বিলাতেব কোন সুবিখ্যাত এলোপ্যাথিক চিকিৎসকই এইরূপ মদ্য মাংস ব্যবহারের ভুরি ভুরি নিন্দা কবিয়াছেন। প্রবল জ্বরে তৃষ্ণাধিক্য থাকিলে শীতল জল প্রচুর পরিমাণে পান করিতে দেওয়া যুক্তি সিদ্ধ।

---

## নাড়ী পরীক্ষা।

আধুনিক থার্ম্মোমিটার ( তাপমান যন্ত্র ) আবিষ্কৃত হওয়ার বহু পূর্ব্বকাল হইতে এদেশে নাড়ীজ্ঞান দ্বারা জ্বরাদি বোগ পরীক্ষা কবা হইত। থার্ম্মো-মিটাবেব কার্য্যকারিতা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ; জ্বরাদি রোগেব সন্তাপ পরীক্ষা ব্যতীত অন্য কোন পীড়াবই কোন লক্ষণ তাহা দ্বারা পবীক্ষা করিবাব উপায় নাই। কিন্তু নাড়ী পরীক্ষা দ্বাবা অনায়াসে সমুদায় রোগেরই বল-বল ও দোষ-বিভাগ প্রভৃতি অনেক লক্ষণই অনুভব করা যায়। প্রাচীন বৈদ্যচিকিৎসকগণ এই নাড়ী পরীক্ষা বিষয়ে এত অধিক উন্নতি লাভ করিয়া ছিলেন যে, সুস্থ ব্যক্তিরও নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের আয়ুকাল নির্ণয় কবিতে সমর্থ হইতেন। আধুনিক বৈদ্য চিকিৎসকগণও রোগ পরীক্ষা বিষয়ে নাড়ীজ্ঞানই প্রধান অবলম্বন বিবেচনা করেন। দুঃখের বিষয় যে এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা গ্রন্থে এই সুন্দর নাড়ী পরীক্ষা বিষয়ক কোন উপদেশই লিখিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেক স্থলে নাড়ী পবীক্ষার যেরূপ অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সকল চিকিৎসকেবই এবিষয়ে জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করি। নাড়ী-জ্ঞানেব ন্যায় মূত্র পরীক্ষা, জিহ্বা পরীক্ষা, নেত্র পবীক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও জ্ঞানেব আবশ্যক। এজন্য নিখিল জ্ঞানশালী কণাদ ঋষি কৃত নাড়ী বিজ্ঞান এবং মহামতি শঙ্কর সেন কৃত নাড়ী প্রকাশ, এই উভয় সংস্কৃত পুস্তক অব-লম্বন কবিয়া, নাড়ী পরীক্ষা প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে এই-

স্থানে উদ্ধৃত করিলাম। ভরসা করি পাঠকদিগের ইহা অপ্রীতিকর হইবেনা।

"হস্তের] মণিবন্ধস্থলে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশে যে একটি গ্রন্থি আছে, তাহার নিম্নভাগে অঙ্গুলি স্পর্শ দ্বারা যে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা যায়, তাহারই স্পন্দন বিশেষ বিবেচনা করিয়া রোগ পরীক্ষা করার নাম নাড়ী পরীক্ষা।"

নাড়ী পরীক্ষা কালে পুরুষের দক্ষিণ হস্তের এবং স্ত্রীলোকের বাম হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করা উচিত। শাস্ত্রকারগণ বলেন, নাড়ী সমূহের মূল ভাগ স্ত্রী পুরুষের বিপরীত ভাবে বিন্যস্ত বলিয়া এইরূপ দক্ষিণ ও বাম হস্ত দ্বারা নাড়ী পরীক্ষা করিবার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মুমূর্ষু অবস্থায় হস্ত-নাড়ী সম্যক্ অনুভব না হইলে পদদ্বয়ের গুল্ফ গ্রন্থির নিম্নভাগে, কণ্ঠ, নাসিকা এবং উপস্থেও নাড়ী পরীক্ষার উপদেশ কথিত আছে।

নাড়ী পরীক্ষার নিয়ম।—রোগীর হস্তের পরীক্ষণীয় নাড়ীর উপর পরীক্ষকের দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিত্রয় স্থাপিত করিয়া, বাম হস্ত দ্বারা রোগীর সেই হস্তটি ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া, কণুয়ের (কূর্পর) মধ্যে যে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব হয় সেই নাড়ীটি অল্প নিপীড়ন করিতে হইবে। তাহার পর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলির নীচে নাড়ীর যে প্রথম স্পন্দন অনুভব হইবে তাহা দ্বারা বায়ু, দ্বিতীয় স্পন্দন দ্বারা পিত্ত এবং তৃতীয় স্পন্দন দ্বারা শ্লেষ্মার বলাবল প্রভৃতি নিশ্চয় করিতে হয়।

কোন কোন গ্রন্থে লিখিত আছে, 'কেবল তর্জ্জনী দ্বারা বায়ু, মধ্যমা দ্বারা পিত্ত এবং অনামিকা দ্বারা শ্লেষ্মা অনুমিত হইয়া থাকে'।

তৈল মর্দ্দনের পর, নিদ্রাকালে, ভোজন সময়ে বা ভোজনের পরেই, ক্ষুধার্ত্ত বা তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থায়, আতপ সেবার পর এবং ব্যায়ামাদি শ্রমজনক কার্য্যের পর নাড়ী পরীক্ষা করা উচিত নহে, ঐ সকল কালে নাড়ী পরীক্ষা করিলে পরীক্ষণীয় বিষয় সম্যক্ অনুভব করা যায় না।

সুস্থব্যক্তির নাড়ীর গতি কেঁচোর গতির ন্যায়, অর্থাৎ ধীর ভাবে স্পন্দিত এবং তাহাতে কোন রূপ জড়তা লক্ষিত হয় না। কিন্তু সময় বিশেষে সুস্থ-ব্যক্তির নাড়ী ও কিঞ্চিৎ ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়,—প্রাতঃকালে নাড়ী স্নিগ্ধ

থাকে, মধ্যাহ্ন কালে উষ্ণ হয় এবং অপরাহ্ন সময়ে কিঞ্চিৎ দ্রুতগতি বলিয়া বোধ হয়।

বায়ুর আধিক্যে বক্রভাবে, পিত্তের আধিক্যে চঞ্চল ভাবে এবং শ্লেষ্মের আধিক্যে স্থির ভাবে নাড়ী স্পন্দিত হয়। সাধারণ এই নিয়ম হইতেই আরও কয়েক প্রকার সূক্ষ্ম গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন বায়ুজন্য বক্র গতি হইতে সর্প, জলৌকা প্রভৃতির ন্যায় গতি, পিত্তজন্য চঞ্চল গতি হইতে কাক, লাব ও ভেক প্রভৃতির ন্যায় গতি এবং কফজন্য স্থির গতি হইতে রাজহংস ময়ূর, পারাবত, ঘুঘু ও কুক্কুট প্রভৃতির ন্যায় গতি অনুমান করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

দুইটী দোষের আধিক্য অবস্থায়, বায়ু ও পিত্ত এই দুই দোষ প্রবল থাকিলে নাড়ীর গতি কখন সর্পের ন্যায় আবার কখন বা ভেকের ন্যায় লক্ষিত হয়; বায়ু ও শ্লেষ্মা এই দুই দোষ প্রবল থাকিলে নাড়ীর গতি কখন সর্পের ন্যায় কখন বা রাজহংস প্রভৃতির ন্যায় অনুমিত হয়; এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দুইদোষ প্রবল থাকিলে নাড়ীর গতি কখন ভেক প্রভৃতির ন্যায় কখন বা ময়ূর প্রভৃতির ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে।

তিনটি দোষের আধিক্য অবস্থায় সর্প, লাব, হংস প্রভৃতি যে সকল জীবের গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে তাহারই অন্যতর গতির ন্যায় নাড়ীর গতি লক্ষিত হয়।

এই ত্রিবিধ গতি অনুভব বিষয়ে যদি প্রথমেই বায়ু লক্ষণ সর্পাদি গতি, তৎপরে পিত্ত লক্ষণ লাব প্রভৃতিব গতি, এবং তাহার পর শ্লেষ্ম-লক্ষণ হংস প্রভৃতির গতি অনুভূত হয়, তবেই পীড়া সুখ সাধ্য; কিন্তু তাহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ সর্প গতির পরে হংস গতি অথবা হংস গতির পর লাব গতি, এইরূপ হইলে রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

ত্রিদোষ জন্য সকল রোগই অতি ভয়ানক, বিশেষতঃ জ্বর রোগ ত্রিদোষ জন্য হইলে অতি অল্প সময় মধ্যেই তাহাতে অরিষ্ট (মৃত্যু) লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এজন্য সন্নিপাত জ্বরে রোগ পরীক্ষা ও চিকিৎসা বিষয়ে অধিকতর সাবধানতার আবশ্যক।

ত্রিদোষ জ্বরে নাড়ী তিন দোষের লক্ষণ সম্যক্ প্রকাশ করিলেও যদি অপরাহ্ণকালে নাড়ী পরীক্ষা করিলে প্রথমে বায়ুর স্বাভাবিক বক্র গতি, তৎ-

পরে পিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চল গতি এবং তাহার পর শ্লেষ্মার স্বাভাবিক স্থির গতির উপলব্ধি হয়, তাহা হইলেই রোগ সুখ সাধ্য বিবেচনা করিতে হইবে. ইহার বিপরীত হইলে কষ্ট সাধ্য বা অসাধ্য বিবেচনা করা উচিত।

এতদ্ভিন্ন সান্নিপাত অবস্থার অসাধ্য অনুভবের জন্য আরও কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। নাড়ীর গতি কখন ধীর, কখন শিথিল, কখন স্খলিত, কখন ব্যাকুল অর্থাৎ ত্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় ইতস্ততঃ প্রধাবিত, কখন সূক্ষ্ম, কখন বা একবারেই বিলীন হইয়া গেলে, অথবা কখন অঙ্গুষ্ঠ-মূল হইতে বিচ্যুত হইলে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠের নিম্নভাগে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত না হইলে, এবং পরক্ষণেই স্পন্দন অনুভূত হইলে, অসাধ্য লক্ষণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু ভার বহন, মূর্চ্ছা, ভয় ও শোক প্রভৃতি কারণেও নাড়ীর গতির এইরূপ যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা অসাধ্য লক্ষণ নহে।

বিসূচিকা রোগে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয় না, তথাপি যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী অঙ্গুষ্ঠ মূল হইতে বিচ্যুত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা অসাধ্যের পরিচায়ক নহে।

কেহ কেহ বলেন 'সমুদায় অসাধ্য চিহ্ন প্রকাশ পাইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত অঙ্গুষ্ঠ মূল হইতে বিচ্যুত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে অসাধ্য বলিবেনা'।

যে রোগীর নাড়ী কিছুক্ষণ বেগে গমন করিয়া পুনর্ব্বার শান্ত হইয়া যায়; কিন্তু তাহার শরীরে যদি শোথ না থাকে, তবে সেই রোগীর সপ্তম বা অষ্টম দিনে মৃত্যু হইয়া থাকে।

যাহার নাড়ী কখন কেঁচোর ন্যায় কৃশ ও মসৃণ হয়, এবং কেঁচোর মত বক্রভাবে গমন করে, কখন বা সর্পের ন্যায় পরিপুষ্ট হয়, এবং প্রবল ভাবে বক্র গতি অবলম্বন করে, কখন বা অতি কৃশ কিম্বা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, অথবা শারীরিক কৃশতা ও শোথাদি-জন্য বৃদ্ধি অনুসারে নাড়ীও কৃশ কিম্বা স্থূল হয়, তবে তাহার এক মাস পরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

যাহার নাড়ী স্বস্থান ( অঙ্গুষ্ঠ মূল ) হইতে অর্দ্ধ যব পরিমিত স্থান স্খলিত হয়, তাহার তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চয়।

নাড়ী পরীক্ষা কালে যদি মধ্যমা ও অনামিকার নীচে স্পন্দন অনুভূত না হইয়া কেবল তর্জ্জনীর নীচে কাহারও স্পন্দন অনুভূত হয়, তবে তাহার চারিদিন মাত্র আয়ুষ্কাল বুঝিতে হইবে।

সন্নিপাত জ্বরে যাহার শারীরিক সন্তাপ অধিক, কিন্তু নাড়ী অত্যন্ত শীতল থাকে, তিন দিন পরে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

ভ্রমরের ন্যায় বক্রভাবে নাড়ীর গতি হইলে এক দিনের মধ্যে মৃত্যু অনুমান করিতে হয়।

যদি তর্জ্জনী অঙ্গুলীর নীচে নাড়ীস্পন্দন প্রায়ই অনুভূত হয় না, আবার কখন অনুভূত হয়, তবে দ্বাদশ প্রহরের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চয় করিতে হইবে।

যাহার নাড়ী তর্জ্জনী নিবেশ স্থলের ঊর্দ্ধভাগে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া নাড়ীস্পন্দন লক্ষিত হয়, তাহার জীবন একদিন মাত্র অবস্থিত থাকে, অর্থাৎ সেই সময় হইতে অষ্ট প্রহরের মধ্যে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।

যাহার নাড়ী স্বস্থান ( অঙ্গুষ্ঠ মূল ) হইতে স্খলিত হইয়া থাকিয়া থাকিয়া স্পন্দিত হয়, এবং তাহার যদি হৃদয়ে অতিশয় জ্বালা থাকে, তাহা হইলে সেই জ্বালার অবস্থান কাল পর্য্যন্ত তাহার জীবন অবস্থিত থাকে, অর্থাৎ জ্বালা শান্তিকালেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

এইরূপ নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা রোগের সাধ্যাসাধ্য বিবেচনা করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন রোগে নাড়ীর গতিও যেরূপ বিভিন্ন হইয়া থাকে, অতঃপর তাহাই লিখিত হইতেছে।

জ্বর আসিবার পূর্ব্ব অবস্থায় নাড়ীর গতি দুই তিনবার ভেকাদির গতির ন্যায় মন্থর হইয়া থাকে। কিন্তু দাহ জ্বর হইবার পূর্ব্বে নাড়ীর গতি ধারাবাহিকরূপে ঐ রূপ হইয়া থাকে। এবং সন্নিপাত জ্বরের পূর্ব্বে নাড়ী প্রথমে লাব পক্ষীর ন্যায় বক্রভাবে, তৎপরে তিত্তির পক্ষীর ন্যায় ঊর্দ্ধভাবে এবং অবশেষে বার্ত্তাক পক্ষীর ন্যায় মন্থর ভাবে স্পন্দিত হয়। এই সময়ে শরীরেও নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

জ্বরবেগ হইলে নাড়ী উষ্ণস্পর্শ এবং বেগ যুক্ত হইয়া থাকে। অতিশয় অম্ল ভোজন করিলে, মৈথুনের পর অর্থাৎ যে রাত্রিতে মৈথুন করা যায় সেই রাত্রিতে অথবা তাহার পরদিন প্রাতঃকালেও নাড়ী উষ্ণস্পর্শ বোধ হয়, কিন্তু তাহাতে বেগ হয় না। ইহাই জ্বরকালীন নাড়ী-গতির সহিত বিভিন্নতা।

বায়ু সঞ্চিত হইবার সময়ে (১) বায়ুজন্য জ্বর হইলে নাড়ী মৃদুগামী, কৃশ

ও বিলম্বে স্পন্দিতহয়। বায়ুর প্রকোপ কালে (২) বাতিক জ্বর হইলে নাড়ী স্থূল, কঠিন ও শীঘ্রগামী হইয়া থাকে।

পৈত্তিক জ্বরে নাড়ী গ্রন্থি বা জড়তা শূন্য, তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা তিন অঙ্গুলীর নীচেই স্পষ্টরূপে স্পন্দিত, এবং শীঘ্রগামী হইয়া থাকে। পিত্তের সঞ্চয়কালে 'পিত্ত জ্বর হইলে নাড়ীর গতি এইরূপ বুঝিতে হইবে; কিন্তু পিত্তের প্রকোপ কালে পিত্ত জ্বর হইলে নাড়ী কঠিন হইয়া এত দ্রুত-বেগে গমন করে যে, বোধ হয় যেন মাংসাদি ভেদ করিয়া নাড়ী উপরে উঠিতেছে।*

শ্লেষ্মার সঞ্চয় বা প্রকোপকালে শ্লেষ্ম-জ্বর হইলে নাড়ী তন্তুর ন্যায় কৃশ এবং তপ্ত জল দ্বারা সিক্ত রজ্জুতে যেরূপ শীতলতা অনুভূত হয় সেইরূপ শীতল হইয়া থাকে।

বায়ু ও পিত্ত এই দ্বিদোষ জন্য জ্বরে নাড়ী চঞ্চল, স্থূল ও কঠিন হয়, এবং দুলিতে দুলিতে গমন করিয়া থাকে।

বাত-শ্লেষ্ম-জ্বরে নাড়ী মন্দ মন্দ গমন করে, এবং ঈষৎ উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। এই জ্বরে শ্লেষ্মার ভাগ অল্প ও বায়ুর ভাগ অধিক থাকিলে নাড়ী রুক্ষ হয় এবং ধারা বাহিক রূপে প্রখর ভাবে গমন করিয়া থাকে।

পিত্ত-শ্লেষ্ম-জ্বরে নাড়ী কৃশ, শীতল, কখন বা অল্প শীতল, এবং মৃদুগামী হইয়া থাকে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষ ত্রয় দুষ্ট রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে, মধ্যমাঙ্গুলি নিবেশ স্থলে নাড়ীর সন্তাপ অনুভব হইয়া থাকে।

ভূত জ্বরে নাড়ী অধিকতর বেগগামী ও উষ্ণস্পর্শ হয়।

ঐকাহিক বিষমজ্বরে নাড়ী কোন সময়ে অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে কিঞ্চিৎ দূর বর্ত্তী, আবার কোন সময়ে অঙ্গুষ্ঠমূলে অবস্থিত হয়। তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরে নাড়ী উষ্ণস্পর্শ এবং ঘূর্ণিত জলের ন্যায় গতি অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরবর্ত্তী হইতে থাকে। অসাধ্য অবস্থায় ও এইরূপ নাড়ীর গতি অনুভূত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সন্তাপ থাকে না।

---

* বায়ু প্রভৃতি দোষ সমূহের সঞ্চয় কাল ও প্রকোপকাল বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিবার আবশ্যক, তাহা এস্থানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও অনেকের নিকট অতিরিক্ত বোধ হইতে পারে, এই নিমিত্তনায় সে সকল বিষয় উদ্ধৃত করা হইল না।

ক্রোধজ জ্বরে নাড়ী যেন অন্য নাড়ী অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ বক্রভাবে গমন করে। কামজ জ্বরে নাড়ী যেন অন্য নাড়ী দ্বারা জড়িত হইয়া গমন করে। কিন্তু জ্বরের কোপ অধিক হইলে নাড়ী উষ্ণস্পর্শ এবং বেগগামী হয়।

লোকে অভিলষিত বিষয় না পাইলে যেমন ইতস্ততঃ চঞ্চলভাবে গমন করে, জ্বরকালে কামাতুর হইলে নাড়ীর গতিও সেইরূপ হইয়া থাকে। জ্বর থাকিতে স্ত্রী সংসর্গ করিলে নাড়ী ক্ষীণ এবং মৃদুগামী হয়। জ্বরকালে দধি ভোজন করিলে জ্বরের বেগ অপেক্ষা নাড়ীর বেগ অধিক হয়, এবং তাহার উষ্ণতাও অধিক হইয়া থাকে।

অতিশয় অম্ল ভোজন জন্য জ্বর কিম্বা অন্য রোগ উপস্থিত হইলে নাড়ী সন্তপ্ত হয়। কিন্তু কাঁজি ভোজন জন্য পীড়ার নাড়ীর গতি মন্থর হইয়া থাকে।

অজীর্ণ রোগে নাড়ী কঠিন ও উভয় পার্শ্বে জড়িত ভাবে মন্দ মন্দ গমন করে। তন্মধ্যে অপক্ক অজীর্ণ অবস্থায় নাড়ী স্থূল, ভার ও অল্প কঠিন; পক্ক অজীর্ণে নাড়ী পুষ্টিহীন ও মন্দগামী; এবং বাতজীর্ণে নাড়ী অধিক কঠিন হইয়া থাকে।

অগ্নিমান্দ্য ও ধাতুক্ষীণ রোগে নাড়ী ক্ষীণ, শীতল ও অতি মৃদুগামী হয়।

অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিলে নাড়ী লঘু ও বলবান হয়।

গ্রহণী রোগে হস্তস্থিত নাড়ী ভেকের ন্যায় এবং পদস্থিত নাড়ী হংসের ন্যায় গমন করে।

মল মূত্র উভয়ের এককালে নিরোধ, কিম্বা মল ও মূত্র উভয়ের পৃথক্ ভাবে নিরোধ হইলে, মল মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, এবং বিসূচিকা, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও জ্বর প্রভৃতি রোগে মলমূত্র বন্ধ হইয়া গেলে নাড়ী সূক্ষ্ম এবং ভেক গতির ন্যায় বক্রগামী হয়।

আনাহ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে নাড়ী কঠিন ও গুরু হইয়া থাকে।

শূলরোগ মধ্যে বায়ু জন্য শূল রোগে নাড়ী সর্ব্বদা বক্রগামী, পিত্ত জন্য শূলরোগে নাড়ী অতিশয় উষ্ণ, এবং অম্লশূল অথবা ক্রিমিশূলে নাড়ী পুষ্ট হইয়া থাকে।

প্রমেহ রোগে নাড়ী মধ্যে মধ্যে যেন গ্রন্থি বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ঐ রোগে আমদোষ থাকিলে নাড়ী ঈষৎ উষ্ণ হইয়া থাকে।

বিষ্টম্ভ ও গুল্ম রোগে নাড়ীর গতি বক্র হয়। কিন্তু এই রোগ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে নাড়ী লতার ন্যায় বেগে ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। বিশেষতঃ গুল্ম রোগে নাড়ী চঞ্চল এবং পারাবতের ন্যায় প্রবল বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে বলিয়া অনুমিত হয়। উন্মাদ প্রভৃতি রোগেও নাড়ীর গতি এই-রূপ হইয়া থাকে।

বিষ ভক্ষণ করিলে অথবা সর্পাদি বিষাক্ত প্রাণী দংশন করিলে, শরীর মধ্যে যখন বিষ ব্যাপ্ত হইতে থাকে, সেই সময়ে নাড়ী অত্যন্ত অস্থির ভাবে প্রবাহিত হয়।

ব্রণাদি রোগে ব্রণের অপক্ক অবস্থায় নাড়ীগতি পিত্ত প্রকোপে নাড়ী-গতির ন্যায় লক্ষণ যুক্ত হয়।

ভগন্দর রোগে এবং নাড়ীব্রণ রোগে নাড়ী বায়ুর কুপিত অবস্থায় নাড়ী-গতির ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন অপরাপর রোগ সমূহে নাড়ীগতির তাদৃশ ভেদ জ্ঞান অনুভব করিতে পারা যায় না বলিয়া সে সকল রোগের অবস্থা লিখিত হইল না।

ইংরাজি মতে ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষার একটী নিয়ম আছে তাহাতে প্রত্যেক মিনিটে কতবার নাড়ী আঘাত করে তাহা স্থির করিয়া শরীরের সুস্থতা, অসুস্থতা জানিতে পারা যায়। সুস্থ শরীরেও বয়স ও অবস্থানুসারে নাড়ীর আঘাতের তারতম্য হইয়া থাকে। সুস্থ শরীরে সাধারণত নাড়ীর আঘাতের তালিকা দেওয়া যাইতেছে; ঠিক জন্মের পরে মিনিটে ১৪০ বার আঘাত করে, শৈশবাবস্থায় ১৩০ হইতে ১২০ বার, বাল্যে ১০০ বার, যৌবনে ৯০ বার, প্রৌঢ়ে ৭৫ বার, বার্দ্ধক্যে ৬৫ হইতে ৭০ বার এবং ভগ্নাবস্থায় ৭৫ হইতে ৮০ বার আঘাত করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পরিশ্রম, মাদক দ্রব্য সেবন, মানসিক উত্তেজনা ইত্যাদিতে আঘাতের সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

# মূত্র পরীক্ষা।

রাত্রি চারিটার সময়ে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া মূত্র ত্যাগ করিবার কালে প্রথম মূত্র ধারা পরিত্যাগ করিয়া মধ্য সময়ের মূত্র একটী কাচ পাত্রে ধরিয়া রাখিতে হয়। এই মূত্রই পরীক্ষার উপযোগী। মূত্র পরীক্ষা কালে মূত্র বারম্বার আলোড়িত করিয়া এবং তাহাতে তৈল বিন্দু প্রভৃতি নিঃক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়।

বায়ু কর্ত্তৃক মূত্র দূষিত হইলে মূত্র স্নিগ্ধ, পাণ্ডুরবর্ণ, শ্যাববর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ-পীত বর্ণ অথবা অরুণ বর্ণ হয় এবং তাহাতে তৈল বিন্দু নিঃক্ষেপ করিলে তৈল মিশ্রিত বিন্দু বিন্দু মূত্র উপরি ভাগে উঠিতে থাকে।

পিত্তদুষ্ট মূত্র রক্তবর্ণ এবং তাহাতে তৈল বিন্দু নিঃক্ষেপ করিলে তাহা হইতে বুদ্ বুদ্ উৎপন্ন হয়।

শ্লেষ্মদুষ্ট মূত্র ফেণাযুক্ত ডোবার জলের ন্যায় আবিল অর্থাৎ ঘোলা হইয়া থাকে।

আমপিত্ত দূষিত মূত্র শ্বেত সার্ষপ তৈলের তুল্য হইয়া থাকে।

বাতপিত্ত উভয় দোষ দ্বারা দূষিত মূত্রে তৈল নিঃক্ষেপ করিলে তাহা হইতে শ্যাববর্ণ বুদ্ বুদ্ উৎপন্ন হয়।

বায়ু ও শ্লেষ্মা এই উভয় দোষ দ্বারা দূষিত মূত্রে তৈল বিন্দু নিঃক্ষেপ করিলে তৈল মিশ্রিত মূত্র কাঁজির ন্যায় লক্ষিত হয়।

শ্লেষ্ম ও পিত্ত এই উভয় দোষ দ্বারা মূত্র দূষিত হইলে সেই মূত্র পাণ্ডুর বর্ণ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক দোষে মূত্র কৃষ্ণ ও লালবর্ণ হইয়া থাকে।

এইরূপ প্রত্যেক দোষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া সকল রোগেই দোষ বিচার করিয়া লইতে হয়। কয়েকটি মাত্র রোগে মূত্র লক্ষণ স্বতন্ত্র রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে যথা,—

মূত্রাতিসার রোগে মূত্র অধিক হয় এবং তাহা ধরিয়া রাখিলে তাহার নিম্ন ভাগ রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

জলোদর রোগে মূত্র ঘৃতকণার ন্যায় হইয়া থাকে।

জীর্ণজ্বরে মূত্র ছাগলের মূত্রের ন্যায় হয়।

ক্ষয়রোগে মূত্র কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে ; কিন্তু ঐ রোগে মূত্র কৃষ্ণবর্ণ না হইয়া শ্বেতবর্ণ হইলে সেই রোগ অসাধ্য বুঝিতে হইবে।

আহার জীর্ণ হইলে মূত্র স্নিগ্ধ এবং তৈলের ন্যায় আভাযুক্ত হয়, সুতরাং অজীর্ণ রোগে মূত্র ইহার বিপরীত লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে।

পিত্ত প্রধান সন্নিপাত রোগে মূত্র ধরিয়া রাখিলে তাহার ঊর্দ্ধভাগ পীতবর্ণ এবং অধোভাগ রক্তবর্ণ বোধ হয়।

বায়ুপ্রধান সন্নিপাতে মূত্রের মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ এবং কফাধিক্য সন্নিপাতে মধ্যভাগ শুক্লবর্ণ বোধ হয়।

জ্বরাদি রোগে রসের আধিক্য থাকিলে মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় হইয়া থাকে।

স্বাভাবিক বাত প্রকৃতি লোকের মূত্র শ্বেতবর্ণ, পিত্ত প্রকৃতির তৈল তুল্য, কফ প্রকৃতির ঘোলা, বাতশ্লেষ্ম প্রকৃতির ঘন ও শ্বেতবর্ণ, পিত্তশ্লেষ্ম প্রকৃতির তৈল তুল্য, রক্তবাত প্রকৃতির রক্তবর্ণ এবং রক্তপিত্ত প্রকৃতির কুসুম ফুলের ন্যায় বর্ণ হইয়া থাকে।

---

## নাসিকা পরীক্ষা।

পীড়িত ব্যক্তির নাসিকা শুক্লবর্ণ, কিম্বা শ্যাব অর্থাৎ কৃষ্ণ পীতবর্ণ, শুষ্ক, স্থূল, শ্লেষ্ম-লিপ্ত, স্পর্শজ্ঞানশূন্য, বিশাল ছিদ্রযুক্ত, অত্যন্ত সঙ্কুচিত, মধ্যস্থলে পীড়কাযুক্ত, অথবা অতিশয় স্ফুটিত অর্থাৎ ফাটা ফাটা হইলে, তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

---

## মুখ পরীক্ষা।

বায়ুর প্রকোপে মুখ লবণ-রসযুক্ত, পিত্ত প্রকোপে তিক্ত, কফ প্রকোপে মধুর, দুইটী দোষ প্রকোপে ঐরূপ দুই রসযুক্ত এবং সন্নিপাত দোষে ঐরূপ তিনটী রসযুক্ত হইয়া থাকে।

---

## নেত্র পরীক্ষা।

বাত প্রকোপে চক্ষুদ্বয়, তীব্র, রুক্ষ, ধোঁয়ার ন্যায় আভাযুক্ত, মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ এবং চঞ্চল তারকা যুক্ত হইয়া থাকে।

পিত্ত প্রকোপে উষ্ণ ও পীত আভাযুক্ত হয় এবং তাহাতে দীপের আলোক সহ্য করিতে পারে না।

কফ প্রকোপে নয়নদ্বয় জ্যোতিঃশূন্য, গুরু, জলপূর্ণ অর্থাৎ ছলছলে এবং স্থির দৃষ্টিযুক্ত হইয়া থাকে।

সন্নিপাত রোগে চক্ষুদ্বয় কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ, বক্র অথবা কোটরস্থ, বিকৃত ও তীব্র তারকাযুক্ত, তন্দ্রায় আচ্ছন্ন এবং ক্ষণে ক্ষণে উন্মিলিত হইতে থাকে। আরও এই রোগে চক্ষুর তারকাদ্বয় কখন অদৃশ্য হইয়া যায়, কখন বা চক্ষুতে নানাপ্রকার বর্ণ প্রকাশিত হয়।

যে সকল রোগীর চক্ষুতে প্রসন্নতা, শান্তদৃষ্টি এবং চক্ষুর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, তাহাদের রোগ আশু নিবারিত হইবে অনুমান করা উচিত।

---

## জিহ্বা পরীক্ষা।

বায়ুর আধিক্য থাকিলে জিহ্বা পীতবর্ণ, গোজিহ্বার ন্যায় কর্কশস্পর্শ-যুক্ত এবং স্ফোটযুক্ত হইয়া থাকে। পিত্তাধিক্যে রক্ত অথবা শ্যামবর্ণ, কফাধিক্যে শুক্লবর্ণ, স্রাবযুক্ত ও ঘন; এবং সন্নিপাতে কৃষ্ণবর্ণ, বিস্ফোটযুক্ত ও শুষ্ক হইয়া থাকে।

এই সমস্ত নাড়ী, মূত্র, নাসিকা, মুখ, নেত্র ও জিহ্বা প্রভৃতির পরীক্ষা বিষয়ক উপদেশ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আরও সূক্ষ্মরূপে কথিত থাকিলেও আমরা গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সংক্ষেপে এই মোটামুটি নিয়মগুলি উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহাদের ইহা অপেক্ষা অধিক জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সেই সকল অংশ বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করেন, ইহাই প্রার্থনা।

---

# জ্বর।

## ( ফিবার )।

"দেহেন্দ্রিয় মনস্তাপী সর্ব্বরোগাগ্রজোবলী।
জ্বরঃ প্রধানো রোগাণামুক্তো ভগবতা পুরা॥"

চরক সংহিতা।

বিবিধ অপচার দ্বারা জীব-শরীরে যাবতীয় রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে জ্বর রোগই সর্ব্ব-প্রধান। যে হেতু এই জ্বর রোগ কিছুকাল শরীর মধ্যে অবস্থান করিতে পাইলেই তাহা হইতে সমুদায় রোগই জন্মিবার সম্ভাবনা। কেবল অনুমান দ্বারা একথা বিশ্বাস করিতে হইবে না, নিয়তই দেখা যাইতেছে কতশত রোগী প্রথমতঃ কেবল জ্বরাক্রান্ত হইয়াই পরে ক্রমে ক্রমে প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা, কাস, শ্বাস, গ্রহণী, শোথ, আমাসয় প্রভৃতি কতকত উৎকট রোগ-গ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। বস্তুতঃ এই সকল কারণ জন্যই প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ প্রচারকগণ এবং আধুনিক ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের চিকিৎসা শাস্ত্রকারগণ রোগ নির্দ্দেশ কালে প্রথমেই জ্বর রোগের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদে লিখিত আছে "প্রাণী সমূহ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার কালে এই জ্বরগ্রস্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে, অতএব শারীররোগ সমূহ মধ্যে জ্বরই সর্ব্ব প্রথম, এজন্য জ্বরের নামই সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখ করা আবশ্যক।" জন্মকালে জ্বরের আক্রমণ যেমন নিয়ত, সেইরূপ মৃত্যুকালেও মনুষ্যদিগকে জ্বরগ্রস্ত হইয়াই নিশ্চিত মরিতে হয়।

অপচার হইতে রোগ জন্মে এবং অপচারের বিভিন্নতা অনুসারে রোগও নানাপ্রকার হইয়া থাকে। কিন্তু বিনা অপচারে গর্ভস্থ জীব শরীরে জ্বর উৎপন্ন হওয়া নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়; অথবা গর্ভিণীর অপচারকে সেই জ্বরের কারণ বলিলেও গোলে পড়িতে হয়। যে হেতু সকল গর্ভিণীর অপচার সমান নহে, সুতরাং প্রত্যেক শিশুরই জ্বর না হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রোগ হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এইজন্যই কেবল অপচার মাত্র জ্বর রোগের কারণ স্বীকার না করিয়া আর্য্য শাস্ত্রকারগণ জ্বর সৃষ্টি সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক কথার অবতারণা করিয়াছেন।

"কোন সময়ে প্রজাপতি দক্ষ একটী মহৎযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং মহাদেবকে কেবল সেই যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করিয়া অন্যান্য সমুদায় দেবগণকে যজ্ঞভাগ প্রদানের কল্পনা করেন। মহাদেব দক্ষের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার সেই ক্রোধ নিঃসৃত নিশ্বাসাগ্নি হইতে "বীরভদ্র" নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত অসুরের উৎপত্তি হইল। শিব-আজ্ঞা অনুসারে সেই বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং অতঃপর তাহাকে কি কার্য্য করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে মহাদেব তাহার প্রতি অনুমতি করিলেন,— "তুমি এই সংসার মধ্যে জ্বররূপে নিয়ত অবস্থান করিয়া নিয়তই প্রাণি-গণের জন্ম কালে, মৃত্যুকালে এবং তাহাদিগের স্ব স্ব কর্ম্মফলানুসারে জীবিত কালেও আক্রমণ করিবে।"* তদবধি জ্বর সংসার মধ্যে বিচরণ করিতেছে এবং জন্ম মৃত্যু কালে নিয়ত ও কর্ম্মানুসারে সময়ে সময়ে প্রাণি-দিগকে আক্রমণ করিয়া আসিতেছে।

জ্বরের এইরূপ নিয়ত আক্রমণ, ভয়ঙ্করত্ব ও অনিষ্টকারিতা দেখিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার কতকগুলি ভয়ঙ্কর নামও নির্দ্দিষ্ট আছে,—যথা ক্ষয়, তমঃ, পাপ, মৃত্যু ও যম-পুত্র ইত্যাদি।

সমুদায় জ্বরেই শরীর ও মন সন্তপ্ত হইয়া থাকে, এজন্য এই সন্তাপ লক্ষণ মাত্র অবলম্বন করিয়া জ্বর একরূপ বলা যাইতে পারে। আবার দোষজ, আগন্তু; শারীরিক, মানসিক; সৌম্য, আগ্নেয়; প্রাকৃত, বৈকৃত; বহির্ব্বেগ, অন্তর্ব্বেগ এবং সাধ্য ও অসাধ্য; এইরূপ দুই দুইটী বিভাগ দ্বারা জ্বর দুই প্রকার বলা হয়। বস্তুতঃ জ্বর বহুবিধ, শাস্ত্রবিশেষে জ্বরের এক এক প্রকার সংখ্যা নির্দ্দেশ থাকিলেও ইহা অপরিসংখ্যেয়। যে কয়েক প্রকার জ্বর সর্ব্বদা মনুষ্য-শরীরে উৎপন্ন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা ক্রমে এই পুস্তকে তাহার লক্ষণাদি লিখিত হইতেছে।

শরীরে জ্বর প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে,—যথা আলস্য, চক্ষুদ্বয়ের জল পূর্ণতা (ছল্‌ছলে) হাই উঠা, শরীর

---

"তমুবাচেশ্বরঃ ক্রোধং জ্বরো লোকে ভবিষ্যসি।
জন্মাদৌ নিধনে চ ত্বমপিচাপচারান্তরেষু চ॥"

চরক সংহিতা।

ভারবোধ, ক্লান্তিবোধ, কখনও অগ্নি বা রৌদ্র সন্তাপে ইচ্ছা, কখনও বা শীতল বায়ু অথবা শীতল জল স্পর্শে ইচ্ছা, অপরিপাক, মুখের বিরসতা, দৌর্ব্বল্য, বিবর্ণতা এবং স্ব স্ব স্বভাব ও আচরণের কথঞ্চিৎ বিকৃতি। এই সমস্ত লক্ষণ জ্বরের পূর্ব্বরূপ নামে অভিহিত হয়।

অতঃপর যে কয়েক ভাগে জ্বর সাধারণতঃ বিভাগ করা হইয়া থাকে, তাহার নাম, লক্ষণ এবং চিকিৎসা যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

---

## সামান্য জ্বর।

### ( সিম্পল্ ফিবার। )

কারণ।—অন্যান্য জ্বরের ন্যায় এজ্বরে কোন বিষাক্ত পদার্থ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে না। কোন কোন চিকিৎসকের মতে এ জ্বরেও বিষাক্ত পদার্থ আছে তবে অন্য জ্বরের বিষাক্ত পদার্থের ন্যায় তত তেজস্কর নহে। সাধারণত অধিক রৌদ্রের উত্তাপ, মাদক দ্রব্য সেবন, অপরিমিত আহার বা পরিশ্রম, মানসিক আবেগ, অধিক ঠাণ্ডা লাগান ইত্যাদিই এই জ্বরের কারণ।

লক্ষণ।—একজ্বরেই থাকা। বিরামে অত্যন্ত ঘাম হওয়া এবং একেবারে সারিয়া যাওয়া। মুখ লালবর্ণ হওয়া। অল্প শীত, ক্রমশঃ মাথা-ভারি হওয়া। কোষ্ঠবদ্ধ, অস্থিরতা, মোহ, প্রলাপ, হস্ত পদাদি কামড়ান। মূত্রের অল্পতা এবং লোহিত বর্ণ হওয়া। উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠা। নাড়ী দ্রুত। ২।৩ দিন হইতে ১০।১১ দিন পর্য্যন্ত অবস্থিতি। জিহ্বা শুষ্ক এবং সাদা ময়লাযুক্ত। পিপাসা, বমন ইচ্ছা।

চিকিৎসা।—তৃষ্ণাধিক্য, পিত্তাধিক্য, কোষ্ঠবদ্ধ, নিদ্রাশূন্যতা, বমনেচ্ছা বা সবুজবর্ণের বমি, প্রস্রাবের অল্পতা এবং রক্তাভ হওয়া, অস্থিরতা, নাড়ী মোটা এবং দ্রুত—একোনাইট।

সামান্য জ্বরে এই ঔষধটীই অধিক ব্যবহৃত হয়।

দিবসে আচ্ছন্ন ভাব, রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা, অত্যন্ত মাথার যন্ত্রণা, প্রলাপ, তৃষ্ণাধিক্য, নানাপ্রকার মস্তিষ্ক-লক্ষণ, মুখ শুষ্ক, জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ ক্লেদযুক্ত—বেলেডোনা।

সর্দ্দি, মাথা ঘোরা, স্নায়বীক অস্থিরতা, প্রাতে জ্বরের হ্রাস, নাড়ী মোটা কোমল অথচ দ্রুত—জেলসিমিয়ম।

নিদ্রাবস্থায় হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগানর জন্য জ্বর হইলে ক্যাম্ফর একটী উত্তম ঔষধ।

অধিক উত্তাপ লাগিয়া পীড়া হওয়া বা অধিক জল ঘাঁটিয়া বা জলে ভিজিয়া পীড়া হওয়া, মুখে দুর্গন্ধ, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ ক্লেদযুক্ত, পিপাসা, জল-পানের পরে পিত্ত বমন—ব্রাইওনিয়া।

সর্ব্বদা মল ত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু দাস্ত পরিষ্কার হয় না, অজীর্ণ অন্নাদি বমন, তরল কোষ্ঠ নক্সভমিকা।

রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, জ্বর অনেক দিন ধরিয়া সমানভাবে আছে—আর্সেনিক।

চক্ষে ঝাপ্সা দেখা, নাড়ী দ্রুত, বমনেচ্ছা, কড়া ধাতু বিশিষ্ট রোগী—ভেরেট্রম ভিরাইড।

পথ্য।—সাগু, এরাকট, বার্লি ইত্যাদি লঘু পথ্য (উপক্রমণিকাতে পথ্য দ্রষ্টব্য)। ঠাণ্ডা হাওয়া না লাগান এবং অত্যন্ত গরম বোধ হইলে গরম জলে গামছা ভিজাইয়া গা মুছিয়া তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার জামা বা কাপড় গায়ে দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ।

---

## সবিরাম জ্বর।

### ( ইণ্টারমিটাণ্ট ফিবার )।

কারণ।—ম্যালেরিয়া বিষ।

লক্ষণ।—জ্বরের সময় অস্থিরতা। নাড়ীর গতি অসমান, ১০২ হইতে ১০৫, ৬ বা ৭ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তাপ। নাড়ী কঠিন, ঘর্ম্মাবস্থায় মিনিটে ৭০ হইতে ৮৫ বার এবং উত্তাপাবস্থায় ১১০ হইতে ১৪০ বার স্পন্দন। প্রস্রাব অপেক্ষাকৃত ভারি এবং লালবর্ণ। বমনেচ্ছা ও বমি। তৃষ্ণা, অক্ষুধা, জিহ্বা ক্লেদাবৃত। কালবর্ণের অত্যন্ত দুর্গন্ধময় দাস্ত। বিরাম সময়ে সম্পূর্ণরূপে জ্বর বিচ্ছেদ কখন কখন ১৫ দিন বা এক মাস অন্তর জ্বর হওয়া ইত্যাদি।

চিকিৎসা ৬—সবিরাম জ্বরে ঔষধ নিরাকরণ করা বড় কঠিন। ঔষধ প্রয়োগ কালে যাহাতে লক্ষণের অধিক সদৃশ হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

নূতন জ্বর, বিরাম কালে সম্পূর্ণ জ্বর-বিচ্ছেদ, উদরাময় নাই এইরূপ অবস্থায় কুইনাইন অতি উত্তম এবং একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পুরাতন বা উদরাময় যুক্ত জ্বরে এবং সম্পূর্ণরূপে জ্বর-বিচ্ছেদের সময় না দিলে এই ঔষধ বিষময় ফলপ্রদান করে।

দিন দিন জ্বর অগ্রসর হইতেছে, (অর্থাৎ অদ্য প্রাতে বেলা আটটার সময় জ্বর হইল কল্য সাতটার সময়, পরদিন ছয়টার সময় ইত্যাদি) আন্তরিক সর্দ্দি, অত্যন্ত উত্তাপ বা ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইয়াছে—ব্রাইয়োনিয়া।

এইরূপে জ্বর অগ্রসর হয়, বিশেষত একটা হইতে তিনটার মধ্যে অথবা অধিক রাত্রে জ্বর হয়, জ্বরের পূর্ব্বে রোগীর আচ্ছন্ন ভাব, কম্প, শয়নেচ্ছা, পিপাসা কিন্তু অল্প জলেই সন্তোষ, সমস্ত দ্রব্যই মুখে বিস্বাদ লাগা, শোথের লক্ষণ থাকা, অধিক পরিমাণে কুইনাইন সেবন করা হইয়াছে, প্লীহা বা যকৃতে বেদনা, তরল দাস্ত—আর্সেনিক ৩০।

দিন দিন জ্বর পিছাইয়া ক্রমশঃ দ্ব্যহিক বা ত্র্যহিক জ্বরে দাঁড়াইতেছে, বিরাম সময়ে সম্পূর্ণরূপে জ্বর বিচ্ছেদ হয়—ইগ্‌নেসিয়া।

প্রতিদিন ঠিক এক সময়ে জ্বর হয়—আরিনিয়া ও সাইড্রণ।

পেট খোঁচা, পেট ফাঁপা, মুখের ভিতর গরম, বক্ষস্থল ভাল্লি, প্রস্রাব লোহিতবর্ণ, কানে তালা লাগিয়া ভোঁ ভোঁ করা—নক্সভমিকা ৩০।

পক্ষান্তর বা মাসান্তর জ্বর, অপরাহ্ণে জ্বর আসিয়া রাত্রিতে জ্বরের অধিক প্রকাশ বা রাত্রিতে জ্বর আসা, উদরাময়, কুপথ্য-জনিত পৌন-পুনিক জ্বর, নিদ্রাবস্থায় চমকিয়া উঠা, জ্বরাবস্থায় স্ত্রীলোকের ঋতুর সময় পরিবর্ত্তন, ঋতু-সময়ে কখন অধিক কখন অল্প রক্তস্রাব, ঋতুবন্ধ, তলপেটে বা অণ্ড-স্থলীতে বেদনা, গর্ভ-শ্রাবের আশঙ্কা—পল্‌সেটিলা ৩,৬ বা ৩০। অম্লদেশে ৩০শ ক্রমেই অধিক ফল দর্শিয়াছে।

বিরাম কাল অতি অল্প, তৎসময়ে উত্তমরূপ জ্বর বিচ্ছেদ হয় না, স্বল্প-বিরাম জ্বরে পরিণত হইবার সম্ভাবনা, হাড়ের ভিতর কামড়ায়—ইউপিটোরিয়াম পারফলিয়টম্।

হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া জ্বর হয়, হাত পায়ে ঘাম হইলে দুর্গন্ধ বোধ হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়, শীতের সময় পিপাসা শূন্যতা, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়, পেট ফাঁপা, জ্বরের সময়ের ঠিক নাই, অধিক ঘর্ম্ম হয়—সাইলিসিয়া ৩০।

শীতে বুকের ভিতর গুর্‌গুর্ করে, জ্বরের সময়ে খুস্ খুসে শুষ্ক কাশি, রোগী অত্যন্ত মোটা—একোনাইট্।

অধিক কুইনাইন বা আর্সেনিক সেবনে উপকার হয় নাই জ্বর পুরাতন নহে—ইপিকাক্।

পেটে বেদনা, জ্বরের সময় বাতের মত সর্ব্বশরীরে বেদনা, অপরাহ্ণে বা সন্ধ্যার পর জ্বর হয়, পিপাসা আছে কিন্তু অল্প জলেই সন্তোষ, জ্বর আসিবার পূর্ব্বে চক্ষুজ্বালা, শুষ্ক কাশি, গাত্রে আমবাত বা চুলকানি বাহির হওয়া অথবা জ্বরঠুঁটা হওয়া, শয্যায় অস্থির হওয়া—রষ্টক্স ৬, ৩০।

বিরাম কাল অল্প, শীঘ্রই স্বল্প-বিরাম জ্বরে পরিণত হইবার সম্ভাবনা, প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে জ্বর হয়, বালক বালিকাদের জ্বরে—জেল্‌সিমিয়ম্ ৩০।

আমাশয়ে, পেটের পীড়া, পূর্ব্ব দিবসে সবিরাম জ্বর হইয়াছিল—আর্সিনিয়েট্ অফ্ কুইনাইন।

মাথার ভিতর ভোঁ ভোঁ করা, জল পানের পর অত্যন্ত শীত হওয়া, প্লীহা বৃদ্ধি এবং তৎস্থানে কন্‌কন্ করা, ক্ষুধামান্দ্য, অল্পাহারেই সন্তোষ, আহারের পর নিদ্রালুতা, চক্ষের কোল রক্তশূন্য, পাঁজরার নিম্নদেশে বেদনা, মুখ বিবর্ণ চক্ষের ভিতর হরিদ্রাভ, মনের সঙ্কীর্ণতা, যকৃৎ বৃদ্ধি, হাত পা অত্যন্ত শীতল, মন অস্থির এবং তেজশূন্যতা, শোথের লক্ষণ—চায়না ৩, ৩০।

আসন্নপ্রসবা বা গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পুরাতন সবিরাম জ্বর, অনেক দিন ব্যবধানে হয় এমন কি মাসান্তরেও হয়, চক্ষের কোল এবং হস্ত পদের অঙ্গুলি সকল রক্তশূন্য, অল্প বাতাসে শীত বোধ হওয়া, তৃষ্ণাশূন্যতা, হাত পা ঠাণ্ডা, মাথা ঘোরা, অল্প গরমে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হওয়া, নিদ্রাভঙ্গের পর অত্যন্ত ঘর্ম্ম হওয়া—সিপিয়া।

অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার জন্য আট্‌কান পুরাতন জ্বর, অজীর্ণতা, মাংস বা কোন লবণাক্ত দ্রব্য আহার জনিত জ্বর, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, বমি হইলে আরাম বোধ—কার্ব্বভেজিটেব্‌লিস্‌।

নাসিকা ঘামা, খুঁট্‌রান, সড়্‌ সড়্‌ করা, রগড়ান, দাঁত কড়্‌ কড়্‌ করা, প্রস্রাব শ্বেতবর্ণ এবং শুকাইলে সেই স্থানে খড়িগোলার ন্যায় শাদা হওয়া ইত্যাদি কৃমির লক্ষণ থাকিলে শিশুদিগকে সিনা দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ।

মদ্যপায়ীর রোগ, মূর্চ্ছা রোগ ( হিষ্টীরিয়া ) যুক্ত স্ত্রীলোকের রোগ, অত্যন্ত পেট কাম্‌ড়ানি, কোষ্ঠ বদ্ধ, কিছু পান করিলে বা আহার করিলেই রোগের বৃদ্ধি—ককুলস্‌।

অম্লজনিত বমনেচ্ছা, পাতলা দাস্ত, মলত্যাগের সময় অত্যন্ত কষ্ট অত্যন্ত মাথার যন্ত্রণা—কর্ণসফ্লোরিডা।

অপরাহ্ণে জ্বর আরম্ভ হওয়া, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ, অম্লবোধ, জ্বরঠোঁটার ন্যায় জিহ্বায় ফুস্‌কুড়ি হওয়া, প্রস্রাবের সহিত বালির ন্যায় গুঁড়া নির্গমন, যকৃতে বেদনা—লাইকোপোডিয়ম্‌।

নিদ্রাবস্থায় ঘোরতর যুদ্ধ, রক্তপাত ইত্যাদি স্বপ্ন দেখা, হঠাৎ প্রস্রাব বাহির হইয়া পড়া, মলত্যাগ সময়ে গুহ্যদ্বারে জ্বালা করা, জ্বরঠুঁটা হওয়া, অধরোষ্ঠ নীলাভ, চক্ষু দিয়া জল পড়া, তৃষ্ণাধিক্য, জিহ্বায় চুল বা লোম পড়িয়া আছে বলিয়া বোধ হওয়া, কপাল দপ্‌ দপ্‌ করা—নেট্রম্‌-মিউরিয়াটিকম্‌।

শিশু বা বৃদ্ধের গলার ভিতর ঘড়্‌ ঘড়্‌ করিতেছে, চোখ মুখ ফোলা, চোখের কোলে কাল্‌সিটে পড়া, কোষ্ঠ বদ্ধ—ওপিয়ম্‌।

নূতন জ্বরে যে যে লক্ষণে ইপিক্যাক্‌ ব্যবহার হয় পুরাতন জ্বরে সেই সেই লক্ষণে সাল্‌ফার ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। সাল্‌ফার উত্তম-রূপে রোগ প্রকাশ করিয়া দেয়।

এই জ্বরে প্লীহা বৃদ্ধি হইলে মার্কুরিয়স্‌-বিন-আই-য়োডেট্‌স্‌ শত করা পাঁচ ভাগ দিয়া মলম প্রস্তুত করিয়া প্লীহার উপর লাগাইতে হইবে এবং এই ঔষধেরই ৩ বা ৬ ক্রম ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। যকৃতের দোষে ফস্‌ফরস্‌ একটী উত্তম ঔষধ।

শিশুদের দন্তোদ্গম কালে রোগ, মুখ অত্যন্ত লাল, মাংসপেশী শিথিল, স্ত্রীলোকদিগের ঋতু সময়ে রক্তস্রাবের আধিক্য, অল্প পরিশ্রমেতেই কাতর, কফ্‌প্রধান ধাতু বিশিষ্ট লোক, জ্বর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় না—ক্যাল-কেরিয়া কার্ব্ব।

জ্বরাগমন কালে ভয়ানক কম্প, বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিয়া দাঁতে দাঁতে ঠেকিয়া যায়, তৃষ্ণা নাই, জ্বর বিচ্ছেদে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইয়া রোগী একে-বারে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—ক্যাম্ফর।

পথ্য।—সাগু ইত্যাদি লঘু পথ্যই বিধেয়। কি ঔষধ কি পথ্য বিজ্বর অবস্থায় বা জ্বরের নিস্তেজ অবস্থাতে প্রয়োগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

---

## স্বল্প-বিরাম জ্বর।

### ( রেমিটাণ্ট্ ফিবার )।

যে জ্বরের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ না হইয়া সময়ে সময়ে ঈষৎ হ্রাস হইয়া থাকে তাহাকেই স্বল্প-বিরাম জ্বর কহে।

কারণ।—সবিরাম জ্বরের ন্যায় ম্যালেরিয়া বিষই এ জ্বরের কারণ।

লক্ষণ।—শরীরের উত্তাপ ১০২।৩ হইতে ১০৪।৫ বা ৬ ডিগ্রি। নাড়ী মিনিটে ১১০।১৫ বা ২০ বার আঘাত করে প্রস্রাবের অল্পতা এবং লোহিতবর্ণ, মুখ ও চক্ষু লাল, জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ ক্লেদাচ্ছাদিত, শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত, বিরাম কালে এই সকল লক্ষণের হ্রাস হয় বটে কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না এবং জ্বরেরও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় না। প্রথম সপ্তাহ অপেক্ষা দ্বিতীয় সপ্তাহে সমস্ত লক্ষণেরই বৃদ্ধি। বিরাম কালেরও হ্রাস হইয়া ক্রমশঃ একজ্বরে পরিণত হওয়া। প্রথম সপ্তাহে কোষ্ঠবদ্ধ ও দ্বিতীয় সপ্তাহে একবারে উদরাময়, প্লীহা বা যকৃতের বিকৃতি, অত্যল্প ঘর্ম্ম, অস্থদেশে এ পীড়ায় অবস্থিতি কাল ৪১শ দিন; ১৪শ, ২৮শ এবং ৪১শ দিনই বিশেষ ভয়ের সময়। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ভাবি ফল প্রায়ই ভয়াবহ। তবে সামান্য স্বল্প-বিরাম জ্বর তত কঠিন নহে।

চিকিৎসা।—প্রথম সপ্তাহের, বিশেষত স্বল্প-বিরাম জ্বরে যখন প্রাতঃকালে সামান্য ঘাম হইয়া জ্বর নরম পড়ে, রাত্রে জ্বরের বৃদ্ধি হয়,

রোগী দুর্ব্বল, মুখ লালবর্ণ, নাড়ী পূর্ণ, দ্রুত অথচ কোমল, জিহ্বা হরিদ্রা বা শ্বেতবর্ণ ক্লেদযুক্ত, পেটের দোষ নাই—জেলসিমিয়ম।

নানারূপ প্রলাপ বকিতেছে, রাত্রে নিদ্রা শূন্যতা, মুখ, চক্ষু এবং জিহ্বা লোহিত বর্ণ, নানারূপ মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ, খুস্ খুসে কাশি, গাত্রে লাল-বর্ণ দাগ, লোককে মারিতে উদ্যত—বেলেডোনা।

প্রথম সপ্তাহের জ্বরে পিত্তাধিক্য, পিত্তবমন, উঠিলে মাথার অত্যন্ত যন্ত্রণা, শুইয়া থাকিলে আরাম বোধ, কোষ্ঠবদ্ধ বা আমাশয়, বিকালে জ্বরের প্রকোপ, বিরাম অতি সামান্য অথবা অস্পষ্ট, মুখ শুষ্ক, জিহ্বা শ্লেষ্মাবৃত—ব্রাইয়োনিয়া।

প্রস্রাব লালবর্ণ, অত্যন্ত পৈত্তিক লক্ষণ, যকৃত বেদনা, গ্রীষ্ম কালের পীড়া, মস্তকের পশ্চাদ্দেশ ভারি, প্রলাপ, পিত্ত বা শ্লেষ্মা ভেদ বা পিত্তবমন, গাত্রে ভয়ানক বেদনা—ইউপেটরিয়ম পারফলিয়েটম্।

উদরাময়, শয়নে মাথার যন্ত্রণার বৃদ্ধি, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ধাতুবিশিষ্ট, প্রথম সপ্তাহেই সন্ধ্যার সময় জ্বরের প্রকোপ, রক্ত মিশ্রিতের ন্যায় গাঢ় লালবর্ণ প্রস্রাব, পেটে এবং যকৃতে বেদনা, জিহ্বা শ্বেত বা পীতাভ ক্লেদা-বৃত—মার্কুরিয়স্।

উগ্র ধাতুবিশিষ্ট রোগীর রোগের প্রথম অবস্থায়, একবারে কোষ্ঠ বদ্ধ বা উদরাময়, মুখ হরিদ্রাভ—নক্স্ ভমিকা।

যকৃত লক্ষণ, জ্বর এবং শিরঃপীড়ার প্রাবল্য, অত্যন্ত তৃষ্ণা পিত্ত সংযুক্ত উদরাময়—পডোফাইলাম্।

বিড়্ বিড়্ বকুনি, বিছানা খোঁটা, ভয় পাওয়া, ভুল হওয়া, হঠাৎ বিছানা হইতে পলায়নের ইচ্ছা—হাইওসায়েমস্।

প্রথম সপ্তাহের পরে রোগী নিদ্রিতের ন্যায় আচ্ছন্ন, মুখ চোখ ফোলা, গলা ঘড়্ ঘড়্ করা, পেট ফাঁপা মল ত্যাগে সাড়শূন্যতা—ওপিয়ম্।

নিদ্রা এবং পিপাসার প্রাবল্য, নানারূপ স্বপ্ন দেখা, অস্থিরতা, অসংলগ্ন প্রলাপ—রষ্টক্স্।

জ্বরের প্রথমাবস্থাতেই বিকারের সূচনা, অত্যন্ত মাথার যন্ত্রণা, নিশ্বাস

এবং মল অত্যন্ত দুর্গন্ধময়, মলের রং কাল কিম্বা গাঢ় লাল, কথা বলিতে বলিতে রোগী নিদ্রিতের ন্যায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়া—ব্যাপ্টিসিয়া।

গাত্র দাহ, দিন দিন রোগীর নাড়ী ক্ষীণ হইতেছে রোগীও অত্যন্ত দুর্ব্বল—আর্সেনিকম্।

বমনেচ্ছা, মাথার সম্মুখ দিক ভারি, আহারে অনিচ্ছা, বমন, অজীর্ণতা ইপিকাক্।—ইহাতে উপকার না পাইলে—এণ্টিমোনিয়ম্।

রোগী হঠাৎ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মল ত্যাগের পর অজ্ঞান হয়, শুষ্ক এবং হরিদ্রাভ জিহ্বা—ভিরাট্রাম্।

জলবৎ পাতলা মলত্যাগ, রোগের প্রথমাবস্থা হইতেই রোগ ভয়ানক আকার ধারণ করিতেছে, পেট ফাঁপা—চায়না।

শেষ অবস্থায় জ্বর যখন ক্রমশঃ সবিরামে দাঁড়াইয়াছে, বিরামের সময় সম্পূর্ণ জ্বর বিচ্ছেদ না হইলেও অতি সামান্য জ্বর, বিরামের সময় অধিক, জ্বর বিচ্ছেদে কুইনাইন উত্তম ঔষধ।

পথ্য।—সহজ পাচ্য অথচ স্বাস্থ্যকর। তেজস্কর পথ্য দেওয়া কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।

---

## সান্নিপাতিক জ্বর।

### ( টাইফস্ ফিবার )।

কারণ।—কেহ কেহ বলেন যে শরীরের মধ্যে এক প্রকার বিষ উৎপন্ন হইয়াই এই পীড়া হয়। আবার কাহারও মতে এটী ভ্রম মাত্র। তাঁহারা বলেন যে অত্যন্ত মদ্যপান, অসম্পূর্ণ বায়ু সঞ্চালিত স্থানে বাস, মানসিক উত্তেজনা, ভয়, চিন্তা বা শোকের আতিশয্য, মাংস, রক্ত বা অন্য কোন দ্রব্য পচা হেতু দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু সেবন ইত্যাদিই এই রোগের কারণ।

লক্ষণ।—প্রথম দিবসেই জ্বরের ভয়ানক প্রকোপ, উত্তাপ ১০৫ বা ১০৬ ডিগ্রি, অপরাহ্ণে পীড়া বৃদ্ধি, প্রাতেঃ নাড়ীর গতি ১০০ হইতে ১০৯।১০

ও বিকালে ১৪০ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, মুখ লালবর্ণ, গাত্রে লালবর্ণের চাকা চাকা ফুলা দাগ হওয়া, বিভীষিকা, প্রলাপ, নিদ্রালুতা, শিবনেত্র (অর্দ্ধোন্মিলিত চক্ষু), জিহ্বা শুষ্ক, সবিরাম শ্বাস ক্রিয়া, অকস্মাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া ইত্যাদি।

ইহা সংক্রামক পীড়া, সুতরাং ইহার আক্রমণ কালে অত্যন্ত সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। যাহাতে বাস গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মৃত রোগীর ব্যবহার করা দ্রব্যাদি জ্বালাইয়া দেওয়া বা গন্ধকের ধোঁয়া অথবা কার্ব্বলিক্ এসিড্ ইত্যাদি সংক্রমণ নাশকারী দ্রব্য দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত। এই ভয়ানক পীড়া প্রায় শীত প্রধান দেশেই হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—জ্বরের প্রারম্ভেই শীত বোধ, রোগীর মরিবার ভয় অত্যন্ত অধিক—একোনাইট।

নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল, বাক্যস্ফূরণে অনিচ্ছা, জিহ্বা শুষ্ক, চক্ষু ছোট হওয়া, হস্ত পদে খাল্ ধরা, মদ্যপায়ীর ন্যায় রোগী আত্মসংযমে অক্ষম, নাড়ী চঞ্চল অথচ দুর্ব্বল—এগারিকস্।

প্রলাপ, মস্তিষ্ক লক্ষণ, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠা, বাক্যস্ফূরণে কষ্টবোধ, লোকদিগকে মারিতে বা কামড়াইতে যাওয়া, চাহনি ফ্যাল্ ফেলে হওয়া মুখ লালবর্ণ, জিহ্বা শুষ্ক—বেলেডোনা।

রোগী অল্পে রাগিয়া উঠে, রাত্রে অত্যন্ত প্রলাপ, পলায়নের ইচ্ছা, চক্ষু মুদিলেই বিভীষিকা দর্শন, মুখ লালবর্ণ, উঠিতে গেলেই বমনেচ্ছা—ব্রাই-য়োনিয়া।

কান ভোঁ ভোঁ করিতেছে, প্লীহা ও যকৃতের বিকৃতি, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, তিক্ত আস্বাদ, ঘর্ম্মাধিক্য, মস্তকে অত্যন্ত ভার বোধ, কোষ্ঠবদ্ধ—চায়না।

বিড় বিড় বকুনি, বিছানা আঁচড়ান, উলঙ্গ হওয়া, হাসি, কান্না—হাইওসায়েমস্।

মুখ চোখ রক্তশূন্য, গলা শুষ্ক হইয়া ক্ষণে ক্ষণে শ্লেষ্মা জন্মে জিহ্বা এবং প্রশ্বাস বায়ু অত্যন্ত শীতল—কার্ব্বভেজিটেবিস্।

ইচ্ছা সত্বেও অনিদ্রা, পেট ফোলা, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়, বুকজ্বলা, শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টবোধ ঠোঁট ফাটা—ল্যাকেসিস্।

হস্ত পদ থেঁচুনী, মুখ লালবর্ণ ও ফোলা, প্রস্রাবের অল্পতা বা একেবারে বন্ধ, শিবনেত্র—ওপিয়ম্।

মনের গোলমাল, জিহ্বা মেটে রংএর ক্লেদাবৃত ও শুষ্ক, অত্যন্ত অস্থিরতা, পিপাসার আধিক্য, কর্ণমূল হওয়া, শয্যাকণ্টকীর ন্যায় বিছানায় এপাশ ওপাশ করা, খুস্ খুসে কাশি, শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ—রষ্টক্স্।

**পথ্য**।—প্রথমে জল সাগু বা বার্লি অথবা এরারুট, ক্রমশঃ রোগের শান্তি হইতে আরম্ভ হইলে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়। (উপক্রমণিকায় **পথ্য** দ্রষ্টব্য)।

জ্বরে তৃষ্ণার আধিক্য থাকিলে পরিষ্কার শীতল জল রোগীকে অবাধে পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহাতে রোগীর "রস" বৃদ্ধি হইবার বা অন্য কোন ভয়ের কারণ নাই। উপক্রমণিকাতেই বলা হইয়াছে যে রোগীর গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু-সঞ্চালন বিষয়ে বিশেষ সযত্ন হওয়া আবশ্যক। যখন দূষিত বায়ু সেবন এরোগ উৎপত্তির অন্যতম কারণ তখন রোগীর গৃহের বায়ু পরিস্কৃত রাখিতে সম্পূর্ণভাবে সযত্ন হওয়া একান্ত আবশ্যকীয়।

---

## হাম জ্বর।

### (মিজ্‌ল্‌স্)।

কারণ।—এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ শরীরাভ্যন্তরস্থ হওয়া। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস দূষিত বায়ুই ইহার বিস্তৃতির কারণ। হাম রোগ স্পর্শসংক্রামক।

লক্ষণ।—সর্দ্দি, কাশী, চক্ষু লাল ও সজল, মুখ ফুলো ও লাল, গলা ব্যাথা, হাম বাহির হইবার পূর্ব্বে গাত্রের উত্তাপ ১০৩।৪ ডিগ্রি ক্রমশ হ্রাস হইতে থাকে, হাম বাহির হইলে ১০৭ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তাপের বৃদ্ধি হয় এবং নাড়ীর গতি মিনিটে ১৫৫।৬০ বার পর্য্যন্ত হয়, উদরাময় (আমযুক্ত) বা

কোষ্ঠবদ্ধ, সর্ব্ব শরীরে বেদনা। হাম রোগে কখন কখন নিউমনিয়া, যক্ষ্মা ইত্যাদি আনয়ন করে।

চিকিৎসা।—সর্দ্দি এবং জ্বরের প্রকোপ থাকিলে প্রথমাবস্থায় একোনাইট উত্তম ঔষধ।

খুস্ খুসে যন্ত্রণাদায়ক কাশি, মাথার অত্যন্ত যন্ত্রণা—বেলেডোনা।

নিউমোনিয়ার আশঙ্কা থাকিলে বা লালবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ফস্-ফরস্।

কাণে পূঁজ, সর্দ্দি বাহির হইবার সময় নাকের ভিতর জ্বালা করে—মার্কুরিয়স্।

রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, জলের ন্যায় সর্দ্দি এবং মুহুর্মুহু হাঁচি—আর্সেনিকম্।

হাম লাট্ খাইয়া (বসিয়া গিয়া) বিকারের লক্ষণে ব্রাইয়োনিয়া, ইপিকাক্, জেলসিমিয়াম, ওপিয়াম্ ইত্যাদি প্রধান প্রধান ঔষধ।

অনেকে সংক্রামক এবং স্পর্শ-সংক্রামক রোগের অনেক প্রকার প্রতিষেধক ঔষধ নির্ব্বাচন করেন; কিন্তু কোন রোগের প্রতিষেধক ঔষধ আছে বলিয়া আমাদের তত বিশ্বাস হয় না তবে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, আহারাদির সুনিয়ম পালন, কর্পূর, গন্ধক, কার্ব্বলিক এসিড ইত্যাদির দ্বারা সংক্রামক বিষ নষ্ট করা ইত্যাদিতে রোগের আক্রমণ হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাওয়া যায়।

কবিরাজ ও এলোপ্যাথিক্ চিকিৎসকেরা হাম বাহির হইলে আর কোন ঔষধ দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন না। তাঁহারা বলেন যে ঔষধে উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধে কিন্তু অতি শীঘ্রই রোগের শান্তি হইয়া যায়। ঔষধ না দিলেও যখন পীড়া আপনা আপনি সারিয়া যায় তখন ঔষধ দেওয়া তত যুক্তিসিদ্ধ নহে এই বিবেচনায় আমরা হাম বাহির হইতে আরম্ভ হইলে রোগীকে কখনও ঔষধ দিই নাই। তবে হাম সারিয়া যাইবার পরে উদরাময় থাকিলে মার্কুরিয়স্, ইপিকাক্, পলসেটিলা ইত্যাদিতে উত্তম ফল পাইয়াছি।

পথ্য।—লঘু ও সহজ পাচ্য। মৎস্য, মাংসাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রোগীর

বিশ্বাস থাকিলে শীতলা পূজা ইত্যাদি মন্দ নহে। রোগীর গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হওয়া উচিত বটে কিন্তু কোন রূপে রোগীকে ঠাণ্ডা লাগান একেবারে নিষিদ্ধ। এমন কি হাম ভাল হইয়া গেলেও ২।৪ দিন ঠাণ্ডা লাগান উচিত নহে।

আমাদের দেশে কাঁচা পাতাসহ নোড় গাছের ডাল রোগীর গায়ে বুলানতেও রোগের উপশম হইতে দেখা গিয়াছে।

## আরক্ত জ্বর।

### ( স্কার্লেট ফিবার )।

কারণ।—এক প্রকার বিষাক্ত কীটাণু শরীরস্থ হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে।

লক্ষণ।—অকস্মাৎ জ্বরাক্রমণ, শীত, কম্প, গাত্রের উত্তাপ বৃদ্ধি, বিবিমিষা, বমি, নাড়ী দ্রুত, মুখ লাল, চর্ম্ম শুষ্ক, মস্তকের সম্মুখ দিক ভারি, মাথার বেদনা, পিপাসা, ক্ষুধা-শূন্যতা, বক্ষস্থলে ঘোর লালবর্ণ বিন্দু বিন্দু কণ্ডু বাহির হইয়া ক্রমশঃ গলা এবং শরীরের সমস্ত গ্রন্থিতে বিস্তৃত হয় এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সকল কণ্ডু স্থানে স্থানে চাপ বাঁধিয়া বাহির হয় এবং চাপিলে অদৃশ্য হয় কিন্তু ছাড়িয়া দিলেই আবার যেমন তেমনিই হইয়া উঠে। গলার ভিতরে ঘা হয়। আরক্ত জ্বর প্রাবল্য ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। স্কার্লেটিনা সিম্প্লেক্স্ বা সামান্য আরক্ত জ্বর, স্কার্লেটিনা এঞ্জিনোসা বা কঠিন আরক্ত জ্বর এবং স্কার্লেটিনা ম্যালিগ্না বা দুশ্চিকিৎস্য আরক্ত জ্বর। সামান্য আরক্ত জ্বরে যে কণ্ডু বাহির হয় তাহাতে পূঁয হয় না এবং বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করিতে পারিলে সহজেই সারিয়া যায়। ইহাতে গাত্রের উত্তাপ উর্দ্ধসংখ্যা ১০২।৩ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠে কিন্তু কঠিন আরক্ত জ্বরে গলার ভিতরে ক্ষত হয়, উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় কখন কখন ঘাড়ে ঘোড়ার ন্যায় ঘা হয়, কণ্ডু সকল উজ্জ্বল লালবর্ণ, রক্ত সঞ্চালনক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটে।

বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করিতে পারিলে এবং রোগীকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিতে পারিলে তবে আরোগ্য লাভের আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু এতদুভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিলে বাঁচিবার আশা অত্যন্ত কম। শীতকালে কঠিন আরক্ত জরাক্রমণে রোগীর বাঁচিবার আশা থাকেনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুশ্চিকিৎস্য আরক্ত জরে কৃষ্ণাভলোহিত বর্ণের কণ্ডু সকল বাহির হইতে থাকে এবং কোথাও আবার অল্প সময়ের মধ্যেই মিলাইয়া যায়। জর শীঘ্রই সাংঘাতিক ভাব ধারণ করে, গলায় এবং মুখের ভিতরে অত্যন্ত ঘা হয় এবং ক্রমশঃ মুখ ব্যাদানের ক্ষমতা থাকেনা, পানীয় দ্রব্য নাসারন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, জিহ্বা হরিদ্রা বা ধূষর বর্ণের ক্লেদাবৃত এবং শুষ্ক ও কাঁটাবৃত হইয়া উঠে। আস্তে আস্তে প্রলাপ বকুনি থাকে। এই রূপ অবস্থার রোগ অত্যন্ত সাংঘাতিক।

চিকিৎসা।—রোগের প্রথমাবস্থায় বেলেডোনা অতি উত্তম ঔষধ। ইহার লক্ষণ ;—গলা, মাথা বা সর্ব্বশরীরে বেদনা, কণ্ডু সকল লালবর্ণ যুক্ত এবং সমোচ্চ, গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট, অনিদ্রা, গলা এবং চক্ষুতে বেদনা, চমকিয়া উঠা, চক্ষু ছল ছল করে। এইরূপ রোগে জরাধিক্য থাকিলে বেলেডোনার পূর্ব্বে ২।১ মাত্রা একোনাইট্ দেওয়া মন্দ নহে।

গলা ফুলিয়াছে এবং সূচ বিঁধিবার ন্যায় যন্ত্রণা হইতেছে, প্রস্রাব বন্ধ, কণ্ডু সর্ব্বশরীরে বিস্তৃত হইয়া বসিয়া যাইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে—এপিস্।

গলা ফুলা, ভিতরে ক্ষত, মুখের ভিতরে ঘা, নাসিকার ভিতর দিয়া দুর্গন্ধময় পূঁযের ন্যায় শ্লেষ্মাস্রাব—মার্কুরিয়স্।

নাড়ী দ্রুত, বমন, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়, পীড়া ক্রমশঃ সাংঘাতিক ভাব ধারণ করিবার সম্ভাবনা ভেরেট্রম্ ভিরিডি। ডাক্তার রডাকের মতে ১ ক্রমের ২ ফোঁটা করিয়া ঔষধ প্রত্যেক মাত্রায় দেওয়া উচিত।

কণ্ঠনলী এবং মুখের ভিতর পচা, দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত—হাইড্রাষ্টিস্।

মানসিক উত্তেজনা, নিদ্রালুতা, অস্থিরতা, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি—কফিয়া।

পীড়ার লক্ষণ কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় না, কণ্ডু বহির্গত হইবার কোন নিয়ম নাই, নাড়ী অত্যন্ত চঞ্চল—জেল্‌সিমিয়াম্‌।

গলা জ্বালা করে, মুখে অনবরত শ্লেষ্মা জমে,—টন্‌সিলের বৃদ্ধি এবং টন্‌সিলে চট্‌চটে দুর্গন্ধময় দূষিত শ্লেষ্মা জমা, আচ্ছন্নভাব, মাথাভারি, কণ্ডু বাহির হইতে বিলম্ব হইতেছে, রোগীকে ডাকিলে শীঘ্র উত্তর পাওয়া যায়না—এমন্‌-কার্ব্‌।

মুখকোনে ঘা, নাসিকাদ্বার দিয়া পচা দুর্গন্ধময় পুঁজপড়ে এরূপ দুশ্চিকিৎস্য আরক্তজ্বরে—এলান্থস্‌গ্লাণ্ড।

নাড়ী দ্রুত অথচ দুর্ব্বল, বিড়্‌ বিড়ে প্রলাপ, কণ্ডু সর্কল মিলাইয়া যাইতেছে, অপরাহ্নে বা নিদ্রাভঙ্গের পর রোগের বৃদ্ধি হয়, বিকারের লক্ষণ—ল্যাকেসিস।

নাড়ীক্ষীণ, রাত্রে ভয়াবহ স্বপ্নদর্শন, (বেলেডোনা) ;চট্‌চটে ঘর্ম্ম, শোথ হইবার আশঙ্কা, গণ্ডমালা বা গলগণ্ড রোগগ্রস্থ রোগী, গাত্রপ্রদাহ—আর্সেনিকম্‌।

এতদ্ভিন্ন বাতের ন্যায় বেদনায়—রষ্টক্স্‌, প্রলাপবৃদ্ধি, অস্থিরতা, চীৎকার মূর্চ্ছা—হাইওসায়েমস্‌, ষ্ট্রামোনিয়ম্‌, কোমা—ওপিয়ম, পিত্তযুক্ত বমনাধিক্যে—ইপিকাক্‌, টন্‌সিল বর্দ্ধিত ও শ্লেষ্মা যুক্ত হইলে নাইট্রিক্‌ বা মিউরেটিক্‌ এসিড্‌, বাহ্য-প্রয়োগ। মস্তকেশোথ (হাইড্রোসিকেলস্‌) হইলে—হেলোবোরস্‌, কুফেকণ্ঠনালী আক্রান্ত হইলে—হেপার সাল্‌ফার, কর্ণপ্রদাহে—বেলেডোনা, পলসেটিলা, চক্ষু-আক্রান্ত হইলে—একোনাইট্‌, আর্সেনিকম্‌, শোথরোগে—আর্সেনিক্‌, এপোসাইনম্‌ ক্যানাবইনাম্‌ ক্যান্থারিস্‌, মার্কুরিয়স্‌ করোসাইভাস, টেরিবিন্থ, হেলেবোরাস্‌।

আরক্তজ্বর সংক্রামক পীড়া, সুতরাং রোগীর গৃহে—কার্ব্বলিক এসিড্‌ প্রভৃতি সংক্রামক বিষনাশক পদার্থ ছড়ান একান্ত প্রয়োজনীয়। উত্তম পরিস্কৃত বায়ু সঞ্চালিত এবং অধিক গোলোযোগ শূন্য গৃহে রোগীকে রাখিতে হইবে।

এ রোগের প্রথমাবস্থায় অনেকে ইহাকে হামজ্বর ভ্রমে সেইরূপ চিকিৎসা করিয়া থাকেন। যে যে লক্ষণের বিভিন্নতা দেখিয়া হামজ্বরের সহিত ইহার প্রভেদ জানিতে পারা যায় সংক্ষেপে তাহাই নিম্নে লিখিত হইল।

| হামজ্বর। | আরক্তজ্বর। |
|---|---|
| কণ্ডু বৃহৎ এবং অপেক্ষা কৃত ফাঁক। শুষ্ক সর্দ্দি, হাঁচি বা নাসিকাও চক্ষুদিয়া কাঁচাজল নিস্রব হয়। | কণ্ডু এতক্ষুদ্র ও ঘেঁস যে প্রথম দর্শনে গাত্রচর্ম্ম লাল হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। প্রায় সর্দ্দি থাকে না, প্রলাপ, গলক্ষত গাত্র চর্ম্ম অত্যন্ত উষ্ণ। |
| দৃষ্টিকোমল ও সজল। | দৃষ্টি অত্যন্ত তীব্র। |
| আনুসঙ্গিক পীড়া ত্বক্, চক্ষু, কর্ণ বা রক্তস্থলী আক্রান্ত। | আনুসঙ্গিক পীড়া শোথ। |

বসন্তরোগে রোগাক্রমণের পূর্ব্বে গায়ে বেদনা হয় কিন্তু আরক্তজ্বরে তাহা হয় না।

পথ্য।—সাগু, বার্লি ইত্যাদি লঘু দ্রব্য। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে সামান্য পরিমাণে দুগ্ধ।

---

## বসন্ত।

### ( পক্স্ )।

কারণ।—এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ বায়ুর সহিত শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে।

বসন্ত দুই প্রকার। পানিবসন্ত ও ছোট বা ইচ্ছার বসন্ত। পানিবসন্ত ছোট বসন্তের রূপান্তর মাত্র। পানিবসন্তে প্রায় লোক মরে না, কিন্তু ছোট-বসন্তের প্রকোপে শত করা একজনও বাঁচে কি না সন্দেহ। সেই জন্যই বসন্ত হইলে চিকিৎসা করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা যাহাতে বসন্ত না হইতে পারে এমন কোন প্রতিষেধক উপায় করা উচিত। গো-বসন্ত-বীজের টিকা দেওয়াই

একমাত্র প্রতিষেধক উপায়। উল্লিখিত দুইপ্রকার বসন্ত আবার প্রকৃতি ও অবস্থিতি কাল ভেদে আট ভাগে বিভক্ত।

লক্ষণ।—গলার ভিতরে ও বুকে বেদনা, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, উত্তাপ ১০৩।৪ হইতে ১০৬।৭ ডিগ্রি পর্য্যন্ত, নাড়ীর আঘাত ১০০ হইতে ১৬০ বার পর্য্যন্ত, ভয়ানক গাত্র দাহ, বমনেচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধ, প্রস্রাবের অল্পতা ও লোহিত-বর্ণ, গাত্রে লাল, গভীর গর্ত্তযুক্ত কণ্ডু, জিহ্বার অগ্রভাগ এবং পার্শ্ব দেশ অত্যন্ত লোহিত বর্ণ, চক্ষুলাল, কটিদেশ এবং শরীরের প্রায় সমস্ত গ্রন্থিতেই ভয়ানক বেদনা, হামজ্বরে যেরূপ সর্দ্দির লক্ষণ থাকে কোমরের বেদনা তত সুস্পষ্ট থাকে না ইহাতে ঠিক তাহার বিপরীত।

চিকিৎসা—এই সাংঘাতিক রোগের কোন চিকিৎসা আছে কি না তাহা একটী সন্দেহের বিষয়, তবে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা যে সকল ঔষধ ব্যবহারে সুফল পাইয়াছেন সংক্ষেপে তাহারই লক্ষণ এবং তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

কণ্ডু বাহির হইতে বিলম্ব, শয্যাকণ্টকীর লক্ষণ—হাইয়োসায়েমাস্।

সমস্ত শরীর লালবর্ণ, কোথাও অত্যন্ত বেদনা, দুর্ব্বলতা, গলাবেদনা, গা চুলকানী—হাইড্রাষ্টিস্। এই ঔষধের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহারে শরীরে বসন্তর দাগ থাকেনা।

মুখের আস্বাদ অত্যন্ত খারাপ, বমনেচ্ছা এবং মুখদিয়া জল উঠা; শ্বাস-প্রশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ—মার্কুরিয়াস্।

নানারূপ মস্তিষ্ক লক্ষণ, জ্বরের আধিক্য, নিদ্রাকালে গোঁ গোঁ শব্দকরা এবং রোগী যেন কি খাইতেছে এইরূপ মুখনাড়া, পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, আলোকের দিকে চক্ষু চাহিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ, শুষ্ককাশি, পানীয়দ্রব্য নাসা-রন্ধ্রে প্রবেশ করা—বেলেডোনা, ব্রাইয়োনিয়া।

উদরাময় ও অত্যন্ত জ্বরের প্রকোপ—আর্সেনিক্। এই লক্ষণে রোগী ক্রমশঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে—ভিরাট্রামএল্বম্।

কোনদ্রব্য গিলিতে গেলে কানে লাগে, হস্ত পদাদির গ্রন্থি সকলের সপুঁসস্ফীতি, স্বরভঙ্গ—হেপারসাল্ফার।

চারিদিকে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে ভ্যাক্সিনিনম্ একটী উত্তম ঔষধ।

বসন্ত হইতে অত্যন্ত রক্ত নির্গমন হইতেছে, অত্যন্ত মলত্যাগে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, পীড়া অত্যন্ত কঠিন চায়না।

মল সবুজ বর্ণ, রোগীকে কিছুই ভাল লাগে না অল্পে রাগিয়া উঠে, পেট-বেদনা কম্যামিলা।

প্রস্রাবে অত্যন্ত জ্বালা, বেদনা, রক্তপ্রস্রাব, ভয়ানক পিপাসা কিন্তু পানীয় দ্রব্য মাত্রেই অরুচি—ক্যান্থারিস্।

হস্ত পদাদিতে এবং অঙ্গুলিতে অত্যন্ত বেদনা থুজা ২০০।

জ্বরের অত্যন্ত প্রকোপ, প্রলাপ, অত্যন্ত মাথাধরা, গাত্রপ্রদাহ, চুলকানি ভিরাট্রম্ ভিরিডি।

ঘোটক-বসন্ত-বীজ হইতে প্রস্তুত মেলাণ্ড্রিণম্ একটী উত্তম প্রতিষেধক ঔষধ।

কাল জলের ন্যায় রক্তস্রাব, অমিতাচারী রোগী, শ্বাস কষ্ট, মাথার সম্মুখ-ভাগ অত্যন্ত ভারি, প্রলাপ, নিদ্রার পরে সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি—ল্যাকেসিস্।

শিশু ও বৃদ্ধ দিগের ফুস ফুস্ অসাড়, গলা ঘড় ঘড় করা, আচ্ছন্নভাব, শ্বাস প্রশ্বাস আটকাইয়া যাইবার মত থাকিয়া থাকিয়া হয়, মুখ চোখ ফোলা এবং অত্যন্ত লাল—ওপিয়ম্।

গলার ভিতরপচা ঘা, বসন্ত লাট্ খাইয়া (বসিয়া) গিয়া শ্বাসকষ্ট, রক্তপাতের উপক্রম—এমোনিয়া কার্ব।

বিকারের লক্ষণ—ব্যাপ্টিসিয়া।

বসন্ত সংক্রামক পীড়া, সুতরাং রোগীর গৃহে কার্ব্বলিক এসিড ইত্যাদি সংক্রামক-দোষ নাশক দ্রব্য রাখা উচিত। রোগীর উত্তমরূপে সেবা করা কর্ত্তব্য, গৃহে বায়ু সঞ্চালনপথ থাকিবে অথচ গৃহটী অপেক্ষাকৃত অন্ধকার-ময় হইবে। রোগীর শয্যা বেশ কোমল হওয়া আবশ্যক; বিছানায় শয়নে অত্যন্ত কষ্ট হইলে কচি নিমপাতা উত্তমরূপে বিছাইয়া দিবে, কিন্তু এই নিম পাতায় পূঁয লাগিলেই আবার বদলাইয়া দিতে হইবে। বসন্ত অত্যন্ত জ্বালা করিলে মুড়া মাখন লাগান মন্দ নহে। রোগীর বিশ্বাস অনুসারে শীতলা

ইত্যাদি দেবদেবীর পূজা দেওয়াও উত্তম প্রথা। বসন্ত সারিয়া আসিলে কচি ডাবের জল লাগাইলে বসন্তের দাগ অনেক মিলাইয়া যায়।

পথ্য—সাগু, বার্লি ইত্যাদি লঘুদ্রব্য। বসন্ত উত্তমরূপে সারিয়া না যাইলে মৎস্য মাংসাদি একেবারে নিষিদ্ধ। মিষ্টের মধ্যে অল্পপরিমাণে মিছরি ব্যতীত আর কিছুই ব্যবহার করা উচিত নহে।

---

## ম্যালেরিয়া জ্বর।

### ( ম্যালেরিয়স্ ফিবার )।

কারণ।—একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ বায়ুর সহিত শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এই জ্বর উৎপাদন করে। এই বিষাক্ত পদার্থের নাম—ম্যালেরিয়া ব্যাসিলস্।

লক্ষণ।—অকস্মাৎ ১০৫।৬ হইতে ১০৭ ডিগ্রি উত্তাপবৃদ্ধি, হিমাঙ্গ এবং উত্তাপ ৮৫।৮৬ ডিগ্রিতে নামিয়া যাওয়া চক্ষুবসা ও হরিদ্রাবর্ণ প্লীহা বৃদ্ধি, মুখ মরা মানুষের ন্যায় রক্তশূন্য, দেহ পাণ্ডুবর্ণ, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা, উদরাময়, অত্যন্ত প্রলাপ, চর্ম্ম শুষ্ক বা চটচটে ঘামবিশিষ্ট, পিত্ত বমন, অতিসার, যকৃত বৃদ্ধি ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—ম্যালেরিয়া ব্যাসিলস্ নাশক কুইনাইন ম্যালেরিয়া জ্বরের একটী উত্তম এবং প্রধান ঔষধ। কুইনাইনের আর একটী গুন এই যে ইহার সহিত ম্যালেরিয়া জ্বরের যত লক্ষণ মিলে এত আর প্রায় কোন ঔষধের সহিত মিলেনা। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার অপব্যবহার করা কোনমতে উচিত নহে। পুরাতন জ্বরে, উদরাময় সংযুক্ত জ্বরে, বিরামকালে সম্পূর্ণরূপে জ্বর-বিচ্ছেদ হয়না এরূপ জ্বরে, প্লীহা বা যকৃত বিকৃত জ্বরে কুইনাইন সেবনের ফল বিষতুল্য।

অপরাহ্ণে ৫ টা ৫॥ টার সময় জ্বর হয়, প্লীহাবৃদ্ধি, ঘর্ম্মপ্রধানজ্বর, প্লীহা কন্‌কন্‌কবে, এক, দুই বা তিন সপ্তাহান্তর জ্বর—চায়না।

দিন বা রাত্রি দুইপ্রহরের পরেজ্বর হয়, দিনান্তর জ্বর, প্রত্যহ জ্বরের সময়

অগ্রসর হইতেছে, চক্ষুলাল, মুখফোলা ও লাল, কান ভোঁ ভোঁ করা, মাথা-ধরা ও ঘোরা, জলের ন্যায় ভেদ, প্লীহাবৃদ্ধি—আর্সেনিকম্।

ডাক্তার বার্ট ও ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মতে—নেট্রম্ ৩০ সবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বরের একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। আমরাও এই ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইয়াছি। আর্সেনিকমও প্রায় ইহারই ন্যায় ফলপ্রদ।

পেটে বেদনা, উদরাময়, খুস্ খুসে কাশি, পিপাসা, জ্বরের সময় সর্ব্বাঙ্গে বাতের ন্যায় বেদনা—রষ্টক্স্।

ঋতুর সময়ের স্থিরতা নাই, কখন অধিক কখন অল্প রক্তস্রাব, কখন ঋতু বন্ধ এবং তজ্জনিত পেটে বেদনা, আহারের একটু এদিক ওদিক হইলেই জ্বরের পুনঃপ্রকাশ—পলসেটিলা ৩০।

অন্যান্য ঔষধ ও লক্ষণ সবিরাম-জ্বর-চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য।

পথ্য।—লঘু পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য।

---

## বাতজ্বর।

### ( রিউম্যাটিক্ফিবার )।

কারণ।—হঠাৎ শীতল জল বা বায়ু লাগিয়া অথবা অত্যন্ত গ্রীষ্মের পর অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া শরীরের মধ্যে রক্তসঞ্চালন ও পরিপোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিয়া এক প্রকার বিষের উৎপত্তি হয়; সেই বিষই এই রোগের কারণ।

লক্ষণ।—কোষ্ঠবদ্ধ, পিপাসাধিক্য, ক্ষুধামান্দ্য, সমস্ত শরীরে বেদনা, বিশেষত কনুই, হাতের কব্জা, অঙ্গুলির গাঁইট ইত্যাদি গ্রন্থিতে বেদনা ও গ্রন্থিসকল অপেক্ষাকৃত লালবর্ণ হওয়া, শরীরের মধ্যে যন ি ক একটা অসুখ হইতেছে।

অপরাহ্ণে পীড়ার বৃদ্ধি, বেদনা অনবরত স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন, মস্তিষ্ক-

লক্ষণ—বেলেডেনো। এই ঔষধে একবারে বাতরোগ সারিয়া যাউক আর নাই যাউক ইহাতে অতি আশ্চর্য্যরূপ সাময়িক উপকার হইয়া থাকে।

বুকে বেদনা, হস্তপদের গাঁইট সকল ফুলা, অম্লগন্ধযুক্ত ঘাম, কোমরে বেদনা, শরীরের সমস্ত পেশীতে বাত, অতিরিক্ত হিম বা ঠাণ্ডা জল বা বায়ু লাগিয়া বাত হওয়া, অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত বাত, জ্বর ক্রমশ বিকারে পরিণত হইবার ভয়—ব্রাইওনিয়া ৬,১২।

একিউট বা তরুণ বাতাশ্রিত জ্বর, নাড়ী পূর্ণ ও কঠিণ কিন্তু চঞ্চল নহে, বুকের ভিতর কন্‌কন্ করে—একোনাইট্।

বেদনা নড়িয়া নড়িয়া বেড়াইতেছে, থাকিয়া থাকিয়া চিড়িক দিয়া উঠে, কোষ্ঠবদ্ধ, হাত পা টানিয়া ধরে, নিউমোনিয়া হইবার সম্ভাবনা বা হইয়াছে—সাল্‌ফার।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বিকৃতভাব, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, জ্বরের প্রকোপ কম, প্রস্রাব দোষিত—কল্‌চিকম্।

হস্তপদের গাঁইট সকল স্ফীত ও লালবর্ণ, বোধ হয় যেন শীঘ্রই পাকিয়া উঠিবে, জ্বরাধিক্য, ঘর্ম্মে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, রাত্রে রোগের অধিক প্রকোপ, পিপাসাধিক্য, ক্ষুধামান্দ্য, বিবিগিষা—মার্কুরিয়স্।

নূতন বাতজ্বর, গাঁইট স্ফীত, জ্বরের অত্যন্ত প্রকোপ, বিকার, সুকোমল শয্যাও ভাল লাগেনা, ঠাণ্ডা বা গরম কিছুই সহ্য হয় না—রস্‌টক্স্।

ঋতুর অনিয়ম, অপরাহ্ণে বা সন্ধ্যার পরে রোগের বৃদ্ধি, বেদনা চলিয়া বেড়ায়—পালসেটিলা।

লম্বেগো বা কটিবাতে—বার্ব্বেরিস্।

বাতরোগে উদরাময় থাকিলে—ডল্‌কামারা।

পারা সেবন জনিত বা মেহ দোষে বাত—থুজা, সার্সাপেরিলা।

স্কন্ধে বাত এবং তজ্জন্য শরীরের কোন অঙ্গ পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হওয়া—নাইট্রম্।

স্থানবিশেষে আট্‌কান বাতে—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব একটী উত্তম ঔষধ।

পথ্য।—জ্বর সত্বে তরুণ রোগে সাগু, বার্লি ইত্যাদি। রোগ পুরাতন হইলে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রযোজন কিন্তু তাই বলিয়া ভাত দেওয়া কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ নহে। সুজির রুটি দেওয়া মন্দ নহে। ঘৃতপক্ক দ্রব্য বা মিষ্ট খাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে; অল্প পরিমাণে অম্লরসযুক্ত দ্রব্য খাওয়ায় উপকার আছে। ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুদারের মতে অম্লরসযুক্ত কাঁচা ফল মুল খাওয়া উত্তম।

বাতরোগগ্রস্থ রোগীর অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও একাদশীর দিবস উপবাস করা বা লঘু আহার করা উচিত।

---

## ডেঙ্গু জ্বর।

### ( ডেঙ্গুফিবার )।

ইহা এক প্রকার সামান্য জ্বর বলিলেও বলা যায় তবে ইহার সংক্রামক দোষ আছে।

অকস্মাৎ গা বমি বমি করিয়া, মাথা ধরিয়া একেবারে অত্যন্ত শীতবোধ ও জ্বর হওয়া, অণ্ডকোষ শক্ত হইয়া উঠে, বাতের ন্যায় বেদনা হইয়া গাঁইট ফুলিয়া উঠা. প্রলাপ, নিদ্রালুতা, মুখ চোখ লালবর্ণ, শরীরের নানা স্থানে খাল্ ধরা ইত্যাদি এই রোগের লক্ষণ।

চিকিৎসা।—ইয়ুপেটরিয়ম্ পারেফলিএটম্—এরোগের এক মাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয়না।

তরুণ অবস্থায়, জ্বরাধিক্য—একোনাইট্।

জ্বরাধিক্য, প্রলাপ, মোহ—জেল্সিমিয়ম্।

বাতের ন্যায় গাত্রবেদনা, গাঁইট সকল ফুলা, পিত্তবমন, গাত্রে কণ্ডু বাহির হওয়া—ব্রাইওনিয়া, রাস্টক্স্।

খাল্ ধরা—ভেরেট্রাম্ এল্বাম্।

পথ্য—সাগু, বার্লি ইত্যাদি।

---

# আতিসারিক জ্বর।

## ( টাইফয়েড্ ফিবার )।

কারণ।—এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে।

লক্ষণ।—প্রথমে সামান্য জ্বরের ন্যায় মাথা ধরা পরে নাড়ী ১০০ হইতে ১৫০।৬০ বার আঘাত করে, উত্তাপ গরমের সময়ে বৃদ্ধি হয় এবং রাত্রে ও প্রাতে ৩।৪ ডিগ্রি কম হওয়া, প্লীহা বৃদ্ধি, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা হরিদ্রা-বর্ণ মলত্যাগ, পেটবেদনা, পেটের ভিতর হুড্ হুড্ শব্দ, প্রস্রাব জলবৎ বর্ণশূন্য ও অধিক, ক্রমশ বিকারের বৃদ্ধি, কলাইসিদ্ধ জলের ন্যায় মলের বর্ণ, রোগীর শরীরে এক প্রকার কণ্ডু বাহির হওয়া, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে রক্তাধিক্য, প্রযুক্ত নিউমোনিয়া হওয়া।

চিকিৎসা। প্রথমাবস্থায়, প্রলাপ, পেট বেদনা বা ফাঁপা—ব্রাই-য়োনিয়া। এ রোগের ইহা একটী প্রধান ঔষধ।

বাতের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর মলত্যাগ—রষ্টক্স্। ইহাতে উপকার না হইলে—আর্সেনিকম্।

প্রলাপ, চক্ষুলাল ও তারা বিস্তৃত ইত্যাদি মস্তিষ্ক লক্ষণ—বেলেডোনা।

রোগের প্রথমাবস্থায়, পেটের ভিতর হড়্হড়্ করে, গরমের সময় শীত-বোধ এবং ঠাণ্ডার সময় গরম বোধ—ব্যাপ্টিসিয়া।

রোগীর গলা ঘড়্ ঘড়্ করা, নাক ডাকা, প্রলাপ, নিদ্রালুতা—ওপিয়ম্।

অত্যন্ত দুর্ব্বলাবস্থায়—ফস্ফরিক্ এসিড্।

শরীরের নিস্রবণ সমস্ত পচিলে—এসিড্মিউরিএটিক্।

নাসিকা দিয়া অনবরত রক্তস্রাব হইলে, প্লীহা ও যকৃতের বিকৃতি, পেটে বেদনা নাই, অজীর্ণের ন্যায় মলত্যাগ, মুখে তিক্তাস্বাদ,—চায়না।

শ্রবণশক্তির হ্রাস, মাথা ঘোরা, মাথার সম্মুখদিক ভারি, নিদ্রাশূন্যতা, শুষ্ক কাশি, হৃৎকম্প, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট—ক্যালকেরিয়া কার্ব।

অত্যন্ত ভেদ বা বমনের পরে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়া, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হওয়া, জিহ্বা শীতল, চক্ষুর কোল বসিয়া যাওয়া, রোগী নিদ্রিতের ন্যায় আচ্ছন্ন ভাবে থাকা—ভিরেট্রমএল্বম।

উক্তরূপে দুর্ব্বল হওয়ার পর রোগীর পেট ফাঁপিয়া উঠিয়া কল্‌কল্ করিয়া ডাকিতেছে, বমনোদ্রেক হইতেছে কিন্তু বমি হয়না, আচ্ছন্নভাবে থাকিয়া রোগী বিড়্‌বিড়্ করিয়া প্রলাপ বকিতেছে—ককিউলস্।

জিহ্বার স্থানে স্থানে ক্ষত, জিহ্বা বাহির করিতে কষ্টবোধ হয়, রোগী আচ্ছন্নভাবে থাকিয়া বিড়্‌বিড়্ করিয়া প্রলাপ বকিতে থকিতে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠে, মেরুদণ্ডে বেদনা, তৎসন্নিকটস্থ স্থানে ক্ষত—এপিস্।

রক্তভেদ হইলে—ল্যাকেসিস্।

অসাড়ে জলবৎ মলত্যাগ, পেটফুলা, দাঁত কড় কড় করা, পিপাসাধিক্য, পা ফুলা, নাড়ী প্রায় পাওয়া যায়না—কল্‌চিকম্।

বসন্ত রোগের ন্যায় এ রোগেও রোগীর গৃহ অপেক্ষাকৃত অল্পালোকে আলোকিত করা কর্ত্তব্য। আরোগ্যলাভের পর রোগী ৩৪ মাস পর্য্যন্ত দুর্ব্বল ও কার্য্যে অক্ষম থাকে। এই সময় রোগীকে সীতা কুণ্ড প্রভৃতি উষ্ণ ঝরণার জল খাওয়ান এবং বায়ু পরিবর্ত্তন করান একান্ত আবশ্যকীয়।

পথ্য।—সাগু, বার্লি ইত্যাদি সহজ পাচ্য দ্রব্য। রোগী সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ না হইলে তরল পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য আহার করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এবং পেটের কোনরূপ গোলমাল না থাকিলে অতি সামান্য পরিমাণে দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে।

---

# পৌনঃ পুনিক জ্বর।

## ( রিল্যাপ্সিং ফিবার )।

কারণ।—এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ কোন প্রকারে শরীরস্থ হওয়া।

লক্ষণ।—জ্বরাবস্থাতেই অত্যন্ত ঘাম হওয়া, রক্তস্রাব, পিত্ত বমি,

ভেদ, গাত্র চর্ম্ম উষ্ণ, মুখ লাল চক্ষের কোল বসিয়া গিয়া কাল দাগ হওয়া, জিহ্বা ও গলায় ঘা হওয়া, প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি, জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ ক্লেদাচ্ছাদিত, কোষ্ঠবদ্ধ, প্রথম দশ দিনের ভিতরেই রোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া।

চিকিৎসা।—জ্বরের বিরাম নাই, সর্ব্বশরীরে অত্যন্ত বেদনা, বিশেষত পেটে অত্যন্ত বেদনা—ইউপেটোরিয়ম্ পারফোলিএটম্।

পীড়ার প্রথম অবস্থায় ব্যাপ্টিসিয়া এবং শেষাবস্থায় আর্সেনিকম্ ও ব্রাইওনিয়াই উত্তম ঔষধ।

প্লীহা, যকৃতের বিবৃদ্ধিতে বার্ব্বেরিস্।

মূত্রকৃচ্ছ্র—ক্যান্থারিস্, হাইয়োসায়েমস্।

জ্বরত্যাগে নক্সভমিকা সেবনে পুনর্ব্বার জ্বর হইবার আশা থাকেনা।

ইহা অত্যন্ত স্পর্শ-সংক্রামক পীড়া সুতরাং রোগীর গৃহ-শয্যাদি বেশ পরিষ্কার হওয়া একান্ত আবশ্যক। গৃহে পরিষ্কার বায়ু সঞ্চালনের পথ থাকা চাই।

পথ্য।—ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলেন যে দুর্ভিক্ষই এ রোগের কারণ সুতরাং সহজ-পাচ্য অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য সেবনীয়। চিনি বা মিছরীর পানার সহিত নেবুর রস খাওয়াইলে অনেক উপকার আছে।

---

## ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

কারণ।—এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ। কিন্তু এই বিষাক্ত পদার্থ যে কিরূপে কোথা হইতে উৎপন্ন হয় তাহা অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয় নাই। এরোগ স্পর্শ-সংক্রামক কি না সে বিষয়েও মতদ্বৈধ আছে।

লক্ষণ।—জ্বর, অত্যন্ত মাথার যন্ত্রণা, কষ্টদায়ক কাশি, সর্দ্দি, অক্ষুধা, অরুচি, মুখের আস্বাদ বিকৃত, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, প্রস্রাব লাল, কোষ্ঠবদ্ধ, নাড়ী ক্ষীণ, বিবিমিষা, শ্রবণ শক্তির হ্রাস, কাণের ভিতর বেদনা, আলস্য, বক্ষে ও ফুস্‌ফুসে বেদনা, কখন কখন জিহ্বায় ও গলায় ঘা হয় এবং ঠোঁটে লাল লাল ফুস্কুড়ি বাহির হয়।

চিকিৎসা।—গত বৎসর আমরা দুইটী শিশুকে কেবলমাত্র একোনাইট্ ১ x সেবন করাইয়া আরোগ্য করিয়াছিলাম। এই শিশু দুইটীরই অত্যন্ত জ্বরের প্রকোপ, পিপাসাধিক্য, অস্থিরতা, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট এবং যন্ত্রণাদায়ক কাশি ছিল। কাশিবার সময়ে বক্ষে হস্ত দিত সুতরাং বক্ষে যে বেদনা ছিল তাহাও জানিতে পারিয়াছিলাম। এই ঔষধটী ক্রমাগত ৩।৪ দিন সেবন করাইয়া তবে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। এরোগে ক্ষণে ক্ষণে ঔষধ পরিবর্ত্তন করা যুক্তি সিদ্ধ নহে।

মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মুখ চোখ লাল, আচ্ছন্নভাব, চমকিয়া উঠা ইত্যাদি মস্তিষ্ক লক্ষণ—বেলেডোনা।

নাক দিয়া কাঁচাজল পড়া, অত্যন্ত হাঁচি, উত্তাপ ভাল লাগে, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, সর্দ্দিস্রাবে নাক জ্বালা করে, শীতল ঘাম হওয়া, চক্ষু জ্বালা করিয়া জল পড়ে, মৃত্যুভয়, হস্ত পদ শীতল—আর্সেনিকম্। ইহাতে উপকার না পাইলে—আইয়োডিয়ম্।

নাসিকা সর্দ্দিশূন্য অথচ নাসারন্ধ্র ভারি, কাশিবার সময় পাঁজরায় ও মাথায় অত্যন্ত লাগে, রাত্রি অপেক্ষা দিবসে অধিক কাশি হয়, কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বরের অল্পতা, রোগীর আচ্ছন্নভাব—ব্রাইওনিয়া। ইহাতে উপকার না পাইলে—মার্কুরিয়স্।

গলা ঘড়্ ঘড়্ করায় শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, বমনেচ্ছা বা বমি, মুখ মরা মানুষের ন্যায় রক্তশূন্য, উদরাময়—ইপিকাক্ ৩, ৬।

অক্ষুধা, উদরাময়, তৃষ্ণাধিক্য—এণ্টিম্‌ক্রুড্।

চর্ম্মের স্থানে স্থানে কাল্‌সিটে পড়ার ন্যায় দাগ, হরিদ্রাভ পুঁযের ন্যায় চট্‌চটে শ্লেষ্মা—কোপেবা।

গলার ভিতর এবং নাসিকায় বেদনাযুক্ত ফুলা, প্রাতঃকালে পীড়ার বৃদ্ধি —হেপার সাল্‌ফার।

গলায় বেদনা, তালু শুষ্ক এবং সুড় সুড় করে, অলসতা, রাত্রে রোগের প্রকোপ, সর্দ্দি জলবৎ, হাঁচি, শ্রবণ শক্তির হ্রাস—জেল্‌সিমিয়ম্।

শরীরের সর্ব্বত্র বেদনা, স্বরভঙ্গ, নাড়ীক্ষীণ, দিবা অবসানের সঙ্গে কাশির বৃদ্ধি, বমনেচ্ছা—ইউপেটোরিয়ম্ পার্ফোলিয়েটম্।

ক্ষণে ক্ষণে মুখের ভিতর শুষ্ক হইতেছে, রোগীর গাত্রবর্ণ হরিদ্রাভ—এণ্টিম্ টার্ট্।

নাকের নীচে জ্বর ঠোঁটা, নাক দিয়া রক্তস্রাব, স্থির থাকিলেই সর্ব্বাঙ্গে বেদনা বোধ হয়—রষ্টক্স্।

অর্শরোগগ্রস্থ রোগী, শরীরে সমস্ত গ্রন্থিতে বেদনা, ডেলা ডেলা শ্লেষ্মা—সিপিয়া।

কোমরে বেদনা, ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা, বমনেচ্ছা—নক্সভমিকা।

রক্ত উঠিলে—আর্ণিকা।

পথ্য।—বিশুদ্ধ বায়ু সেবন কিন্তু হিম না লাগে। রোগের অবস্থা বুঝিয়া সুজির রুটী, অল্প মাত্রায় দুগ্ধ বা জল সাগু, বার্লি ইত্যাদি। কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকা হেতু জোলাপ দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

---

## সূতিকা জ্বর।

( পিউয়ার্ পার্‌ল ফিবার, এফিমিরা )।

কারণ।—প্রসবের বিঘ্ন হেতু আভ্যন্তরীন যন্ত্রের বিকৃতি; গর্ভ মধ্যে মৃত সন্তান বা দূষিত রক্ত অনেকক্ষণ থাকা, প্রসব সময়ে বা তাহার অব্যবহিত পরেই ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদি।

সূতিকাজ্বর চিকিৎসা প্রায় সবিরাম বা স্বল্প-বিরাম জ্বরের চিকিৎসানু-সারে কর্ত্তব্য; কারণ উক্তাবস্থায় সাধারণতঃ এই দুই প্রকার জ্বরেরই প্রাদু-র্ভাব দেখা যায়।

তরুণ জ্বরের প্রাবল্য সময়ে—একোনাইটাম্ বা জেলসিমিয়াম্; অথবা এতদুভয় পর্য্যায়ক্রমে প্রযুজ্য।

প্রসবের পরে যে রক্তস্রাব হয় যদি সেই রক্ত বন্ধ হওয়াই জ্বরের কারণ হয়, অপরাহ্ণে বা রাত্রে জ্বরের বৃদ্ধি হয় এরূপ অবস্থায়—পল্‌সেটিলা।

মস্তিষ্ক লক্ষণ, নানারূপ উপসর্গ বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ থাকিলে পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার জ্বরের চিকিৎসা দৃষ্টে লক্ষণানুসারে—ষ্ট্রামোনিয়ম্,

একোনাইটাম্, মার্কুরিয়স, বেলেডোনা, হাইওসাএমাস, ওপিয়াম্ ভেরট্রম ভিরিডি, আর্সেনিকম্, ব্রাইওনিয়া, এসিড্ মিউরেটিক ইত্যাদি প্রযুজ্য।

প্রসূত সন্তান মরিয়া গিয়াছে, স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধি হইয়াছে, উদবাময়—চায়না।

মুখে ঘা থাকিলে—কণ্ঠক্ষত চিকিৎসার শেষাংশ দ্রষ্টব্য। উদরাময় থাকিলে—এলোস্, (উদরাময় চিকিৎসা দ্রষ্টব্য)। রোগীর গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের প্রয়োজন কিন্তু তাই বলিয়া রোগীকে ঠাণ্ডা বায়ু কোন প্রকারে না লাগে। বরং রোগীর গৃহ অপেক্ষাকৃত গরম এবং সম্পূর্ণ ভাবে শুষ্ক থাকা কর্ত্তব্য। গৃহে বা তৎসন্নিকটে কোনরূপ দুর্গন্ধময় পদার্থ রাখা উচিত নহে। রোগীর মন যাহাতে ক্রোধ, শোক, চিন্তা এবং ভয়শূন্য থাকে সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। যে কোন প্রকারে হউক রোগীর মনে আনন্দ এবং শান্তি থাকার প্রয়োজন।

পথ্য।—মৃদুভাবে পুষ্টিকর অথচ রস বৃদ্ধি না করে, সহজ পাচ্য এবং শুষ্ক পদার্থ সেবনীয়। আমাদের দেশে প্রসবান্তে যে তাপ লওয়া, ঝাল খাওয়া প্রভৃতির নিয়ম আছে তাহা অতি উত্তম পদ্ধতি। কিন্তু আমাদের দেশের এক্ষণে এমন দুরদৃষ্ট যে ইংরাজেরা যাহা করিবে আমাদেরও যেন তাহাই করিতে হইবে এই সংস্কার এক্ষণে অনেক লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, কিন্তু এই সকল লোকের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে ইংরাজদের শারীরিক অবস্থা আমাদের শারীরিক অবস্থার সহিত কত বিভিন্ন, উভয়ের ধাতুগত বিভিন্নতা কত। এইরূপ কুসংস্কার—হয়ত অনেকে আমারই কুসংস্কার বলিবেন—বদ্ধমূল হওয়ার জন্য আমরা কোন লোকের দোষ দিই না। যে দেশ এক সময়ে উন্নতির উচ্চতম সোপানে উঠিয়াছিল সেই দেশ যদি এইরূপ নানাপ্রকার অবনতির অতলস্পর্শীয় গহ্বরে পতিত না হয় তাহা হইলে জগতপাতার চিরপ্রসিদ্ধ নিয়ম যে পরিবর্ত্তন তাহার বৈপরীত্য ঘটে।

---

# ওলাউঠা।

## ( কলেরা )।

কারণ।—অদ্যাবধি এরোগের কোন বিশেষ কারণ স্থিরীকৃত হয় নাই; তবে বায়ু, পানীয় বা খাদ্য দ্রব্যের সহিত এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ শরীরস্থ হইয়া যে এই ভীষণ রোগ উৎপাদন করে তাহার আর সন্দেহ নাই।

লক্ষণ।—এরোগের লক্ষণ স্থির করিতে বড় অধিক সময় লাগেনা। অতিরিক্ত ভেদ, বমি, সঙ্গে সঙ্গে জীবনী-শক্তির হ্রাস, হিক্কা, আচ্ছন্নভাব ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—অনেকে বলেন যে রুবিনির ক্যাম্ফারই এরোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। বাস্তবিক রোগের প্রথমাবস্থায় রোগী যখন ২।১ দাস্তের পরেই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষুর কোল বসিয়া গিয়াছে তখন উক্ত ঔষধ সেবন করাইতে পারিলে প্রায়ই রোগ সাংঘাতিক হয় না। এই ঔষধের মাত্রা বালক দিগের পক্ষে ২।৩ ফোঁটা, এবং পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে ৫ হইতে ১০ ফোঁটা। কিন্তু অহিফেন বা অন্য কোন মাদকসেবিদিগের পক্ষে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উক্ত মাত্রা সুগার অব্ মিল্ক্ অথবা পরিস্কার চিনির সহিত সেবনীয়। এরোগে অবস্থানুসারে ৫।১০ বা ১৫ মিনিট অন্তর ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। ৩।৪ বার এই ঔষধ সেবনেও রোগের উপশম না হইয়া যদি বৃদ্ধি হইতে থাকে তবে তৎক্ষণাৎ লক্ষণ দেখিয়া অন্যান্য ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

জলীয় পদার্থ পানমাত্র বমি হইতেছে এরূপ অবস্থায় ঔষধ জলের সহিত মিশ্রিত না করিয়া গুঁড়া বা বটিকা* করিয়া দেওয়া যুক্তি সিদ্ধ। লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়াও নিম্নক্রমে উপকার না হইলে উচ্চক্রম ব্যবহার্য্য।

ক্যাম্ফারে উপকার হইল না, শ্বেত বর্ণের চেলেনির ( চাউল ধোয়া জল ) ন্যায় ভেদ বমন হইতেছে, অকস্মাৎ শক্তিক্ষয়, চক্ষু গহ্বরগত, অস্থিরতা,

* গুঁড়া ও বটিকা প্রস্তুত প্রণালী উপক্রমণিকাতে দ্রষ্টব্য।

প্রস্রাব বন্ধ, অত্যন্ত পিপাসা, জলপানে পিপাসার শান্তি হয় না, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ বা একেবারে বিলুপ্ত, পেটে বেদনা, হাতে পায়ে খাল্ ধরা, মুখ চোখ রক্তশূন্য, গাত্র চর্ম্ম শীতল ভেরেট্রম্ ত্রল্বম্ ।

বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদিতে অনবরত খাল্ ধরিতেছে, মুখমণ্ডল বিবর্ণ, নাড়ী বিলুপ্ত, চক্ষুর কোলে কাল দাগ পড়া ও কোল বসিয়া যাওয়া, রোগী অজ্ঞান, পানীয় দ্রব্য উদরসাৎ হইলেই বমন বা বমনোদ্বেগ, প্রলাপ, চীৎকার, সর্ব্বাঙ্গ শীতল, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট—কিউপ্রম মেটালিকম্ । এই ঔষধ কখন কখন পূর্ব্বোক্ত ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন দেশে অত্যন্ত ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয় তখন এই দুইটী ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে রোগাক্রমণের ভয় থাকেনা অথবা অনেক কম থাকে। প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করিতে হইলে এক দিন এক ফোঁটা ভেরেট্রম থাইয়া তিন দিবস কোন ঔষধ সেবন না করিয়া চতুর্থ দিবসে এক ফোঁটা কিউপ্রম থাইতে হইবে। আবার চতুর্থ দিনে আবার ভেরেট্রম্ সেবন কর।

এই গেল প্রতিষেধকরূপে ব্যবহারের নিয়ম। পীড়ার সময়ে রোগের অবস্থা বুঝিয়া প্রত্যেক দাস্ত বা বমির পর অথবা ৫।১০ বা ১৫ মিনিট কিম্বা আরও অধিক সময় অন্তরে ব্যবহার্য্য। ডাক্তার বেরার বলেন যে যে সকল লোক তামার খনিতে কার্য্য করে তাহাদের ওলাউঠা হয় না। সেই জন্যই বোধ হয় ওলাউঠার সময় আমাদের দেশে অনেকে পয়সায় ছিদ্র করিয়া কোমরে ধারণ করে।

কিউপ্রম ব্যবহার করিয়াও যখন খাল্ ধরা বন্ধ হইল না তখন সিকেলি কর্ণিউটাম্ উত্তম ঔষধ।

হরিদ্রাভ জলবৎ পাতলা দাস্ত, মলে ফেনা আছে, থাকিয়া থাকিয়া অত্যন্ত পেট কামড়ায়—কলোসিন্থ্ ।

ভেরেট্রমে কোন উপকার হইল না, ভেদ বমি তত অধিক নহে কিন্তু রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অস্থির, পিপাসাধিক্য অথচ অধিক মাত্রায় জল পান করিতে পারেনা, বমনোদ্বেগ কিন্তু তত বমি হয় না, প্রস্রাব বন্ধ, ঘাম

হওয়ার পর ক্রমশ নাড়ী ক্ষীণ হইয়া রোগী একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—আর্সেনিকম।

কখন কখন এরোগে আর্সেনিকম্ ও কিউপ্রম্ এই উভয় ঔষধেরই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ স্থলে আর্সেনিকম ও কিউপ্রম পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা অপেক্ষা কিউপ্রম-আর্সেনিকম ব্যবহার করা যুক্তি সিদ্ধ।

দাস্ত বারে অধিক কিন্তু মাত্রায় অল্প এবং আমযুক্ত, সবুজ বা শ্বেতবর্ণের মলত্যাগ, অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হওয়া, কোনরূপ ভয় বা মানসিক চিন্তা পীড়ার কারণ হইলে, পেটে অত্যন্ত বেদনা, রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি হইয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়, নাড়ী বিকৃত, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ—একোনাইট মূল বা প্রথম ক্রম।

বালকদিগের উদরাময় বিশেষত দন্তোদ্গম সময়ের উদরাময়—ক্যামমিলা।

অম্লরোগগ্রস্থ রোগীর পীড়ায়, অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম, দুষ্পাচ্য বা মাদকতা উৎপাদন-কারী দ্রব্য পান বা ভোজন, জোলাপ খুলিবার অগ্রে কিছু আহার করা হেতু পীড়ায়, আলোকের দিকে চাহিতে কষ্ট হয়, মল-ত্যাগের সময় মল ভিতরে রহিয়া গেল বলিয়া বোধ হয়—নক্সভমিকা।

পুরাতন উদরাময়গ্রস্থ রোগীর এই পীড়া হইলে—রিসিনস্।

গুরুপাক দ্রব্য সেবন হেতু পীড়ায়, অতিরিক্ত ঘৃত বা তৈল উদরসাৎ করা হেতু পীড়ায়—পলসেটিলা।

পেটের ফাঁপ আছে, অতিরিক্ত রৌদ্র বা সূর্য্যের উত্তাপ লাগার জন্য পীড়ায়, অর্দ্ধনেত্র, আচ্ছন্নভাব, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় কার্ব্বভেজিটেবিলস।

রক্ত বা আমরক্ত ভেদে মার্কুরিয়স করোসাইভাস্, ইপিকাক বা হেমামিলিস।

মূত্রবন্ধ—ক্যান্থারিস, টেরিবিন্থ, ষ্ট্রামোনিয়ম, সিকুটা।

জ্বরাক্রমণে লক্ষণ বুঝিয়া—নক্সভমিকা, বেলেডোনা, একোনাইট, ব্রাইওনিয়া।

পেট ফাঁপিলে—লক্সভমিকা, কার্ব্বভেজিটেবিলস্।

বিকৃত শব্দযুক্ত হিক্কা—সিকুটা।

শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত হিক্কা—পলসেটিলা।

মূর্চ্ছিতাবস্থায় হিক্কা—ষ্টাফিসিগ্রিয়া।

হিক্কার সময় সমস্ত শরীরে টান পড়ে—বেলেডোনা।

উপরিউক্ত লক্ষণ সমস্ত অবর্ত্তমানে হিক্কায়—কার্ব্বভেজিটেবিলস্।

অনেক সময়ে কেবল পাতি লেবুর রস জলে মিশ্রিত করিয়া পান করাতে হিক্কা বন্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। খেজুরের মেতিতেও হিক্কা বন্ধ করে।

কৃমি থাকিলে—সিনা।

পথ্য।—মল পাতলা থাকিতে, প্রকোপাবস্থায় কোন পথ্যই বিধেয় নহে। মল গাঢ় ও হরিদ্রাভ হইলে—গাঁদালের ঝোল, পাতলা জলএরা-রুট বা সাগু পাতি লেবুর রস দিয়া খাইতে দেওয়া যায়। ক্রমশঃ রোগের শান্তি হইলে মাগুর বা কই মৎস্যের ঝোল, অত্যন্ত পুরাতন চাউলের ভাতের মণ্ড।

ওলাউঠা রোগের সময়ে অবশ্য প্রতিপাল্য বিষয়গুলি নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) অতিরিক্ত, অল্প বা দুষ্পাচ্য আহার করা উচিত নহে।

(২) রোগীর গৃহে ধুনার বা গন্ধকের ধোঁয়া দিবে।

(৩) রোগীর গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের পথ থাকা চাই।

(৪) রোগীর পরিত্যক্ত মল, মূত্র এবং বমন শীঘ্রই স্থানান্তরিত করিয়া মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিবে।

(৫) রোগীর বিছানা ও কাপড় বেশ পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন এবং উহাতে ভেদ বা বমি লাগিলে তৎক্ষণাৎ তাহা ছাড়াইয়া কাচিয়া দিবে। কিন্তু ঐরূপ কাপড়াদি লোকে যে স্থানের জল পান করিয়া থাকে সে খানে কাচা উচিত নহে।

(৬) গৃহে দুর্গন্ধ থাকিলে যাহাতে শীঘ্র তাহা নষ্ট হয় তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

(৭) রোগীর সেবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে রুবিনির ক্যাম্ফার ঘ্রাণ লইবে এবং খালি পেটে কেহ কখন রোগীর গৃহে যাইবেনা।

(৮) রোগীকে স্পর্শান্তে অন্য কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে হস্ত পদাদি কার্ব্বলিক সাবানে ধুইয়া পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিবে। চিকিৎসকেরও এই নিয়ম প্রতিপালন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

(৯) রোগী যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে এবং হতাশ না হয় সে বিষয়ে বিশেষ সযত্ন হওয়া কর্ত্তব্য। রোগীর ও দেশের লোকের বিশ্বাসানুসারে শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, হরিসংকীর্ত্তন ইত্যাদি মন্দ নহে।

(১০) এই রোগের প্রাদুর্ভাব কালে রাত্রি জাগরণ, দিবা নিদ্রা, অতিরিক্ত মৈথুন, মদ্যপান, অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, রৌদ্র বা অগ্নির উত্তাপ লাগান, হিমে শুইয়া নিদ্রা যাওয়া বা জলে ভিজা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মৃত রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র শয্যাদি পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

যে স্থানে এই রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে সে স্থান হইতে অন্তত কিছুদিনের জন্যও স্থানান্তরে গিয়া বাস করা মন্দ নহে। এই রোগের সময়ে বাটীতে গন্ধক পোড়ান, প্রস্রাব করিবার স্থানে অথবা যে সকল স্থানে অনবরত জল পড়ে এরূপ স্থানে কার্ব্বলিক এসিড্, ফেনাইল অথবা আল্‌কাতরা ছড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বাটীতে অনাবৃত স্থানে অগ্নি প্রজ্জলিত করিলে বায়ু বিশুদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ অগ্নিতে এমন কোন পদার্থ জ্বালাইতে নাই যাহাতে কোনরূপ দুর্গন্ধ বাহির হয়।

---

# উদরাময়।

## (ডায়ারিয়া)।

কারণ।—যে কোন প্রকারে হউক পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলেই উদরাময় রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অতি ভোজন বা অল্প ভোজন, অসময়ে ভোজন, ক্ষুধা অবর্ত্তমানে আহার, দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ, অসিদ্ধ, অপক্ক বা অত্যন্ত অম্লরস যুক্ত ফল মূলাদি আহার, পচা বা

পীড়িত মৎস্য বা পশুর মাংস ভোজন, দূষিত জল পান, নিদ্রিতাবস্থায় অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদিই এই রোগের কারণ। এতদ্ভিন্ন বায়ুর পরিবর্ত্তনেও উদরাময় হইয়া থাকে। অকস্মাৎ মনোভাবের পরিবর্ত্তন যথা অত্যন্ত শোক বা দুঃখ অথবা অত্যন্ত আহ্লাদ বা একেবারে হতাশ হইয়া পড়াও এরোগের কারণ।

লক্ষণ।—পাতলা, পিত্তযুক্ত, হরিদ্রাভ বা সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা যুক্ত, দুর্গন্ধময় মলত্যাগ; পেট কামড়ানি, পেট বেদনা, পেটের ভিতর হুড় হুড় শব্দ হওয়া, পরিপাক শক্তির হ্রাস, ক্ষুধা মান্দ্য, বমনেচ্ছা, গাত্র প্রদাহ, অন্ত্র প্রদাহ, বলহানী, সরক্ত বা রক্তবর্ণের মলত্যাগ, মলত্যাগের পরে গুহ্যদ্বার জ্বালা করে, জিহ্বা কাঁটাযুক্ত, সর্দ্দি, মুখে ক্ষত, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, পেটের বা বুকের ভিতর টানিয়া ধরা ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—অকস্মাৎ অধিক পরিমাণে মলত্যাগ করিয়া রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, পাকাশয়ে অত্যন্ত বেদনা, চক্ষের কোল বসিয়া গিয়াছে, হাত পা ঠাণ্ডা—রুবিনির ক্যাম্ফার। এই ঔষধে যদি উপকার হয় তবে ২।৩ বা চারিবার সেবনেই উপকার হইবে। চারিবার সেবনেও যদি কোন উপকার না হয় তবে এই ঔষধ আর সেবন করান উচিত নহে।

কোন প্রকার গুরুপাক দ্রব্য, বিশেষতঃ তৈল বা ঘৃতপক্ক দ্রব্য খাইয়া উদরাময় হইলে, বমনেচ্ছা, পেটে বেদনা ধরা, মলের সহিত শ্লেষ্মা নির্গমন, মুখে তিক্ত আস্বাদ, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি—পল্‌সেটিলা।

পিত্ত, রক্ত বা আমযুক্ত মলত্যাগ, মলত্যাগের পূর্ব্বে অত্যন্ত পেট কন্‌কন্ করে, মেটে রঙ্গের মল—মার্কুরিয়স্ করোসাইভাস্।

নানাপ্রকার চর্ম্মরোগাক্রান্ত রোগী, পুরাতন উদরাময়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল, মরা মানুষের ন্যায় রক্তশূন্য মুখ—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব।

ক্ষুধামান্দ্য, জিহ্বা শ্বেতবর্ণের ক্লেদাচ্ছাদিত, বৃদ্ধ রোগী, বিবিমিষা, দুই এক দিন একেবারে দাস্ত বন্ধ থাকিয়া অথবা সামান্য দাস্ত হইয়া পরে একেবারে অধিক মলত্যাগ, জলবৎ মলত্যাগ,—এণ্টিমনিয়াম ক্রুডাম।

কোন বিষয়েই মনোনিবেশ করিতে ইচ্ছা হয়না, দিনে ভাল থাকিয়া রাত্রে অধিকবার দাস্ত হয়, শ্লেষ্মা বা পিত্তযুক্ত মল, গ্রীষ্ম বা শরৎ কালে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় হইলে—ডাল্‌কামারা।

দুর্ব্বলতা, পিপাসাধিক্য, ক্ষুধামান্দ্য, পেটে চাপ পড়িলেই দাস্ত হয়, পেটের বেদনা নাই, মলের সহিত ভক্ষিত দ্রব্য পতন, কখন কখন পেট টানিয়া ধরে, হরিদ্রা বর্ণের জলবৎ দাস্ত, গ্রীষ্মাধিক্যে পীড়া—চায়না।

প্রাতঃকালে সবুজাভ মলত্যাগে—এপিস্।

যৌবন সুলভ অত্যাচার কারী, স্বভাবত দুর্ব্বল, কাশরোগযুক্ত ব্যক্তি—ফস্‌ফরাস্।

পুরাতন উদরাময়ে শরীরের রক্তশূন্যতা—ফেরাম্।

অনেকবার মলত্যাগ করিয়া রোগী একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, পেটে বেদনা নাই, অসাড়ে মলত্যাগ—ফস্‌ফরিক্ এসিড্।

পিত্তযুক্ত ভেদ ও বমন—ইপিকাক্। মাথাধরা থাকিলে—আইরিস।

উদরাময় সাঙ্ঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে, গণ্ডদেশ ও চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, তল পেট অত্যন্ত কন্ কন্ করে বা বেদনা অনুভব হয়, পাকাশয় প্রদাহ, মলত্যাগের সময় গুহ্যদ্বার জ্বালা করে এবং অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, মাথা ধরিয়াছে, হস্ত পদের অগ্রভাগ শীতল—আর্সেনিকম্।

হঠাৎ অধিক মলত্যাগের পর রোগীর জীবনীশক্তির হ্রাস হইতেছে, চক্ষের কোল বসিয়া গিয়াছে, বমন, পিপাসাধিক্য, গাত্রচর্ম্ম শীতল হইয়া পড়া, জলবৎ তরল মলত্যাগ ( ওলাউঠার লক্ষণ )—ভেরেট্রাম্ এল্‌বাম্।

পেট ডাকা, আম্ বা পিত্তযুক্ত মলত্যাগ—পডোফাইলাম্।

শিশুর দন্তোদ্গমের সময় পেটের পীড়া—ক্যামমিলা।

কৃমিজন্য উদরাময়—কৃমি চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

অকস্মাৎ বায়ুর পরিবর্ত্তন হেতু, ঠাণ্ডার পর হঠাৎ গরম বা গরমের পরে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা গরমের পরে হঠাৎ শীতল পানীয় দ্রব্য সেবনে পেটের পীড়ায়—ব্রাইয়োনিয়া।

অকস্মাৎ মনোভাব পরিবর্ত্তন হেতু উদরাময়ে—চায়না, ইগ্‌নেসিয়া, ভেরেট্রম্ এল্‌বম্।

প্রসবান্তে উদরাময়ে (সূতিকার পীড়ায়) অনেক ডাক্তারি, কবিরাজি ঔষধ সেবনে কোন উপকার হয় না অথবা রোগের বৃদ্ধি হয়—এলোস্ ২০০।

যাহাদের শরীরে পারা আছে, বৃদ্ধ বা স্বভাবত দুর্ব্বল রোগী—এসিড্ নাইট্রিক্, ফস্‌ফরস্, মার্কুরিয়স্, এসিড্ ফস্‌ফরস্।

পুরাতন উদরাময়ে—সাল্‌ফার, চায়না, আর্সেনিকম্, এসিড্ নাইট্রিক্ বা ফস্‌ফরাস্ ইত্যাদি।

দূষিত জলপানে উদরাময় হইলে—ব্যাপ্টিসিয়া।

পথ্য।—জল সাগু, এরারুট, বার্লি, কই বা মাগুর মৎস্যের ঝোল, মুরগী বা ছাগ মাংসের যুষ ইত্যাদি লঘু অথচ বলকারক দ্রব্য।

রৌদ্র বা স্নিগ্ধ, উত্তপ্ত বা শীতল বায়ু লাগান নিষিদ্ধ নূতন রোগে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম নিষিদ্ধ বটে কিন্তু পুরাতন রোগে কিছু পরিশ্রম আবশ্যক হয় রাত্রি জাগরণ, মৈথুন ইত্যাদি নিষিদ্ধ। অগ্নির বা অন্য কোনরূপ উত্তাপ লাগানও যুক্তিসিদ্ধ নহে।

---

## আমাশয়।

### (ডিসেণ্টারি)।

কারণ।—অপরিমিত আহার, অতিরিক্ত মাদকদ্রব্য সেবন, অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত বায়ু সেবন, অনাবৃত স্থানে বা আর্দ্র ভূমিতে রাত্রে নিদ্রা যাওয়া, অবস্থার পরিবর্ত্তন বা অন্য কোন কারণে চিরাভ্যস্ত ঘৃত দুগ্ধাদি খাওয়ার অভাব ইত্যাদি।

লক্ষণ।—মলত্যাগের পূর্ব্বে বা পরে অত্যন্ত পেট কন্‌কন্ করা, মলত্যাগের সময় মলদ্বার জ্বালা করা, শ্বেত বা রক্তযুক্ত আম নির্গমন,

সামান্য মলত্যাগ, নাড়ী দ্রুত, জিহ্বা কাঁটা যুক্ত, জ্বর, মুখ ফোলা, পিপাসাধিক্য, গাত্র চর্ম্ম উষ্ণ, গাত্রে বিশেষত মেরুদণ্ডে বেদনা, মলত্যাগের সময় মনে হয় পেটের ভিতরে অনেক মল রহিয়াছে কিন্তু বাহির হইতেছেনা এবং তাহা বাহির করিবার জন্য অত্যন্ত বেগ দেওয়া, মস্তকের বেদনা ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—পৃষ্ঠদেশে বিশেষত মেরুদণ্ডে অত্যন্ত বেদনা, অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত জ্বর হয়, অনেক বার দাস্ত হয় কিন্তু মল পরিমাণে অতি অল্প, অনেক এলোপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ান হইয়াছে, শ্বেত বা রক্ত আমাশয়—নক্স্ ভমিকা।

তলপেটে অত্যন্ত বেদনা, রাত্রে অনেকবার দাস্ত হয়, অনবরত মলত্যাগে ইচ্ছা—রস্টক্স্।

থাকিয়া থাকিয়া অত্যন্ত পেট কন্‌কন্ করে আবার আপনা হইতেই ভাল হইয়া যায়, চাপ দিলে তলপেট অত্যন্ত কোমল হয়, জীবনীশক্তির হ্রাস, পীড়ার প্রথমাবস্থায়—বেলেডোনা।

হস্ত পদের অগ্রভাগ শীতল, নাড়ী ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, অত্যন্ত দুর্গন্ধময় মলত্যাগ ও মধ্যে মধ্যে আম নিঃসরণ, আর্দ্রভূমিতে বাসজন্য আমাশয় রোগে—চায়না।

বমন, থাকিয়া থাকিয়া পেট টানিয়া ধরে, রিবিমিষা, শরৎকালের আমাশয়, পিপাসাধিক্য, প্রথমে সবুজবর্ণের ফেনাযুক্ত মলত্যাগের পর রক্তযুক্ত আম্ নিঃসরণ—পর্য্যায়ক্রমে ইপিক্যাকুয়েনা ও ব্রাইওনিয়া।

পীড়ার প্রথমাবস্থাতে জ্বরের লক্ষণ সকল পরিদৃশ্যমান হইলে—একোনাইট্ (এক ঘণ্টা অন্তর)।

সরক্ত আম নিঃসরণ, আম অপেক্ষা অধিক রক্ত নিঃসরণ হয়, বেদনাধিক্য, মলত্যাগের সময় অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, মল নিঃসরণের পরে এইরূপ বেদনা ও বেগের বৃদ্ধি, মূত্রত্যাগে কষ্ট, প্রস্রাবের অল্পতা; মূত্রত্যাগের সময়ে মূত্রস্থলীতে যেন মূত্র আট্‌কাইয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয় এবং সেই জন্য অত্যন্ত বেগ দিতে হয়—মার্কুরিয়স্ করোসাইভাস্। ইহাতে

উপকার হইল না, থাকিয়া থাকিয়া রোগীর পেট টানিয়া ধরিতেছে, হড়্‌হড়ে শ্লেষ্মাযুক্ত মলত্যাগ, কাঠবমি, মলদ্বার জ্বালা করা, কোন দ্রব্য দ্বারা চাপিয়া ধরিলে তলপেটের বেদনার লাঘব হইবে বলিয়া বোধ হয়—কলোসিন্থ্ ।

উরুদেশ ভারি বোধ হওয়া, মলদ্বার ও কটিদেশে চিম্‌টি ক'টিবার মত বেদনা অনুভব, মলত্যাগের সময় অত্যন্ত বেগ দেওয়া, রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়া, চাপিয়া ধরিলে তলপেটের নিম্নদেশ ফুলিয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায়, নাভিমূলে অত্যন্ত বেদনা এবং চাপিয়া ধরিলে সেই বেদনার বৃদ্ধি—এলোস্ ।

পূর্ব্বে জ্বর বা অন্য কোন পীড়াতে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, অত্যন্ত পিপাসা কিন্তু অল্প জল পান করে, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা, রোগী জীবন সম্বন্ধে হতাশ, মলত্যাগেব পরে বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে, মলদ্বার অত্যন্ত জ্বালা করে, ঠোঁট কাঁপিতে থাকে, মলত্যাগের পূর্ব্বে বোধ হয় যেন তলপেট ফাটিয়া যাইল এবং মলত্যাগের সময়ে বোধ হয় মলদ্বারের ছিদ্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে, মূত্রকৃচ্ছ্র—আর্সেনিকম্ ।

পুরাতন আমাশয় রোগে—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, এসিড্ ফস্‌ফরিক, এসিড্ নাইট্রিক, ফস্‌ফরস্, ভেরেট্রম্ ভিরিডি ।

কোন প্রকার ঔষধেই উপকার হইতেছে না অথবা অল্পক্ষণস্থায়ী উপকার হয় এরূপ অবস্থায়—সাল্‌ফার ।

আমাশয় রোগে অবস্থানুসারে ১৫।২০ বা ৩০ মিনিট অথবা এক, দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর ঔষধ সেবন করা বিধেয় । পেটে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে ডাক্তার রডাক্ পুল্‌টিস্ বা ফ্ল্যানেলের ফোমেণ্ট প্রয়োগ করিতে বিধি দিয়াছেন ।

পথ্য ।—প্রথম অবস্থায় সামান্য ভাবের আমাশয়েতে কেবল লবণ দিয়া গরম লুচি বড় উপকারক । কিন্তু পুরাতন অথবা কঠিন ভাবের রক্ত বা শ্বেত আমাশয়ে সাগু, বার্লি ইত্যাদি লঘু পথ্য বিধেয় ।

# অর্শ্ব ও ভগন্দর।

## ( পাইল্‌স্, ফিস্‌চুলা )।

কারণ।—অত্যন্ত গুরুপাক এবং দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ, অত্যন্ত গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে বাস, অত্যন্ত কোমল বা গরম শয্যায় শয়ন, অলসতা, বিলাসীতা, অত্যন্ত বেগ দেওয়া, অধিকক্ষণ অশ্বারোহণে থাকা, কোষ্ঠ-বদ্ধ, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা, পিতা মাতার পীড়া ইত্যাদি।

লক্ষণ।—কোষ্ঠ-বদ্ধ, মলত্যাগের সময় মলদ্বার টন্‌টন্ করা, রক্তস্রাব হওয়া, মলত্যাগের পরেও মনে হয় পেটের ভিতর মল রহিয়াছে এবং অত্যন্ত বেগ দিতে হয় ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—অত্যন্ত রক্তস্রাবী অর্শরোগে—হেমামিলিস্। এই ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার বাহ্য প্রয়োগও কর্ত্তব্য। বড় এক বোতল জলে ৬০ ফোঁটা মূল আরক দিলেই বাহ্য-প্রয়োগের ঔষধ হইল।

মলদ্বারে বেদনা অনুভব, মলত্যাগের সময় অত্যন্ত যন্ত্রণা, জ্বর বা জ্বর-ভাব, শ্বেত বা সরক্ত মল নিঃসরণ, অস্থিরতা—একোনাইট্। এই ঔষধও বাহ্য-প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

স্বভাবত কোষ্ঠ-বদ্ধ অথচ মলত্যাগের সময়ে বৃথা বেগ দিয়া পীড়া হইলে, মনোকষ্টে পীড়া হইলে, অলস অথবা ধনাঢ্য-ভোগ্য-দ্রব্য-ভোজী ব্যক্তিদিগের পীড়া হইলে—সাল্‌ফার ও নক্সভমিকা। পুরাতন অর্শ-রোগে প্রায় সকল অবস্থাতেই সাল্‌ফার অতি উত্তম ঔষধ।

কটিদেশে এবং পৃষ্ঠদেশে বেদনা, মলত্যাগের সময়ে গুহ্য দ্বারে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব—ইস্কুলাস্।

দিন দিন বলহানী, পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, মলত্যাগের সময় বোধ হয় যেন তপ্ত লৌহ-শলাকা অর্শবলির মধ্যদিয়া চালাইতেছে—আর্সেনিকম্।

গর্ভাবস্থায় অর্শরোগে—কলিন্‌সোনিয়া, এলোস্, নক্স।

কোষ্ঠ-বদ্ধে—নক্স, কলিন্‌সোনিয়া, কার্ব্বোভেজিটেবিলস্।

পুরাতন রোগে—সাল্‌ফার, হিপার সাল্‌ফার, এসিড নাইট্রিক, ফেরাম্ ।

পথ্য ।—মৎস্য, মাংস, গুরুপাক ও কোন প্রকার দুষ্পাচ্য-দ্রব্য একেবারে নিষিদ্ধ। লঘু অথচ বলকারক দ্রব্য সেবনীয়। ওল ও পেঁপে অত্যন্ত উপকারী।

অতিরিক্ত পরিশ্রম অথবা একেবারে আলস্য উচিত নহে। অর্শ-রোগীর রাত্রে মলত্যাগ অভ্যাস করা উত্তম।

ভগন্দর ।—গুহ্য-দ্বারে স্ফোটক হইয়া হাঁটা হাঁটির জন্য সেই স্ফোটক আরোগ্য না হইয়া ক্রমশ শোষ হয় এবং সেই শোষ ভিতরে প্রবেশ করিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রমন করে এবং তাহাতে এই রোগের উৎপত্তি হয়।

প্রথমেই সামান্য স্ফোটক হইয়াছে বা হইবার উপক্রম হইয়াছে জানিতে পারিলেই কোন প্রকারে সেই দূষিত রক্ত বাহির করিয়া দিতে পারিলে এই ভয়ানক রোগের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

চিকিৎসা ।—নিমপাতার জল দিয়া ধৌত করিয়া, পুল্‌টিস্, হাইড্রাষ্টিস্, ক্যালেণ্ডুলা ইত্যাদি বাহ্যিক প্রয়োগ কর্ত্তব্য। তৎপরে রোগীর অবস্থানুসারে ক্যাল্‌কেরিয়া, ফস্‌ফরেটা, নক্সভমিকা, লাইকোপোডিয়াম্, সাল্‌ফার, কষ্টিকাম্, সিলিসিয়া ইত্যাদি প্রযুজ্য।

পথ্য ।—লঘু দ্রব্য। মৎস্য, মাংস, মিষ্ট দ্রব্য, নারিকেল ইত্যাদি যাহাতে ঘা বৃদ্ধি হয় এরূপ দ্রব্য নিষিদ্ধ। অধিক চলিয়া বেড়ান বা যাহাতে নাড়া পাইয়া ঘা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা সেরূপ কার্য্য যুক্তিসিদ্ধ নহে।

# কোষ্ঠবদ্ধ।

## ( কন্‌ষ্টিপেশন )।

কারণ।—ক্ষণে ক্ষণে আহারের সময় পরিবর্ত্তন করা, ময়দা, চিঁড়া, কাঁচা কলা ইত্যাদি শুষ্ক দ্রব্য আহার করা, মলত্যাগের চেষ্টা হইলে আলস্য বা কার্য্য বশত মলত্যাগ না করা, অধিক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়া, রাত্রি জাগরণ, যৌবন-স্বভাব-সুলভ অত্যাচার, অলসতা, অতিরিক্ত ধূম বা মদ্যপান, প্লীহা বা যকৃতের বিকৃতি, মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সম্বন্ধীয় কোন পীড়া, বার্দ্ধক্য ইত্যাদি।

লক্ষণ।—ক্ষুধা শূন্যতা, জরভাব, প্লীহা বা যকৃত স্থানে অথবা তল-পেটে বেদনা, মাথাধরা, মলত্যাগের ইচ্ছা অথচ মল নির্গমন হয় না এবং বৃথা বেগ দিতে হয়, নিদ্রা শূন্যতা, কখন কখন বমি, মুখ বিস্বাদ, মনের অসুস্থতা, শ্বাস দুর্গন্ধময় ও উষ্ণ ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—অনেকে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে বিরেচক ঔষধ ( জোলাপ ) সেবন করিতে উপদেশ দেন, আমরা কিন্তু সেটী তত যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করি না। কারণ বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে দাস্ত পরিষ্কার হয় বটে কিন্তু সে কেবল যতক্ষণ ঔষধের ক্ষমতা থাকে ততক্ষণের জন্য, তাহার পরে আবার যে কোষ্ঠ-বদ্ধ সেই কোষ্ঠ-বদ্ধই থাকিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আমাদের দেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রেই লেখা আছে "চালয়েৎ সর্ব্বশাস্ত্রানি মলভাণ্ডং ন চালয়েৎ"। স্বভাবের বিকৃতির নামই রোগ এবং স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ হওয়া সম্বন্ধে সাহায্য করার নামই চিকিৎসা, সুতরাং এমন কোন ঔষধ সেবন করা উচিত যাহাতে স্বভাবের বিকৃত ভাব নষ্ট হইয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করে। আমরা একবার এক ব্যক্তিকে সপ্তাহের মধ্যে দুইবার বিরেচক ঔষধ সেবন করিতে দেখিয়া অনুসন্ধানে জানিলাম যে এরূপ না করিলে তাঁহার কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। তিনি প্রায় এক বৎসর কাল এইরূপ ব্যবস্থানুসারে চলিতে ছিলেন কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোষ্ঠ-বদ্ধ রোগ আরোগ্য না হইয়া বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছিল, অবশেষে এক জন সুবিজ্ঞ কবিরাজের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া এক্ষণে উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

সুতরাং বিরেচক ঔষুধ সেবন করা কোন মতেই যুক্তি সিদ্ধ নহে। বিরেচক ঔষধ সেবন করা অপেক্ষা বরং পিচ্‌কারী দ্বারা মলত্যাগ করান ভাল।

বার্দ্ধক্যে কোষ্ঠ বদ্ধ হওয়া একটী স্বাভাবিক নিয়ম। ইহাতে শরীরের স্বাস্থ্য হানী করিবারও বিশেষ কোন ভয় থাকে না। যৌবনাপেক্ষা বার্দ্ধক্যে মলপরিত্যাগ বারে কম হওয়াই ভাল, তবে যদি কোষ্ঠ-বদ্ধ হেতু কোনরূপ অসুখ বোধ হয় তবে কোনরূপ ঔষধাদি সেবন না করিয়া পরিমিত পরিমাণে দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন ইত্যাদি খাওয়া যুক্তিসিদ্ধ। অথবা অন্য কোন পীড়ার জন্য এরূপ হইলে কোষ্ঠ-বদ্ধ রোগের চিকিৎসা না করিয়া সেই পীড়ার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

স্বভাবসিদ্ধ বা অর্শরোগ জনিত কোষ্ঠ-বদ্ধে তলপেট ভারি থাকিলে—সাল্‌ফার।

মলত্যাগে কষ্ট বোধ হয়, বক্ষঃস্থল জ্বালা করে, তলপেট ভারি—লাইকোপোডিয়ম্।

মলদ্বার পিট্‌পিট্ করিয়া চুলকায়—ইগ্‌নেসিয়া।

পেটে বা বুকে বেদনা ধরে, মলদ্বারে বেদনা, কৃষ্ণবর্ণের কঠিন "গুট্‌লে" নির্গমন হয়, বৃথা বেগ দিতে হয়—প্লাম্বাম্।

বাতরোগ-গ্রস্থ ব্যক্তি, মলত্যাগের চেষ্টাই হয় না, মাথা দপ্ দপ্ করে, শীতবোধ, যকৃতে বেদনা—ব্রাইয়োনিয়া।

মূত্রবন্ধ, আলস্য, মাথা টল্ টল্ করে এবং বেদনা আছে, অত্যন্ত কঠিন এবং বৃহদাকারের মলত্যাগ হয়, নানা প্রকার ঔষধ সেবনেও কোন উপকার হয় নাই, বার্দ্ধক্য জনিত শুষ্ক কাষ্ঠ-বদ্ধ—ওপিয়াম্।

মুখে ও জিহ্বায় ক্ষত, পীড়া অারোগ্য হইবার আশা নাই—নেট্রাম্।

কোষ্ঠ-বদ্ধ জন্য বিশেষ কোন কষ্ট নাই অথচ রোগ পূরাতন হইয়াছে—হাইড্রাষ্টিস্।

সুনিদ্রা হয় না, মাথা ধরা, অধিক মানসিক পরিশ্রম করে যথা—ছাত্র ইত্যাদি, খিট্ খিটে রোগী, বিবিনিষা, ধুমপান, মাদকদ্রব্য সেবনে বা পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জনিত পীড়া, মলত্যাগ জন্য বৃথা বেগ দেওয়া, অন্য কোন পীড়া জনিত বা স্বভাবসিদ্ধ কোষ্ঠ-বদ্ধ—নক্স্ ভমিকা।

পথ্য।—দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন ইত্যাদি বলকারক দ্রব্য পরিমিতপরিমাণে খাওয়া ভাল। পাতিলেবুর রস জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ লবণ সংযোগে খাইলে অনেক উপকার হয়। মাংস, মৎস্য, কাঁচা কলা, চিঁড়া, দধি ইত্যাদি নিষিদ্ধ। ধুমপান, মাদক দ্রব্য সেবন, অধিক পরিমাণে চা বা কাফি খাওয়া কোন মতেই উচিত নহে। আহারের পরে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে জল পান করা ভাল।

আহারের সময়ের স্থিরতা থাকা উচিত। রাত্রি জাগরণ, দিবা নিদ্রা অতিরিক্ত মৈথুন, মলমুত্রের বেগ ধারণ করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।

---

## কৃমি।

### ( ওয়ার্মস্ )।

কারণ।—দূষিত জলস্থিত কীটাণু বা কীটাণু-ডিম্ব জলের সহিত উদরস্থ হইয়া কৃমি উৎপাদন করে। কেহ কেহ বলেন আহারীয় শাক সব্জীর সহিত ও এক প্রকার কীটাণু শরীরাভ্যন্তরস্থ হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। অধিকতর মিষ্টদ্রব্য বা কোন কোন জন্তুর মাংস ভোজন করিলেও ক্রিমি হয়। কোনমতে মল অধিক দিন পেটের মধ্যে থাকিলে কৃমি হইবার সম্ভাবনা।

লক্ষণ।—প্রস্রাব গাঢ় এবং শুষ্ক হইলে খড়ি গোলার ন্যায় শ্বেতবর্ণ হয়, নাক খোঁটা ও চুলকান, নিদ্রিতাবস্থায় দাঁত কড়্ কড়্ করা, বকুনি, হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠে, হিক্কা, শুষ্ক কফ, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়, চক্ষুর সম্মুখে শূন্যে অর্দ্ধগোলাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, মুর্চ্ছা, জিহ্বা ক্লেদাবৃত, মুখ শুষ্ক, মলদ্বার চুলকান, গাত্রচর্ম্ম ধূষর বর্ণ ও কণ্ডু বাহির হয়, বিবিমিষা বা বমন ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—দাঁত কড়্ কড়্ করে, মুর্চ্ছা যায়, অসাড়ে শ্বেতবর্ণের প্রস্রাব নির্গমন হয়, চক্ষুর সম্মুখে অর্দ্ধগোলাকৃত পদার্থ দর্শন, নিদ্রিতাবস্থায়

মুখ ঘসা, চীৎকার করা, নাসিকা ও মলদ্বার চুলকান, ক্ষুদ্র বা বৃহদাকার কৃমি—সিনা।

সর্ব্বপ্রকার বৃহদাকার কৃমি রোগে—স্যাণ্টোনাইনাম্।

রাত্রিকালে মলদ্বার চুলকান—ইউটিকা ইউরেন্‌স্।

মৃদু স্বভাবের বালকের মলদ্বারের অত্যন্ত চুল্‌কানি, দুর্ব্বলতা, সভয়তা—ইগ্‌নেসিয়া।

নানাপ্রকার ঔষধে উপকার হইলনা, বংশ পরম্পরানুগত রোগ—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব। এইরূপ অবস্থায় যদি বেদনা ধরা থাকে—সাল্‌ফার।

উদর মধ্যে জাত কৃমির বংশ নাশ হইয়া গেলে নাড়ী পরিশোধনের জন্য—এণ্টিমনিয়াম্ ক্রুডাম্।

পেটের পীড়া থাকিলে, চক্ষে অর্দ্ধ গোলাকার পদার্থ দেখিলে—চায়না।

দাড়িম্বের ছাল সিদ্ধ করিয়া খাইলে কৃমি নাশ হয়।

পথ্য।—সহজ পাচ্য লঘু আহার। মিষ্ট দ্রব্য ঘৃত, দুগ্ধ, মাংস, কদলি, কোন প্রকার গুরুপাক দ্রব্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কেহ কেহ বলেন যে কৃমি রাত্রিকালে এক শয্যাশায়ী এক জনের শরীর হইতে অপর শরীরে প্রবেশ করে, বিশেষতঃ স্ত্রী-কীট অন্তঃসত্বা অবস্থায় একশয্যায় নিদ্রিত সকল লোকেরই শরীর মধ্যে না কি অণ্ড প্রসব করিয়া রাখিয়া আসে। এইরূপে পরিবারের মধ্যে এক জনের কৃমি হইলে অপরাপর সকলের এই রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

---

## যকৃত বিকৃতি।

### ( লিভার কম্‌প্লেণ্ট )।

অতিরিক্ত মদ্যপান, গুরুপাক দ্রব্য সেবন, অতিরিক্ত রৌদ্র বা অগ্নির উত্তাপে পরিশ্রম করা অথবা যে কোন প্রকারে হউক পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ও কোষ্ঠ বদ্ধ থাকাই যকৃত বৃদ্ধির কারণ।

লক্ষণ।—যকৃতস্থানে বেদনা, যকৃত বৃদ্ধি, চাপিলে শক্ত চাপের মত অনুভব হওয়া, জিহ্বা ক্লেদাবৃত, ক্ষুধামান্দ্য, মুখ শুষ্ক এবং রক্তশূন্য, কোষ্ঠ বদ্ধ, জ্বর, বমন বা বিবিমিষা, জীবনী শক্তির হ্রাস, দুর্ব্বলতা, মাথাধরা, পিপাসাধিক্য ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—মদ্যপান বা অন্য কোনরূপ উত্তেজক দ্রব্য সেবনে পীড়া হইলে, স্বভাবত অলস ব্যক্তির পীড়া হইলে, কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে, প্রস্রাব গাঢ় লাল—নক্সভমিকা। অর্শ রোগগ্রস্থ রোগীর যকৃত বৃদ্ধি হইলে পর্য্যায়ক্রমে সাল্‌ফার ও নক্সভমিকা।

নক্সভমিকাতে উপকার হইল না, কোষ্ঠ বদ্ধ, যকৃত স্থানে এবং পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, তল পেট ভারি—লাইকোপোডিয়াম্।

কোষ্ঠ বদ্ধ, মলত্যাগের চেষ্টাই নাই, যকৃত বর্দ্ধিত, কঠিন, জ্বালা করে, খোঁচে, বেদনা, চাপিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়—ব্রাইয়োনিয়া।

কোষ্ঠ বদ্ধ অথবা পিত্তযুক্ত বা শ্বেতবর্ণের মলত্যাগ, মুখ বিস্বাদ, জিহ্বা ক্লেদাচ্ছাদিত, চক্ষু হরিদ্রাভ, কম্প, চট্‌চটে ঘাম, ক্ষুধামান্দ্য, যকৃতস্থানে বেদনা জন্য রোগী কিয়ৎক্ষণ দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিলেই কষ্ট বোধ হয় মার্কুরিয়স্। এইরূপ লক্ষণে পর্য্যায়ক্রমে ব্রাইওনিয়া ও মার্কুরিয়স্ ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

স্ত্রীলোক বা বালকের ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা ক্রোধ জনিত পীড়া, পিত্তাধিক্য, বিবিমিষা, পিত্ত বমন, পিত্তযুক্ত মলত্যাগ, জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ ক্লেদাচ্ছাদিত—ক্যামমিলা।

মুখ বিস্বাদ, পিত্তযুক্ত বমন, উদরাময়, মলত্যাগের সময় মলদ্বার দিয়া বলীর ন্যায় নাড়ী নির্গমন, প্রস্রাব গাঢ়, মুখ ম্লান—পডোফাইলাম্।

শরীর হরিদ্রাভ, কামলা (না বা) হইবার আশঙ্কা আছে, জ্বর, কম্প, এলোপ্যাথিক মতে মার্কুরিয়স্ খাওয়া হইয়াছে—চায়না। এই সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান আছে অথচ এলোপ্যাথিক মতে মার্কুরিয়স্ খাওয়ান হয় নাই এরূপ অবস্থায়—একোনাইট।

পীড়া পুরাতন হইয়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিতেছে, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, বমন, বেদনা, অত্যন্ত পেটের পীড়া—আর্সেনিকম্।

শোথ থাকিলে—এসিড নাইট্রিক।

কামলা ( স্থাবা ) থাকিলে—ফস্ফরাস্।

সমস্ত দিনই যেন সামান্য মাথা ধরিয়া আছে, বিবিমিষা, পুরাতন রোগ, প্রস্রাব হরিদ্রাভ ও গাঢ়, জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণের ক্লেদাচ্ছাদিত ও পুরু, কোষ্ঠ বদ্ধ—চেলিডোনিয়াম্।

বায়ু পরিবর্ত্তন, শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের হ্রাস, যে কোন প্রকারে হউক মনের আনন্দ বৃদ্ধি, যে সকল কারণে পীড়ার উৎপত্তি সেই সকল হইতে সাবধানে থাকা ইত্যাদি একান্ত আবশ্যকীয়।

যকৃত প্রদাহ বা ফুলা।—লক্ষণ।—জ্বর, বিবিমিষা বা বমন, গাত্র চর্ম্ম এবং জিহ্বা হরিদ্রাভ, প্রস্রাবের অল্পতা, মুখ বিস্বাদ, কফ, ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—জ্বর সত্বে একোনাইটাম্, জ্বর কম পড়িলে মার্কুরিয়স্ ও ব্রাইওনিয়া পর্য্যায়ক্রমে, স্ফোটক হইলে হেপার সাল্ফার, বেদনাধিক্যে—হেপ্টাল্জিয়া। নক্স্, ফস্ফরস্, ক্যামমিলা ইত্যাদি যকৃৎ বৃদ্ধির লক্ষণ দর্শনে প্রযুজ্য।

পথ্য।—লঘু অথচ বলকারক, মাংস, মদ্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বায়ু পরিবর্ত্তনাদি যুক্তি সিদ্ধ।

---

## প্লীহা বিবর্দ্ধন।

### ( এন্লার্জমেণ্ট অব দি স্প্লীন )।

কারণ।—পুরাতন, ম্যালেরিয়া জ্বর, জ্বরের উপর দুষ্পাচ্য দ্রব্য সেবন ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—প্রথমাবস্থায় নক্সভমিকা, কার্ব্বভেজিটেবিল্স্, নেট্রাম্-মিউর, আর্সেনিকাম্, মার্কুরিয়স্আইওড, সাল্-

ফার। উদরাময় থাকিলে পলসেটিলা, রষ্টক্স, চায়না, ইগ্নে-সিয়া। বেদনা থাকিলে নেট্রাম্, পলসেটিলা, আর্ণিকা, একো-নাইট, সিয়ানোথস্, চায়না ইত্যাদি।

( ম্যালেরিয়া চিকিৎসা দ্রষ্টব্য )।

পথ্য।—সহজ পাচ্য লঘু দ্রব্য।

প্লীহা রোগে রক্তের লোহিত কণা সমূহ ( রেড কর্পস্ ) বিনষ্ট হইয়া রোগীকে বিবর্ণ করিয়া ফেলে, সুতরাং যাহাতে রোগীর শরীরস্থ রক্ত মধ্যে আবার ঐ সমস্ত কনিকা নষ্ট না হইতে পারে, সেইরূপ চিকিৎসা করাই কর্ত্তব্য।

উপরোক্ত ঔষধ গুলি ব্যতীত সাইলিসিয়া, হেপার সাল্‌ফার, এনাকার্ডিয়ম্, স্পঞ্জিয়া, বার্ব্বেরিস, এগারিকস্ ইত্যাদিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্লীহা বিবর্দ্ধনে নেট্রাম্ মিউরিয়েটিকম্ একটী অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্লীহা হইতে রক্তস্রাব হইলে—আর্ণিকা, একোনাইটম, হেমা-মিলিস, আর্সেনিকম, চায়না ইত্যাদি।

ব্রণাদি হইলে—প্রথমে হিপার সাল্‌ফার, পরে সিলিসিয়া।

---

## কামলা ( ন্যাবা )।

### ( জণ্ডিস্ )।

কারণ।—পিত্ত নিস্রব, যকৃতের ক্রিয়া বা পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাতই এ রোগের উৎপাদক।

লক্ষণ।—প্রথমে চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হয়, পরে নখ কোন, মুখ গ্রীবা, ক্রমশঃ সর্ব্বশরীর ঘোর হরিদ্রাবর্ণ হইয়া উঠে। প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণ, শ্বেত বা হরিদ্রাবর্ণের ঘোলা ঘোলা মলত্যাগ, কোষ্ঠ বদ্ধ, জ্বর, পাকাশয়ে বা যকৃত

স্থানে বেদনা, কখন কখন হিক্কা ও বমি, রোগীর মূত্রে নাইট্রিক এসিড্ দিলে মূত্র গাঢ় সবুজবর্ণ হইয়া উঠে, রক্তহীনতা ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—মাদক দ্রব্য বা অন্য কোন প্রকার উত্তেজক দ্রব্য সেবনে পীড়া হইলে, রোগী স্বভাবত অলস হইলে, কোষ্ঠ বদ্ধ এবং মলত্যাগে অত্যন্ত কষ্ট হয়, যকৃত স্থানে বেদনা—নক্সভমিকা।

যকৃত স্থানে বা দক্ষিণস্কন্ধে বেদনা, ফিকে রংএর মলত্যাগ, মুখে তিক্তাস্বাদ, জিহ্বা ক্লেদশূন্য এবং ঘোর লাল চেলিডোনিয়াম।

জ্বরাধিক্য; যকৃত প্রদাহ এবং তৎস্থানে বেদনা—একোনাইট। একোনাইটে তত উপকার না হইলে মার্কুরিয়স। এইটী কামলার একটী প্রধান ঔষধ এবং উপকার হইবার হইলে ইহাতে অতি শীঘ্রই উপকার হইয়া থাকে।

পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিতেছে, কম্প, মনোবৃত্তির নিস্তেজতা, (ফস্ফরস্) পারদ সেবনের পরে পীড়া, পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি, জ্বর আতিসারিক বিকার জ্বরের আকার ধারণ করিতেছে এরূপ অবস্থায়—আর্সেনিকম।

পিত্তযুক্ত মলত্যাগ, উদরাময়, মধ্যে মধ্যে এই রোগ হয় আবার আরোগ্য হইয়া যায়—চায়না।

কফ্, স্বরভঙ্গ, পুরাতন দুশ্চিকিৎস্য পীড়া, শ্বেত বা মেটে রঙ্গের পরিমাণে এবং বারে অধিক মলত্যাগ, আশা শূন্যতা এবং নিস্তেজতা—ফস্ফরস।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণ দর্শনে—এসিড্ নাইট্রিক, হাইড্রাষ্টিস্, পডোফাইলাম, ডিজিটেলিস ইত্যাদি প্রযুজ্য।

পথ্য।—লঘু এবং সহজ পাচ্য পদার্থ। মাদক দ্রব্য বা অন্য কোন রূপ উত্তেজক দ্রব্য সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রাতে এবং অপরাহ্ণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং কিঞ্চিৎ ভ্রমণে উপকার দর্শে। তৃষ্ণাধিক্য থাকিলে শীতল জল প্রচুর পরিমাণে দেওয়া যায়।

প্লীহা এবং যকৃত বিকৃতির সঙ্গে কামলা রোগ হইলে এইরূপ চিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়া রাখা উচিত নহে।

---

## পরিপাকক্রিয়ার বিকৃতি।

### ( ডিস্পেপ্সিয়া। )

কারণ।—আহারের অনিয়ম, অতিরিক্ত আহার, দুষ্পাচ্য দ্রব্য আহার, তামাক, গাঁজা, অহিফেন, মদ ইত্যাদি মাদক দ্রব্য সেবন, একেবারে শ্রম শূন্যতা অথবা শ্রমাধিক্য, সাংসারিক সুখ দুঃখ জনিত মনোভাবের পরিবর্ত্তন, অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদি। মনের সহিত আমাদের শরীরের এত নৈকট্য সম্বন্ধ যে মনের কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃতি উপস্থিত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরস্থ যন্ত্রের স্ব স্ব ক্রিয়ার বিকৃতি হইয়া থাকে। অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণ এবং অতিরিক্ত রেতঃপাতও এই পীড়ার কারণ।

লক্ষণ।—কখন একেবারে কোষ্ঠবদ্ধ আবার কখন অতিরিক্ত মলত্যাগ, ক্ষুধা-মান্দ্য, বিবিমিষা বা বমন, বক্ষপ্রদাহ, আহারের পরে চলৎশক্তি রহিত বলিয়া বোধ হওয়া, পেট ভারি বোধ হওয়া, মুখ দিয়া তিক্ত বা লবণাক্ত জল উঠা, মনের নিস্তেজতা, মুখ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, কোন কার্য্যে মন লাগেনা, বুকের ভিতর ধড় ফড় করা, নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করা, লাফাইয়া উঠা বা স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়া ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—মুখ তিক্ত, লোনা বা পচা, কোনরূপ দুষ্পাচ্য দ্রব্য বিশেষত তৈল বা ঘৃতপক্ক দ্রব্য সেবনে পীড়া, উদরাময়, যে সকল স্ত্রীলোকের ঋতুর নিয়ম নাই, রোগী স্বভাবত নম্রপ্রকৃতির লোক, মাথা টল্ টল্ করে—পস্‌সেটিলা।

অল্প পরিশ্রমেই কাতর হইয়া পড়ে, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই রোগের বৃদ্ধি হয়, উদরাময়, যে সকল স্ত্রীলোক মাসে একবারের অধিক ঋতু হয় ঋতু সময়ে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হয়, পুরাতন পীড়া, পূর্ব্বে পল্‌সেটিলা ব্যবহার করা হইয়াছে—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব।

পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় হয়, জিহ্বায় ঘা হয়, বিবিমিষা আহারে অনিচ্ছা, সর্ব্বদাই যে পেট ভারি রহিয়াছে, শ্লেষ্মা এবং পিত্তযুক্ত বমন, ক্ষুধা-মান্দ্য, নাসিকামধ্যে ক্ষত—এণ্টিমনিয়াম্‌ক্রুডাম্‌।

সামান্য কারণেই রাগ হয়, আহারের পরে পেট খোঁচে এবং অত্যন্ত ভারি বলিয়া বোধ হয়, অত্যন্ত মাথা ধরা এবং সামান্য কারণেই মাথা ধরার বৃদ্ধি, কোষ্ঠ বদ্ধ, পিত্তবমন বা বমনেচ্ছা, জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস—ব্রাই-ওনিয়া।

রোগী বৃদ্ধ, পুরাতন পীড়া, মাথা ধরা, দুর্ব্বলতা, বুক জ্বালা করা—কার্ব্বোভেজিটেব্‌লিস্‌।

যে সকল ব্যক্তি অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করে অথচ কিছু মাত্র শরীর চালনা করেনা তাহাদের পীড়া, প্রাতঃকালে মাথা টিপ্‌ টিপ্‌ করে, পিত্ত ও ভক্ষিত দ্রব্য বমন, মুখে তিক্ত বা অম্লাস্বাদ, কোষ্ঠবদ্ধ, মনের অস্থি-রতা, আহারের পরেই নিদ্রার আবির্ভাব, পেটভারি হইয়া থাকা—নক্স-ভমিকা।

সর্ব্বপ্রকার ঔষধেই ক্ষণস্থায়ী উপকার হয় মাত্র, কোষ্ঠবদ্ধ, শোথ, বহু-দিনের পুরাতন রোগ, রোগী খিট্‌খিটে বা অর্শরোগাক্রান্ত, পীড়া প্রকাশের পূর্ব্বে বা পরে গাত্রে কণ্ডু বাহির হওয়া নক্সভমিকা সেবনের পরে—সাল্‌ফার।

শোক জন্য পীড়ায়—ইগ্নেসিয়া।

পুরাতন অম্লরোগ থাকিলে এসিড্‌ সাল্‌ফিউরিক্‌, নক্স, পল্‌-সেটিলা, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণ দর্শনে আর্সেনিকম্‌, একোনাইট্‌, আর্ণিকা, চায়না, সিনা, জেল্‌সিমিয়াম্‌, ফস্‌ফরাস্‌ ইত্যাদি প্রযুজ্য।

পথ্য।—লঘু এবং সহজ পাচ্য দ্রব্য গলাধঃকরণের পূর্ব্বে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করা উচিত। আহারের নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যক, অধিক উষ্ণ বা শীতল দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ মাদক বা কোন প্রকার উত্তেজক দ্রব্য সেবন কোন মতেই

উচিত নহে। অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আহার করা এবং দিবা-নিদ্রা নিষিদ্ধ। রাত্রে ও আহারের অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল পরে নিদ্রা যাওয়া উচিত। নিদ্রিতাবস্থায় যেন ঠাণ্ডা অথবা উত্তাপ না লাগে। অতিরিক্ত রেতঃপাত বা মস্তিষ্ক উত্তেজক কোন প্রকার কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে।

---

## দন্তোদ্গম।

### ( ডেণ্টিসন্ )।

অনেক শিশুর দন্তোদ্গমের সময় জ্বর, পেটের পীড়া ইত্যাদি হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ সাধারণত দুইটী প্রথম, যে কোন কারণে হউক পাকস্থলী গরম হওয়া, দ্বিতীয়, দন্ত এত অধিক বাহির হয় যে চোয়ালে স্থান হয় না অথবা দন্ত সমূহ যথা স্থানে নির্গত হয় না। এতদ্ভিন্ন গণ্ডমালা রোগাক্রান্ত শিশুদিগের ও দন্তোদ্গমের সময় এইরূপ কষ্ট হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—দন্ত মূল ফোলা ও বেদনা, অধিক পরিমাণে লালা নিস্রব, রোগী খিট্ খিটে, উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর, নিদ্রিতাবস্থায় চমকাইয়া উঠা, বেদনা ধরা, মূর্চ্ছা ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—পেটের ভিতর হুড়্ হুড়্ করা, রোগী খিট্ খিটে, একটী গণ্ড লাল এবং অপর গণ্ড রক্ত শূন্য, অস্থিরতা, পিত্ত বা শ্লেষ্মাযুক্ত মলত্যাগ—ক্যামমিলা।

সবুজবর্ণ বা সরক্ত মলত্যাগ—মাকুরিয়স্।

কোষ্ঠবদ্ধ—নক্সভমিকা।

নিদ্রাশূন্যতা—জেল্সিমিয়াম্, বেলেডোনা।

দন্ত শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইতেছে অথবা অত্যন্ত ফাঁক ফাঁক হইয়া বাহির হইতেছে—ক্রিসোটাম্।

মূর্চ্ছা থাকিলে—বেলেডোনা।

গণ্ড মালা রোগগ্রস্থ শিশু—ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, সাল্ফার।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা—ফস্ফরস্ বা এসিড ফসফরিক।

অধিক বয়সে বা অল্প বয়সে দন্তোদ্গমে—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব।
মস্তকে ঘাম হইলে—সিলিসিয়া।
ক্রিমি থাকিলে ক্রিমি চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

পথ্য।—রোগী এবং প্রসূতি লঘু আহার করিবে। শিশুর যে কোন পীড়া হউক না কেন তাহার মাতাকে ও রোগীর ন্যায় পথ্যের নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। কোন প্রকারে "পেট গরম" না হয় এরূপ আহার করা কর্ত্তব্য। পরিষ্কার চুণের জল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান ভাল। এইরূপ চুণের জল শিশু একবারে যতটুকু দুগ্ধ পান করিবে তাহার সহিত এক ঝিনুক মাত্র মিশ্রিত করিলেই যথেষ্ট হইবে। যাহাতে রোগীর মস্তক শীতল এবং পা উষ্ণ থাকে এবং রোগীকে কোনপ্রকারে অধিক ঠাণ্ডা বা উত্তাপ না লাগে সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবে। জ্বর থাকিলে অর্থবা উদরাময় হইলে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে সাগু, বার্লি বা এরোরুট দেওয়া বিধেয়। কোনরূপ বিরেচক দ্রব্য সেবন কোন প্রকারেই উচিত নহে।

---

## দন্তমূল বেদনা।

### ( টুথ্ এক্ )।

কারণ—কোন কারণে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত, বার্দ্ধক্যহেতু দন্ত নষ্ট হইয়া যাইবার সময়, অসুস্থাবস্থায়, চর্ব্বিত দ্রব্যের অংশ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দন্ত মধ্যে থাকা, দন্ত মার্জ্জন না করা, অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদি।

চিকিৎসা—শীতল জল লাগিলে আরাম বোধ হয়, মুখের ভিতর দিয়া যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, শীত বোধ, খোঁচা বিদ্ধের ন্যায় অত্যন্ত বেদনা, নূতন রোগ একোনাইটাম্ মূল আরক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কার কাপড়ে বা লিণ্টে লাগাইয়া দন্তমূলে স্থাপন করিলে অনেক উপকার হয়।

মুখ ও গলা শুষ্ক, গাল ও দন্ত-মূল ফোলা, মস্তিষ্কে রক্তাশ্রয়, মন খারাপ, গোলমাল ভাল লাগে না, একেবারে এক পার্শ্বের অনেক গুলি দন্ত আক্রমণ

করিয়াছে, দন্তমূল দপ্ দপ্ করিতেছে বলিয়া বোধ হয়, মুখ রক্তবর্ণ, ছল ফোটানর ন্যায় যন্ত্রণা, শীতল বা উষ্ণ দ্রব্য লাগাইলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, আলোক সহ্য হয় না।—বেলেডোনা।

দন্তনড়া, দন্ত-মূল ও গাল ফোলা, জলবৎ সবুজাভ মলত্যাগ, পাকস্থলী পরিপূর্ণ থাকিলে কষ্টের লাঘব, উষ্ণ দ্রব্য লাগাইলে আরাম বোধ হয়, কর্ণ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে, গাত্রচর্ম্ম তত উষ্ণ নহে—ক্যামমিলা।

রাত্রে বেদনার লাঘব, দন্ত পড়িয়া যাইবার সময়ের পীড়া, মুখ দিয়া অত্যন্ত লালা নির্গমণ, চোয়াল, কর্ণ মূল বা মুখের এক পার্শ্ব সমস্ত আক্রমণ করা—মার্কুরিয়স্।

যন্ত্রণা অসহ্য, রাত্রে বৃদ্ধি হয়—আর্সেনিকম্। ইহা এরোগের প্রতিষেধক ঔষধ।

পারদ সেবন জন্য দন্তমূল শিথিল, মধ্যে মধ্যে রক্তপাত হয়, দন্ত পড়িয়া যাইবার সময়—হেপার সাল্‌ফার।

অন্তঃস্বত্বাবস্থায়—ক্রিসোটাম্ ৬x।

কোনরূপ আঘাত লাগিয়া দন্তমূল বেদনা হইলে—আর্ণিকা। মূল স্রাবক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখ ধৌত করিতে হইবে।

এরোগে যতক্ষণ না যন্ত্রণার লাঘব হয় ততক্ষণ ১৫। ২০ মিনিট অন্তর ঔষধ দেওয়া যায়। যন্ত্রণার লাঘব হইলে সাধারণ নিয়মানুসারে ঔষধ সেবন করা উচিত।

আমাদের দেশে একটী চলিত কথায় বলিয়া থাকে "দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানে না," বাস্তবিক দন্ত রক্ষা করা আমাদের একটী প্রধান কার্য্য। দন্ত-বিহীন হইলে ইচ্ছা থাকিলেও অনেক দ্রব্য খাইতে পারা যায় না আবার যাহাও আহার করা যায় নিয়ম মত চর্ব্বিত হয় না বলিয়া তাহারও পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। বাল্যকাল হইতেই দন্ত সংরক্ষণে যত্নবান হইলে বার্দ্ধক্যে আর বড় একটা কষ্ট পাইতে হয় না। দন্ত রক্ষা করিতে হইলে সহজপাচ্য দ্রব্য সেবন করিতে হয়, প্রাতঃকালে উঠিয়াই শীতল জলে মুখ ধুইয়া ফেলিবে পরে উত্তমরূপে দন্ত মার্জ্জন করা উচিত। আমাদের দেশের এরণ্ড (ভেরাণ্ডা) বৃক্ষের ডালে দাঁতন করা উত্তম বিধি।

রাত্রে শয়নের পূর্ব্বেও দন্ত পরিষ্কার করা উচিত। আহারের পরে দাঁত খোঁটা ( খড়্‌কে থাওয়া ) উত্তম নিয়ম। অনেকে বলেন যে দাঁত খোঁটা অনুচিত কারণ তাহাতে দন্ত ফাঁক হয়, তাঁহারা জানেন না যে দাঁত পরস্পর ঠেকাঠেকি না থাকিলে অধিক কাল স্থায়ী হয়।

পথ্য।—রোগী যাহা সহজে পরিপাক করিতে পারিবে এরূপ দ্রব্য সেবনীয়।

---

## দন্তশূল।

### ( গাম বয়েল )।

কারণ।—অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া দন্তমূল বেদনা হয় তৎপরে ঐ বেদনাযুক্ত স্থান হইতে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হইয়া এই পীড়া উৎপাদন করে। দন্ত পতনের সময়েও এই পীড়া হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ।—দন্ত মূলে স্ফোটক হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা, কখন সেই স্ফোটক বসিয়া গিয়া অল্পে অল্পে রোগ আরোগ্য হইয়া যায় কখন বা গলিয়া পূঁয, রক্ত নির্গত হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক হইয়া উঠে, গলা ও দন্তমূল ফুলিয়া উঠে, জ্বর হয়, চোয়াল পর্য্যন্ত বেদনা হয়, দপ্ দপ্ করে, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—দন্ত-মূলে যে স্ফোটক হইয়াছে তাহার ভিতর দপ্ দপ্ করে, চাপিলে নরম বোধ হয়, মনে হয় ইহার ভিতর পূঁয আছে বা শীঘ্রই হইবে—হেপার সাল্‌ফার।

এই স্ফোটক ফাটিয়া গেলে—সিলিসিয়া।

মুখ রক্তিমাভ, মাথা দপ্ দপ্ করিতেছে, আলোক বা গোলমাল সহ্য হয় না, মুখ ফুলিয়াছে, গলা শুষ্ক, উপরে কিছু ঠেকিলেও অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়—বেলেডোনা।

রোগের তরুণ অবস্থায়, জ্বর থাকিলে—মার্কুরিয়স্ ও একোনাইট্ পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার্য্য।

নিম্নের দন্ত পীটি পড়িয়া যাইবার সময় দন্তশূল হইলে—ফস্‌ফরস্‌।

সর্ব্বদা দন্ত-মূল বেদনা করা, মধ্যে মধ্যে দন্তমূল ফুলা, লালা নিস্রব হওয়া, দপ্‌ দপ্‌ করা—মার্কুরিয়স্‌।

এই সকল ঔষধে ক্ষণ স্থায়ী উপকার হয় মাত্র, রোগ ক্রমশ পুরাতন হইয়া যাইতেছে—সাল্‌ফার।

বাঁশ পাতা সিদ্ধ জলে বা তালের বাকড়ার রস গরম করিয়া কুলকুচা করা ভাল। স্ফোটক বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে, বোধ হয় পাকিবে এরূপ অবস্থায় মস্‌নের পুল্‌টিস্‌ দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ। তাল পাতা বা নিমকাষ্ঠের অগ্নির উত্তাপ লাগাইলে অনেক উপকার হয়।

পথ্য।—রোগীর পক্ষে সহজ পাচ্য দ্রব্য। ঘা হইলে মৎস, অধিক পরিমাণে দুগ্ধ, নারিকেল জল বা শাঁস অথবা মিষ্ট বা অম্লরস্‌ যুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। ফ্লানেল বা অন্য কোনরূপ গরম কাপড়ে গণ্ড দেশ ও দন্ত-মূল আচ্ছাদিত করিয়া রাখা ভাল। কোন মতে পাকস্থলী উত্তেজিত না হয়।

---

## কণ্ঠক্ষত।

### ( সোর থ্রোট )।

কারণ।—অনেক ক্ষণ ধরিয়া বিকৃত স্বরে চীৎকার করা প্রযুক্ত বাক্‌যন্ত্রের অতিরিক্ত পরিচালনা হইলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। দূষিত কাসরোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবার পূর্ব্বে বাক্‌যন্ত্রের অতিরিক্ত পরিচালনাও এ রোগের অপরতম কারণ। কফ হইলে অথবা 'পেট গরম' হইলে কণ্ঠ মধ্যে, মুখ মধ্যে অথবা জিহ্বাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্ডু বাহির হয়। এইরূপ কণ্ডু কিন্তু এত দোষণীয় নহে, তবে তাহার উপরে অত্যাচার করিলেই সাংঘাতিক হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা। বিলাতে পুরোহিতগণকে অনেক ক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা করিতে হয় বলিয়া তাঁহাদের এইরূপ সাংঘাতিক কণ্ঠক্ষত

হইয়া থাকে এই নিমিত্ত এই রোগকে ইংরাজিতে "ক্লার্জিম্যান্‌স্ সোর্ থ্রোট্"। অর্থাৎ "পুরোহিতের কণ্ঠক্ষত" বলে। সৈনিক কর্ম্মচারীদেরও এইকারণে এই-রূপ পীড়া হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—স্বরভঙ্গ, গলার ভিতর হরিদ্রাভ হওয়া, রোগী পীড়াক্রমণের প্রথমেই মনে করে গলার ভিতর যেন কি রহিয়াছে, 'ঢোক' গিলিলেই সেটী নামিয়া যাইবে এই মনে করিয়া অনবরত মুখস্থিত লালা উদরসাৎ করিতে থাকে, ক্রমশ গলা বেদনা, ঘায়ের বৃদ্ধি, জ্বর, স্বরলোপ ইত্যাদি হইয়া রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করে।

চিকিৎসা।—কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, কণ্ঠ মধ্যে ঘোর লালবর্ণের ঘা, তৃষ্ণাধিক্য, মাথাধরা—বেলেডোনা।

পুরাতন রোগে বেদনা অপেক্ষাকৃত কম—মার্কুরিয়স্ আইওড।

কণ্ঠ প্রদাহ ও বেদনা, অনবরত নিষ্ঠিবণ পরিত্যাগ, শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম, ক্ষত তত গভীর নহে—ল্যাকেসিস্।

পারদ সেবনের পর রোগ, রোগী গণ্ডমালা রোগগ্রস্থ বা যখন তখন স্ফোটকাদি হইয়া থাকে—এসিড নাইট্রিক বা হেপার সাল্‌ফার।

দুর্গন্ধময় শ্লেষ্মা নিষ্ঠিবণ, শ্বাস প্রশ্বাস দুর্গন্ধ ময়, ক্ষতাধিক্য—আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকম্।

অনেক ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছে ঘা কিন্তু একই ভাব আছে, বাড়ে-ওনা বা কমেওনা—ক্যাল্‌কেরিয়া ফসফোরেটা।

পুরাতন রোগ, গলায় শ্লেষ্মা জমে এবং সেই শ্লেষ্মা উত্তোলনে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়—ক্যালি বাইক্রোমিকাম্।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকামের লক্ষণ স্বরভঙ্গ থাকিলে—কার্ব্বোভেজি-টেবিলস্।

আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের মৃদু কবল (লোশন) দিয়া মুখ ধৌত করিলে অনেক উপকার হয়।

টন্‌সিল প্রদাহ—অরম্।

ক্ষয় কাশের উপক্রমে—ফসফরস।

বাক্ যন্ত্রের অধিক পরিচালনার পরে অত্যন্ত রোগের বা কষ্টের বৃদ্ধি হইলে—আর্ণিকা।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণ দর্শনে, ফস্‌ফরস্, একোনাইট্ (জরাধিক্যে), মার্কুরিয়স্, ফাইটোলক্কা ইত্যাদি প্রযুজ্য।

পথ্য।— রোগীর অবস্থানুসারে সহজ পাচ্য অথচ পুষ্টিকারক দ্রব্য সেবনীয়। পীড়িতাবস্থায় রোগী একেবারে শ্রমত্যাগ করিবে, বিশেষতঃ বাক্য-স্ফূরণাদি যে সকল কার্য্যে ক্ষত স্থানের পরিচালনা হইবে এরূপ কার্য্য করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কফ্ অথবা "পেট গরম" হইয়া যে মুখে ঘা হয় তাহা-তত কঠিন পীড়া নহে, কিন্তু অবহেলা করিলে তাহাই সাংঘাতিক আকার ধারণ করিতে পারে; সুতরাং তাহার চিকিৎসা সংক্ষেপে লেখা হইল।

শীতল বায়ু লাগিয়া, বা জলে ভিজিয়া অথবা ভিজা স্থানে বাস করিবার জন্য, কিম্বা অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হইলে—ডাল্‌কামারা।

জরাধিক্য, স্বরভঙ্গ, কণ্ঠ রস্-শূন্য হইতেছে, শ্বাস প্রশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়, কণ্ঠদেশে উত্তাপ—একোনাইটাম্।

কণ্ঠ মধ্যে যেন কি আটকাইয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, শ্লেষ্মা নিষ্ঠিবণ, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি—মার্কুরিয়স্।

মাথা ধরা, কণ্ঠদেশ ফোলা এবং মধ্যে যেন চিরিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুভব, কণ্ঠ লালবর্ণ হওয়া—বেলেডোনা।

ডাক্তার রডাক্ বলেন যে বেলেডোনা বা মার্কুরিয়াসে বিশেষ উপকার হইল না, টন্‌সিল ফুলিয়াছে এরূপ অবস্থায় ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা।

# তালু-প্রদাহ।

## ( কুইন্সি )।

কারণ।— অকস্মাৎ বায়ুর পরিবর্ত্তন, পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত রক্ত-দুষ্ট ব্যক্তি, পারদ সেবন ইত্যাদি।

লক্ষণ।—জ্বর, পৃষ্ঠদেশে বেদনা, একটী, কখন কখন দুইটী টন্‌সিল্ ফুলিয়া উঠা, ভিতর দপ্ দপ্ করা, কখন কখন একটী টন্‌সিলে স্ফোটক হইয়া সেই স্ফোটক ফাটিয়া যাইবার পরে অপর টন্‌সিলে স্ফোটক হওয়া, মাথা ধরা, টন্‌সিলে শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকা এবং সেই শ্লেষ্মা উত্তোলনে অত্যন্ত কষ্ট-বোধ, মুখ বিস্বাদ, নিশ্বাস, প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, রোগ উত্তমরূপে আরোগ্য না হইলে টন্‌সিল বর্দ্ধিতাবস্থায় থাকিয়া যায় এবং মধ্যে মধ্যে পীড়ার পুনরাক্রমণ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—অধরোষ্ঠের সঙ্গম স্থলে ক্ষত, মুখ বিস্বাদ, কণ্ঠ, জিহ্বা-মূল বা জিহ্বা, দন্তমূল অথবা অধরোষ্ঠ ফুলা এবং তন্মধ্যে খোঁচা বিদ্ধের ন্যায় বেদনা, সেই বেদনা কণ্ঠ হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া, ঘর্ম্মাধিক্য, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ—মার্কুরিয়স্ বিন্।

পারদ সেবন জন্য রক্ত দোষিত রোগী, মধ্যে মধ্যে পীড়ার পুনরাক্রমণ হইয়া থাকে, টন্‌সিলে স্ফোটক হইয়া ভিতরে পুঁয রক্ত সঞ্চিত হইয়াছে—হেপার সাল্‌ফার্।

সর্ব্বশরীর ভারি, কণ্ঠশুষ্ক, মাথা ধরা, জ্বর, শরীর টল টল করে, পীড়িত স্থানের ভিতর যেন হুল ফোটাইতেছে, অস্থিরতা—একোনাইটাম্।

তীব্র দৃষ্টি, মুখ এবং পীড়িত স্থান ঘোর লালবর্ণ, গলাধঃকরণে কষ্টবোধ, মাথাধরা, নানাপ্রকার মস্তিষ্ক লক্ষণযুক্ত জ্বর—বেলেডোনা।

টন্‌সিলে ঘা হইয়াছে, পীড়া অনেক দিন স্থায়ী হইয়াছে এবং রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে—আর্সেনিকাম্।

এতদ্ভিন্ন, লক্ষণ দর্শনে ল্যাকেসিস্, পলসেটিলা, নক্স্ ভমিকা, ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌ফরেটা ইত্যাদি প্রযুজ্য।

আকর্ণ কণ্ঠ দেশ ঢাকিয়া পুল্‌টিস্ দেওয়া, উষ্ণ জল বা দুগ্ধ হইতে উত্থিত উত্তাপ গ্রহণ করা, রোগের প্রথমাবস্থায় মুখে বরফ রাখিয়া অল্পে অল্পে গলাধঃকরণ করা ইত্যাদিতে অনেক উপকার হয়।

পথ্য।—লঘু, সহজ পাচ্য অথচ পুষ্টিকর পদার্থ। যাহাতে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে এরূপ কোন দ্রব্য সেবন করা, অতিরিক্ত মিষ্ট বা অম্লরসযুক্ত দ্রব্য সেবন করা, মৎস্য, মাংস ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

---

## অন্ত্র প্রদাহ।

### ( এণ্টিরাইটিস্ )।

কারণ।—কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি, মাদক দ্রব্য সেবন, আহারের অত্যাচার, জ্বর ইত্যাদি।

লক্ষণ।—নাভিমূলে এবং তলপেটে বেদনা, নাড়ী দুর্ব্বল, বিবমিষা বা বমন, গাত্র উষ্ণ, পিপাসাধিক্য, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, হস্ত পদের অগ্রভাগ শীতল, পিপাসাধিক্য, বিবমিষা বা বমন,—ভেরাট্রাম্ এল্‌বাস।

অনবরত মলত্যাগের ইচ্ছা, বেগ দেওয়া, দুর্গন্ধময় জলবৎ তরল মলত্যাগ, তলপেট চাপিলে কঠিন বলিয়া বোধ হয়, রক্ত বা শ্বেতস্রাবযুক্ত মলত্যাগ—মার্কুরিয়স্ করোসাইভস্।

নাভিমূলে বেদনাধিক্য, বমন, রোগীর জীবনী শক্তি দিন দিন হ্রাস হইতেছে—আর্সেনিকাম্।

পেটখোঁচা বা কামড়ান, ভিতরে হুড়্ হুড়্ শব্দ হওয়া, পিত্ত বমন, পেটের ভিতর সমস্ত নাড়ীতে বেদনা হওয়া—কলোসিন্থ।

জ্বর এবং তৎসহ বেদনাধিক্য থাকিলে—একোনাইটাম্।

কৃমি থাকিলে—কৃমি চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

পথ্য।—অত্যন্ত লঘু এবং সহজপাচ্য পদার্থ সেবনীয়। রোগী

যথেচ্ছা শীতল জল বা বরফ জল পান করিতে পারে। তলপেটে ভুষি বা ফ্লানেলের ফোমেণ্ট করা যুক্তিসিদ্ধ।

---

## রক্তবমন।

### ( হিমাটেমেসিস্ )।

কারণ।—পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি হেতু পাকাশয় উত্তেজিত হইয়া এই পীড়ার উৎপত্তি হয়। পাকস্থলী দূষিত হইয়া যে রক্তবমন হয় আমরা এস্থলে তদ্বিষয়েরই চিকিৎসা সম্বন্ধে বর্ণনা করিব। ফুস্‌ফুস্ বিকৃত হইয়া রক্তবমন হইলে রক্ত সফেন হইবে এবং মলের সহিত কখন রক্ত থাকেনা।

লক্ষণ।—পরিপাক ক্রিয়ায় বিকৃতি, বিবমিষা, বমন, পাকাশয়ে বেদনা, ঘন শ্বাস, নাড়ী ক্ষীণ, অনবরত বমন বা অধিক পরিমাণে রক্ত বমন হেতু দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত মূর্চ্ছা ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—কোনপ্রকার আঘাত লাগিয়া বা অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু রক্তবমনে—আর্ণিকা।

নাড়ী সূক্ষ্ম এবং দ্রুত, কষ্ট-শ্বাস, হৃৎকম্প, পিপাসাধিক্য, আক্ষেপ, গাত্র প্রদাহ—আর্সেনিকাম্।

কখন কখন স্ত্রীলোকদিগের ঋতুরক্ত মুখ দিয়া নির্গত হয় এরূপ অবস্থায় —পল্‌সেটিলা।

হস্ত পদের অগ্রভাগ শীতল, মূর্চ্ছা, নাড়ী ক্ষীণ, অনবরত রক্ত বমনে দৌর্ব্বল্য—চায়না।

জ্বর বা তল্লক্ষণ, কম্প, মুখ লাল, নাড়ী দ্রুত, আক্ষেপ, হৃৎকম্প, পিপাসাধিক্য—একোনাইটাম্।

হৃৎকম্প, মূর্চ্ছা, দৌর্ব্বল্য, সরক্ত শ্লেষ্মা উঠা বা রক্ত নিঃসরণ— ফেরাম্।

আস্বাদ মিষ্ট বা লোনা, পরিত্যক্ত শ্লেষ্মায় রক্তের ছিট, মরা মানুষের

ন্যায় মুখ মণ্ডল রক্তশূন্য, বিবমিষা, ঘোর লালবর্ণের রক্তবমন—ইপিকাক্ ও একোনাইট্ পর্য্যায় ক্রমে।

রক্ত বমন হইবামাত্র রোগী তৎক্ষণাৎ স্কন্ধদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত উন্নত করিয়া শয়ন করিবে। গাত্রে অঙ্গরাখা বা অন্য কোন গাত্রাবরণী থাকিলে খুলিবে এবং কোমরের কাপড়ও খুলিয়া দিয়া রোগীকে বাতাস করিতে হইবে। রোগীর গৃহ কোন মতে বিশুদ্ধ বায়ুশূন্য বা গরম না হয়। রক্ত বমনের পরে রোগী, রোগীর আত্মীয় স্বজন বা রোগীর সন্নিকটস্থ কোন লোক কোন মতে ব্যগ্রতা বা ভয়ের কারণ প্রকাশ করা উচিত নহে; কারণ রোগী অত্যন্ত ভীত হইলে অনেক সময়ে জীবনের আশা অল্প হয়; সুতরাং রোগীর মন যাহাতে অন্য কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হয় এরূপ চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। উদ্গীরিত রক্ত শীঘ্রই স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিবে, এবং উক্ত রক্ত রোগী যাহাতে দেখিতে না পায় এমন কোন পাত্রে ধরিতে পারিলে ভাল হয়।

পথ্য।—অনুত্তেজক, লঘু এবং সহজ পাচ্য দ্রব্য সেবনীয়। রক্ত বমনের অব্যবহিত পরেই কিন্তু কোন দ্রব্য সেবন করা কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ নহে। বমনের পরেই পূর্ব্বোক্ত রূপে শয়ন করিয়া টুকরা বরফ বা বরফ জল ঢোকে ঢোকে মুহুর্মুহু পান করিলে অনেক উপকার হয়। বমনের পূর্ব্বে রোগীর পাকস্থলী খালি ছিল সুতরাং বমনের পরে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এরূপ অবস্থায় অনেক সময়ে পিচকারী সহকারে গুহ্যদ্বার দিয়া উল্লিখিতরূপ খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

---

## শোণিত-স্রাব।

### (হিমারেজ)।

কারণ।—স্থান বিশেষে রক্তাধিক্য, অকস্মাৎ আঘাত লাগা, রাগ বা ভয়াধিক্য, ফুস্‌ফুসের কোন প্রকার রোগ, জ্বরাধিক্য, বসন্তাদি রোগ বিশেষ, যৌবন জন্য শরীরের আত্যন্তিক বৃদ্ধি অথবা বার্দ্ধক্য হেতু রক্তশূন্যতা, রক্ত বহা নাড়ীর কোনরূপ পীড়া ইত্যাদি।

লক্ষণ।—মুস্তক ভিন্ন প্রায় সমস্ত অঙ্গই শীতল হওয়া, গা জ্বালা করা, অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়া বা মুর্চ্ছা, নাড়ী মোটা এবং দ্রুত বা ক্ষীণ, বিবিমিষা বা বমন, চারিদিক অন্ধকার দেখা, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া বিন্দু বিন্দু ঘাম হওয়া, মরা মানুষের মুখের মত মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, অস্থিরতা, মাথা ধরা বা ঘোরা ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—ঘোর লালবর্ণ যুক্ত উষ্ণ রক্তস্রাব, পিপাসাধিক্য, গা শীত শীত করা, নানাবিধ মস্তিষ্ক লক্ষণ—বেলেডোনা।

ভয়ানক জ্বরের পরে রক্তস্রাব, ঋতুবন্ধ জন্য রক্তপাত, দন্তমূল বা নাসিকা হইতে রক্তপাত, তৃষ্ণাধিক্য—মার্কুরিয়স্।

রোগী অত্যন্ত ভীত, তৃষ্ণাশূন্যতা, প্রস্রাবের অল্পতা, ডেলা ডেলা রক্তস্রাব —পল্‌সেটিলা।

অনবরত লালবর্ণের রক্তস্রাব, শরীরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা মাথা অধিক গরম, আঘাত বা শ্রমাধিক্য বশতঃ শোণিত-পাত, মাথাধরা—আর্ণিকা ১।

জ্বর, তৃষ্ণাধিক্য, অনবরত রক্তস্রাব হয়, এবং কিয়ৎক্ষণ বায়ু লাগিলেই সেই রক্ত জমিয়া যায়, ক্রোধ বা ভয় জন্য পীড়া, লোমশ অথবা স্থূলকায় ব্যক্তি, মানসিক অশান্তি, মৃত্যু ভয়, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি—একোনাইটাম্।

ক্ষতস্থান হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাবে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, ক্ষীণ দেহ এবং অপেক্ষাকৃত লম্বা লোকদিগের পীড়ায়—ফস্‌ফরস্।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব—প্লাটিনা।

অনবরত ঘোর লালবর্ণের শোণিতস্রাব হয়, বমন বা বিবমিষা, কষ্টশ্বাস, নাভিমূলে ও তলপেটে বেদনা, গাত্র শীতল, ঘাম হয়—ইপিকাক্।

হেমামিলস্ সাধারণত শোণিত-স্রাবের একটী অতি উত্তম ঔষধ।

রক্ত ভেদ বা বমন, কটিদেশে বেদনা, নাসিকা বা জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব—এসিড্ নাইট্রিক।

বৃথা মলবেগোদ্রেক, রাত্রি জাগরণ বা মদ্য পান জন্য পীড়া—নক্স-ভমিকা।

শোণিত স্রাবে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা, জরায়ু হইতে রক্ত পড়ে—স্যাবাইনা।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শ্রবণ শক্তির হ্রাস, নাড়ীর লোপ হওয়া, মূর্চ্ছা বা আচ্ছন্ন ভাব—চায়না।

খালি পেটে পীড়ার বৃদ্ধি এবং পেটে চাপ পড়িলেই হ্রাস, গর্ভাবস্থায় পীড়া, কিঞ্চিৎক্ষণ বায়ু লাগিলেই রক্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং সুতার ন্যায় হইয়া যায় —ক্রোকস্।

খালি পেটে পীড়ার হ্রাস, রোগীর বহির্বায়ু সেবনের ইচ্ছা, খিট্ খিটে, রোগী রাগিলে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, পিপাসা—ক্যামমিলা।

পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিতেছে, শ্বাস প্রশ্বাস এবং গাত্র-চর্ম্ম শীতল, হৃদ্‌কম্পন, নাড়ী দুর্ব্বল, বিন্দু বিন্দু ঘাম হইয়া শরীর শীতল হইল, নাড়ীর অবস্থা ভাল নহে অথবা একেবারে পাওয়া যায় না, রক্তের বর্ণ গাঢ় লাল, দেখিলে দূষিত রক্ত বলিয়া বোধ হয় না—কার্ব্বভেজিটেবিল্স্।

কাল রঙ্গের চাপ চাপ রক্ত তৎসঙ্গে রক্তধোয়া জলের ন্যায় পদার্থ, নাড়ী মোটা, রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার বিকৃতি, তলপেটে বেদনা অনুভব, মুখ চক্ষু লাল—ফেরম্।

রোগী গায়ে কাপড় রাখিতে চাহেনা, আলোক সহ্য হয় না—ক্যাল-কেরিয়া কার্ব্ব।

রক্তস্রাবের পরে রোগীর হৃদ্‌কম্পন উপস্থিত হয়, পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত ভারি হয় এবং কিছু উদরস্থ করিলেই সেই ভাবের বৃদ্ধি, ভয়ানক পেট কন্ কন্ করে, টানিয়া ধরে, পার্শ্বদেশে ভর দিয়া শয়ন করিতে অক্ষম, পেটের ভিতরে যেন বায়ু বা মলের আধিক্য হেতু হুড় হুড় করে, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট—লাইকোপোডিয়ম।

হস্ত পদের শিথিলতা, দৌর্ব্বল্যাধিক্য, গাত্রাবরণে অনিচ্ছা, শিরা হইতে কালবর্ণের রক্তস্রাব হয়—সিকেলি কর্ণিউটম।

পাকস্থলী, গর্ভাশয় বা ফুসফুস বিকৃত হইয়া রক্তস্রাব হয়, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অন্তস্থলীর বিকৃতি জন্য রক্তস্রাব, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, ঋতুকৃচ্ছ্রজনিত রক্তস্রাব, কালবর্ণের ডেলা ডেলা রক্ত—ল্যাকেসিস।

আঘাতাদির জন্য বহিরঙ্গ হইতে রক্তস্রাব হইলে সেই স্থান তৎক্ষণাৎ চাপিয়া ধরিলে, বরফ, বরফজল বা অভাবে শীতল জল প্রয়োগে বা কঠিন রূপে বাঁধিয়া দিলে অথবা হেমামিলিস মূল আরক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইলে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। আর্ণিকা মূল জল মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ঔষধের ষষ্ঠ ক্রম সেবন করিলে বেদনা নষ্ট হয়। আভ্যন্তরীন কোন যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইলে প্রথমে লক্ষণ দর্শনে পীড়া নির্ণয় করিয়া তবে চিকিৎসা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত। যে স্থান হইতে রক্তস্রাব হয় সে স্থানের কিঞ্চিন্মাত্র পরিচালনা না করিয়া সম্পূর্ণ স্থির ভাবে রাখা কর্ত্তব্য।

**পথ্য**।—পূর্ব্ব প্রস্তাবেই বলা হইয়াছে যে আভ্যন্তরীন যন্ত্র হইতে রক্তশ্রাব হইলে, চা, মদ্য, কাফি ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য কোন মতেই সেবন করা উচিত নহে এবং অল্প পরিমাণে বরফ বা বরফ জল বারবার পান করিলে পীড়ার অনেক উপশম হইবার সম্ভাবনা। দুষ্পাচ্য, গুরুপাক বা অত্যন্ত তেজস্কর দ্রব্য সেবন করা অবিধেয়। অধিক পরিমাণে মিষ্ট, মৎস্য মাংস ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

---

# রক্তাধিক্য।

## ( হাইপারিমিয়া )।

**কারণ**।—যে কোন কারণে হউক স্থান বিশেষে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিলে সেই স্থানে রক্তাধিক্য হইয়া থাকে,এই সকল কারণের মধ্যে, আঘাত লাগা, কোন কারণে শিরাবদ্ধ রাখা, অর্ব্বুদের চাপ পড়া জন্য শিরা বদ্ধ থাকা, হস্ত, পদ বা অন্য কোন অঙ্গ অনেকক্ষণ ধরিয়া একভাবে রাখা, চাপিয়া রাখা বা ঝুলাইয়া রাখা ইত্যাদিই প্রধান। বার্দ্ধক্য বা দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বিকৃতি হইলে, ধমণী সমূহের স্থিতি স্থাপকতা শক্তির হ্রাস হওয়া প্রযুক্ত শিরা মধ্যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার হ্রাস হইলে, শরীরস্থ কোন অঙ্গের অতিরিক্ত সঞ্চালন বা একেবারে বিশ্রাম, কোন

কারণে হৃৎপিণ্ডের রক্ত পরিস্কারক শক্তির হ্রাস, মলত্যাগের নিমিত্ত অনবরত বেগ দেওয়ার জন্য অর্শাদি পীড়া ইত্যাদি এই রোগ উৎপত্তি করে। এক স্থানে জুতা ইত্যাদির ঘর্ষণ লাগিলেও রক্তাধিক্য হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—আঘাতাদি লাগিয়া বা অন্য কোন কারণে বাহ্যিক অঙ্গের রক্তাধিক্য হইলে প্রথমে সেই স্থান লালবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই লালবর্ণ কালবর্ণে পরিণত হয়, শিরা, ঝিল্লি এবং কৈশিকনাড়ী সকল ফুলিয়া উঠে, চাপ দিলে সেই ফুলা কমিয়া যাইতে পারে, কিন্তু আবার ছাড়িয়া দিলেই পূর্ব্ববৎ হয়; ক্রমশঃ ঐ ফুলার ভিতরে বিকৃত রক্তের শ্বেত বা ঈষৎ রক্তবর্ণের জলীয় অংশ বাহির হইতে থাকে। যকৃতশিরায় রক্ত বৃদ্ধি হইলে পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি বশত পাকস্থলী বা অন্ত্রমধ্য হইতে শোণিতস্রাব হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে রক্তাধিক্য হইলে জলবৎ পদার্থ নির্গত হয়। কোন স্থানে রক্তাধিক্য হইয়া অধিকক্ষণ সেই বিকৃত রক্ত সেই স্থানে থাকিলে উপর ক্ষত হইয়া রক্ত নিস্থত হইয়া থাকে অথবা আরও অধিকক্ষণ থাকিলে সেই বা তৎপার্শ্বস্থ স্থানকে পচাইয়া দেয়। মূত্রস্থলীর শিরাতে রক্তাধিক্য হইলে প্রস্রাব পরীক্ষায় এল্বুমেন্ নামক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—কোনরূপ আঘাত লাগিয়া রক্তাধিক্য প্রযুক্ত সর্ব্বশরীরে বেদনা, রোগী অত্যন্ত অস্থির, অত্যন্ত মাথার যন্ত্রণা, কিয়ৎক্ষণ রোগী এক ভাবে থাকিতে পারেনা—আর্ণিকা। এই ঔষধের মূল আরক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কাপড়ে করিয়া ঐ মিশ্রণ আঘাত প্রাপ্ত স্থানে দিবে এবং অন্তত ২৪ ঘণ্টাকাল সেই স্থানকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে দিবে।

রোগীর অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে, গা জ্বালা করিতেছে, কোন মতেই স্থির থাকিতে পারেনা, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক, রোগী নিজ জীবনে হতাশ হয়, নাড়ী মোটা এবং দ্রুত, সর্ব্বপ্রকার সামান্য প্রদাহে—একোনাইটাম্।

রোগীর অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছে, জ্বর হইয়াছে এবং সেই জ্বরের উপরেই অল্প অল্প ঘাম হইতেছে, চক্ষু, জিহ্বা, অণ্ডকোষ বা অন্য কোন অস্থিশূন্য অঙ্গে রক্তাধিক্য হইলে, মুখ ও চক্ষু লোহিত বর্ণ হইয়াছে, যে সকল লোকের প্রায়ই এই রোগ হইয়া থাকে তাহাদের পীড়াতে, শরীরে নানা স্থানে বেদনা থাকিলে—বেলেডোনা।

রোগীর কোন কার্য্য ভাল লাগেনা, সর্ব্বদাই আলস্য ভাব, মাথা ধরিয়াছে, কেবল তন্দ্রা আসে, চর্ম্ম উষ্ণ, স্নায়ু বিকৃতির লক্ষণ, সর্ব্বশরীরে বেদনা, দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা, লক্ষণ সমূহ দর্শনে ঠিক একোনাইটাম্ ও দেওয়া যায় না বেলেডোনা ও দিতে পারা যায় না এরূপ অবস্থায়—জেল্‌সিমিয়াম্।

মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইয়া জ্বরাধিক্য, অত্যন্ত মাথা ধরা এবং বেদনা—ভেরেট্রম্ ভিরিডি।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণ দর্শনে রস্‌টক্স, আর্সেনিকাম, ওপিয়াম, ল্যাকেসিস, মার্কুরিয়স ইত্যাদি প্রযুজ্য।

পথ্য।—লঘু দ্রব্য সেবনীয়। রক্তাধিক্য বশত শোথ রোগ জন্মিবার আশঙ্কা থাকিলে, ভাত, কোন প্রকার সরস ফল, মূল ইত্যাদি জলীয় দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ। সুজির রুটী ইত্যাদি শুষ্ক অথচ লঘু দ্রব্য, দুগ্ধ ইত্যাদি সেবনীয়।

---

## মস্তিষ্কে শোণিত সঞ্চয়।

## ( সেরিব্র্যাল হাইপারিমিয়া )।

কারণ।—অত্যন্ত রাগ, অকস্মাৎ কোনরূপ দুশ্চিন্তা জন্য বা অন্য কোন কারণে মস্তিষ্কে রক্ত উঠিয়া সেই রক্ত সম্পূর্ণ ভাবে সঞ্চালিত না হইলে, মদ, গাঁজা, অহিফেন ইত্যাদি মাদক দ্রব্য সেবন, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে, অতিভোজন করিলে, অর্শরোগ জন্য, বা ঋতুকৃচ্ছ্র জন্য অতিরিক্ত রক্ত নিঃসরণ, অথবা অকস্মাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া, মানসিক উত্তেজনা ইত্যাদি।

লক্ষণ।—কোন কার্য্যেই মন লাগেনা, মাথা ঘোরা, মুখলাল, রোগী অত্যন্ত অস্থির, নিদ্রালুতা, না ডাকিলে রোগী সর্ব্বদাই গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন থাকে, মাথা ধরা, কখন কখন মূর্চ্ছা, বর্দ্ধিতাবস্থায় রোগী উন্মত্তের ন্যায় হয়, মূর্চ্ছার পরে রোগীকে চীৎকার করিয়া ডাকিলে অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দেয়

মাত্র, কর্ণ সন্নিকটস্থ রক্তবহা নাড়ী সকল দপ্ দপ্ করে, আলোক অসহ্য, চক্ষুর কোন বসিয়া যাওয়া এবং কাল কাল দাগ পড়া, কান ভোঁ ভোঁ করা, চক্ষু লোহিতবর্ণ এবং দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, মাথা গরম, জ্বর, শ্রুতি শক্তির প্রাখর্য্য ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—সবিরাম বা স্বল্প-বিরাম জ্বর হইয়াছে চক্ষে ধোঁয়া দেখে সর্ব্বদাই নিদ্রা যায়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল শিথিল বলিয়া বোধ হয়, চক্ষুর পাতা উঠিয়া যাইতেছে, দুর্ব্বলতা, যে সকল রোগে শিরা হইতে রক্ত নির্গত না হইয়া মস্তিষ্ক মধ্যেই সঞ্চিত রহিয়াছে, পীড়া শীঘ্র ভাল হইতে চাহে না, সাংঘাতিক আকার ধারণ করিবার আশঙ্কা আছে এরূপ অবস্থায় জেল্-সিমিয়ম্। ডাক্তার বেয়ারের মতে শিশুদিগের দন্তোদ্গমের সময়ের পীড়াতে এই ঔষধে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ইনি এবং অন্যান্য কয়েকজন চিকিৎসক নিম্নক্রমের ঔষধ অল্প সময় অন্তরালে ব্যবহার করিতে বলেন কিন্তু ডাক্তার মজুমদারের মতে উচ্চক্রমেও সুফল পাওয়া যায়, বিশেষত তিনি বেলেডোনা ৩০ ক্রম ব্যবহারেরই ব্যবস্থা দিয়াছেন।

চক্ষু লালবর্ণ হইয়া রোগী ভয়ানক প্রলাপ বকিতেছে, সম্মুখে নানাবিধ দেব, দেবী, ভূত প্রেতাদির আকার দর্শন করিতেছে, নিদ্রা শূন্যতা অথচ নানারূপ স্বপ্ন দেখিতেছে, তরুণ পীড়ায় স্নায়ু সমূহ উত্তেজিত হইয়া রোগী একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছে, রোগী সর্ব্বদাই যেন আচ্ছন্ন ভাবে থাকে, স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার ইত্যাদি কামরিপু প্রাবল্যের লক্ষণ প্রকাশ করে—হাইওসায়েমস্।

মস্তকের অত্যন্ত যন্ত্রণা, রোগী বৃদ্ধ বা রক্তহীন অথবা দুর্ব্বল নহে, মুখ ও চক্ষু রক্তিমাকার, গাঢ় নিদ্রা হয় না, সামান্য আচ্ছন্নভাবের মত তন্দ্রা হয়, তাহাতেই রোগী থাকিয়া থাকিয়া চম্‌কাইয়া উঠে, ঋতু বন্ধ হইবার পরে পীড়ারম্ভ হইয়াছে, রোগের তরুণ অবস্থায় রোগী উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে—বেলেডোনা।

ঠিক বেলেডোনার লক্ষণ সমূহ বর্ত্তমান থাকিয়া রোগী মাথা তুলিলেই যেন মাথা ঘুরিয়া পড়ে, ভয়ানক প্রলাপ বকিতেছে, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিও সম্মুখে চাইলে অপরিচিত বা অপর ব্যক্তি বলিয়া

ভ্রম হয়, কখন কখন হয়ত সম্মুখে নানাপ্রকার ভীষণ আকৃতি বিশিষ্ট পদার্থ সমূহ দেখিতে পায়, স্নায়ু সকল অত্যন্ত উত্তেজিত—ষ্ট্রামোনিয়ম্ ।

রোগীর দর্শন, শ্রবণ এবং এমন কি অনুভব শক্তিরও লাঘব অথবা একেবারে নাই বলিলেও হয়, গলার ভিতর এত ঘড় ঘড় করিতেছে যে শ্বাস প্রশ্বাস যেন শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়, কিছুতেই পীড়া উপশম হইতেছেনা, রোগ একভাবে থাকিয়া ক্রমশঃ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিতেছে—ওপিয়ম্ ।

অকস্মাৎ কোন ভয় পাওয়া বা দুর্ব্বিসহ শোক জন্য পীড়ায় রোগীর অত্যন্ত পিপাসা, হৃদ্‌কম্প, রোগী অত্যন্ত অস্থির, ঘর্ম্ম শূন্যতা, অত্যন্ত মাথা ধরা, জ্বর, নাড়ী কঠিন এবং মোটা, তরুণ রোগে—একোনাইটাম্ ।

কখন কখন এই রোগে গ্লনয়েন ব্যবহার করা হইয়া থাকে ; অতিরিক্ত রৌদ্র লাগিয়া পীড়া হইলে, মূর্দ্ধাদেশ দপ্ দপ্ করিলে, মৃগী বা ধাতুকৃচ্ছ্র রোগ বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ উপকারী ।

মুহুর্মুহু মলত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু খোলসা হয় না, অধিক পরিমাণে মদ, গাঁজা, আফিং, তামাক বা অন্য কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন জন্য পীড়া, পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি, অর্শরোগগ্রস্থ রোগী, অসময়ে অধিক বা অল্প পরিমাণে আহার, মাথা ধরা, নিদ্রাশূন্যতা—নক্সভমিকা ।

এতদ্ভিন্ন এপিস্, কফিয়া, ভেরেট্রম্, ইগ্নেসিয়া, রষ্টক্স, টেবেকম্, ব্যারাইটা, ক্যাল্‌কেরিয়া, এগারিকস্ ইত্যাদি প্রযুজ্য ।

অত্যন্ত ক্লান্তি বা অকস্মাৎ আঘাত জন্য পীড়াতে—আর্ণিকা ।

রোগী সর্ব্বদাই পা গরম রাখিবে এবং মধ্যে মধ্যে উষ্ণজলে পা ডুবাইয়া উত্তমরূপে মুছিয়া শীঘ্র শীঘ্র গরম মোজা পায়ে দিবে । মস্তক ঠাণ্ডা রাখা একান্ত কর্ত্তব্য বটে কিন্তু তাই বলিয়া অনবরত বরফ বা শীতল জল প্রয়োগ করা কোন মতেই যুক্তি সিদ্ধ নহে । মস্তক যেন কোন মতে নিম্ন করিয়া রাখা না হয় । তাস বা পাশা খেলা, অতিরিক্ত পাঠ করা অথবা যাহাতে মস্তিষ্কের উত্তেজনা হয় এরূপ কার্য্য, দিবা নিদ্রা, শ্রমাধিক্য ইত্যাদি নিষিদ্ধ ।

জামার কলার ভাঙ্গিবার ভয়ে সর্ব্বদা গলা খাড়া করিলে বা টান করিয়া গলায় বোতাম দিলে শিরা মধ্যে রক্ত সঞ্চিত হইয়া এই পীড়া হইতে পারে। শীতাতপ না লাগাইয়া অধিক পরিমাণে বহির্ভ্রমণ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

**পথ্য**।—পরিপাক শক্তির ন্যূনতা থাকিলে লঘু আহারই বিধেয়। চা, কাফি ইত্যাদি উত্তেজক পদার্থ অথবা কোনপ্রকার মাদকদ্রব্য সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

---

# শোথ।

## (ড্রপ্সি)।

**কারণ**।—রক্ত বহা নাড়ীর ক্রিয়ার বিকৃতি জন্য কোন স্থানে রক্তবদ্ধ হইয়া থাকা, রক্ত কোন কারণে দূষিত হওয়া, কোন কারণে জলীয়াংশ শোষণের অক্ষমতা, রক্ত হইতে জলীয় পদার্থ নির্গমন ইত্যাদি।

**লক্ষণ**।—চর্ম্মনিম্নস্থ কোষ বা টিশুতে উক্ত কারণে জলীয় পদার্থ বা দূষিত রক্ত সঞ্চিত হইবার নামই শোথ। এই রোগের ফুলার বিশেষ লক্ষণ এই যে ঐ ফুলা কোমল অথচ স্থিতিস্থাপক নহে; কোন স্থানে চাপ দিলে উক্ত স্থান নীচু হইয়া যায় এবং অনেক পরে আবার ক্রমশঃ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়; রোগগ্রস্থ স্থান ঈষৎ লালাভ এবং অত্যন্ত চক্‌চক্কে ও মসৃণ হয়, হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন ঘৃত বা তৈল লাগান রহিয়াছে। মুখ, হস্ত, পদ ইত্যাদি শরীরের যে সকল অংশ সর্ব্বদা বস্ত্রাচ্ছাদিত না থাকে সেই সকল স্থানেই অগ্রে শোথ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এই পীড়া অতি অল্পে অল্পে উৎপাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্থান বিশেষে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পীড়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পীড়াগ্রস্থ স্থান প্রায় বেদনা শূন্য হয় এবং ক্রমশঃ ফোলা বৃদ্ধি হইয়া ঐ স্থান হইতে জলবৎ পদার্থ নিসৃত হইতে থাকে, আবার কখন কখন বা ঐ স্থান ফাটিয়া গিয়া ঘা হইয়া পড়ে। স্থান বিশেষে এই রোগের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, যথা :—উদরে হইলে উদরী, বক্ষে হইলে বক্ষ-শোথ ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—প্লীহা বা যকৃত বিকৃতি জন্য হস্ত, পদ, মুখ বা উদর শোথ, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, হয়ত সামান্য কারণেই মূর্চ্ছা যায়, শ্বাসকৃচ্ছ্র, বিশেষতঃ শয়ন করিবার সময়ে যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়, চর্ম্ম শুষ্ক, কুস্‌কুড়ি হয় এবং পরে শুষ্ক ছাল উঠিয়া যায়, মুখ মণ্ডল রক্ত-শূন্য, জিহ্বা লালবর্ণ এবং শুষ্ক, গায়ের ভিতর জ্বালা করা কিন্তু গাত্র চর্ম্ম স্পর্শ করিলে শীতল বোধ হয়, মানসিক উদ্বেগ, হৃদ্‌রোগ জন্য পীড়া, পিপাসাধিক্য—আর্সেনিকম্।

প্রস্রাবের বর্ণ ঘোলা, পরিমাণ অল্প, নানাপ্রকার ঔষধ সেবনেও মূত্র-কৃচ্ছ্র দোষ নষ্ট হইতেছেনা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে শোথ বৃদ্ধি হয় এবং একটু ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলেই আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, শয়নাবস্থায় মুখ চক্ষু ফুলিয়া উঠে আবার কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিলেই পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, উদরী, অণ্ডকোষ বা বক্ষশোথ, খুস্-খুসে কাশি থাকে, গলার ভিতরে সোঁ সোঁ করে, শয়নে কষ্ট বোধ হয়, পিপাসাধিক্য, চিন্তাধিক্য—এপোসাইনাম্ ক্যানাবিনাম্।

রোগী চিৎ হইয়া শয়ন করিতে পারেনা, পীড়ায় হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হই-য়াছে, মুখ মণ্ডল রক্ত-শূন্য, নাড়ী ক্ষুদ্র, ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল, মধ্যে মধ্যে নাড়ীর গতি, হয় বারে অধিক হয় না হয় বন্ধ থাকে—ডিজিটেলিস্।

পূর্ণ গর্ভাবস্থায় পীড়া, মূর্চ্ছারোগ আক্রমণের আশঙ্কা আছে, গর্ভাশয়ে অর্ব্বুদ হওয়া, বক্ষ বা উদর মধ্যে খোঁচা বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা, অন্ত্র-প্রদাহ, শ্বাসকৃচ্ছ্র, আরক্ত জ্বরাক্রমণের পরে পীড়া, প্রস্রাব বন্ধ বা প্রস্রাবের অল্পতা—এপিস্।

পরিপাক যন্ত্রাদির ক্রিয়া-বিকৃতি-জন্য পীড়ায়—অরম্।

পুরাতন কফ্ ও মূত্রকৃচ্ছ্র—ক্যান্থারিস।

বৃদ্ধাবস্থায় সবিরাম জ্বরের পরে প্লীহা বা যকৃত বিকৃতি জন্য পীড়ায়—চায়না।

যকৃত বিকৃতি, কফ, উদরী, শ্বাসকৃচ্ছ্র, পদশোথ, অঙ্গগ্রন্থি সকল ফোলা, মাথা ব্যথা করা, দিবসে রোগের বৃদ্ধি হয় এবং রাত্রে রোগের উপশম হয়,

চোখের কোল ফোলা, কোষ্ঠবদ্ধ, প্রস্রাব পরিমাণে অল্প অথচ বারে অধিক হয়, বিবমিষা বা বমন, বক্ষঃস্থল ভারি বলিয়া বোধ হয়, কাশি, পার্শ্বদেশে বেদনানুভব—ব্রাইওনিয়া।

প্রস্রাব লালবর্ণ এবং পরিমাণে অল্প, উদরাময়, শয়নে শ্বাসকৃচ্ছ্রের হ্রাস, নানাবিধ মস্তিষ্ক লক্ষণ, চট্‌চটে মলত্যাগ, পেটে বেদনা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা—হেলেফেরাস।

ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ নামক মূত্ররোগগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়ায়—ইউপেটোরিয়ম পার্পিউরিয়ম।

উদরাময়ে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় মলত্যাগ, প্রস্রাব কৃষ্ণবর্ণ, প্লীহা বা যকৃত বিকৃতি জন্য পীড়া—ল্যাকেসিস্।

তরুণ রোগে হৃৎকম্পন শ্বাসকৃচ্ছ্র—একোনাইটাম।

অতিরিক্ত মদ্যপান জন্য যকৃতের বিকৃতি, হৃৎপিণ্ডের বর্দ্ধন, শরীরের উচ্চ অপেক্ষা নিম্নাংশে রোগের বৃদ্ধি, কোষ্ঠ বদ্ধ, শয়নে শ্বাসকৃচ্ছ্র—লাইকোপোডিয়ম্।

এতদ্ভিন্ন চিমাফিলা, কেলিকার্ব, পল্‌সেটিলা, আইওডিয়ম, ফেরাম, ফস্ফরস, কার্ব্বভেজিটেবিলস ইত্যাদি প্রযুজ্য।

পথ্য।—লঘু এবং শুষ্ক দ্রব্য সেবনীয়। অম্ল, সরস ফল, মূল, জল ও লবণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

শুষ্ক স্থানে, বিশেষত পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস যুক্তিসিদ্ধ।

---

## বিসর্পরোগ।

## ( এরিসিপিলাস্ )।

ডাক্তার মজুমদার এই রোগকে নারাঙ্গা নাম দিয়াছেন, কেহ কেহ এই রোগকে "ধসা পশ্চিমা" কহে, অল্পদিন জাত শিশুর এই পীড়া হইলে

অনেকে বলে "পেঁচোয় পাইয়াছে" ইংরাজিতে ইহাকে এরিসিপি-লাস্ বা সেণ্ট্ এণ্টনিস্ ফায়ার বলে, ওষ্ঠদেশে এই পীড়া হইলে অনেকে ইহাকে ওষ্ঠব্রণ বলিয়া থাকে।

কারণ।—দূষিত বায়ু বা অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগা, পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি, অতিরিক্ত মদ্যপান, অল্প স্থানের মধ্যে অধিক লোকের বাস, দূষিত অস্ত্রাদির আঘাত, কুলক্রমাগত পীড়া, প্লীহা বা যকৃত-বিকৃতি বা অন্য কোন পীড়া বশত রক্তের নিস্তেজতা, পূর্ণগর্ভাবস্থায় প্রসূতির জ্বর, বা পতন জন্য আঘাত লাগিয়া সদ্যপ্রসূত শিশুর এই পীড়া জন্মিয়া থাকে, রোগীর পরিধেয় বস্ত্রাদি ব্যবহার বা অন্য কোন প্রকারে সংক্রমণ আকর্ষণ, আহারের অত্যাচার, শোক, দুঃখ, চিন্তা ইত্যাদি। ডাক্তার বডক্ বলেন আর্ণিকার কুব্যবহারেও এই পীড়া হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—পীড়া প্রকাশ পাইবার স্থান জ্বালা করে, হুলবিদ্ধ মত বেদনা হয়, ক্রমশঃ শক্ত এবং ঈষৎ লালবর্ণ হইয়া পরে ঘোর লালবর্ণ হইয়া উঠে। চাপ দিলে ভিতরস্থ রক্ত অপসৃত হইয়া শ্বেতবর্ণ ধারণ করে আবার ক্রমশ পূর্ব্ববৎ হয়। বিবমিষা, পিত্তযুক্ত বমন, জ্বর, গলায় ঘা, কম্প, স্নায়ুর উত্তেজনা, মাথাধরা, পীড়াযুক্ত স্থানে কখন কখন পুঁয জন্মাইয়া স্ফোটকাদি হইয়া সামান্য চিকিৎসাতেই আরোগ্য হইয়া যায় এবং ঐ স্থানের ছাল উঠিয়া যায়, এরূপ পীড়াকে অপেক্ষাকৃত সামান্য রোগ (সিম্প্‌ল্ এরিসিপিলাস্) কহে। ১০২।৩ হইতে ১১৫।২০ বার পর্য্যন্ত নাড়ীর আঘাত হয়, উত্তাপ ১০৫।৬ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে, অস্থিরতা ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—কোষ্ঠবদ্ধ, রোগীর যেমন কষ্টকরী তৃষ্ণা তেমনি ভয়ানকরূপ মাথাধরা, প্রস্রাব ঘোলা, মস্তিষ্ক লক্ষণ, জিহ্বা শুষ্ক, জবাধিক্য, প্রলাপ, পীড়াক্রান্ত স্থান ঘোর লালবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠা—বেলেডোনা।

রোগীর কিছু খাইতে বা পান করিতে ইচ্ছা হয় না, পীড়াক্রান্ত স্থানের বার বার পরিবর্ত্তন, পরিপাকের বিকৃতি, উদরাময়, আমাশয়, মাথার যন্ত্রণা—পল্‌সেটিলা।

অনেক দিন পর্য্যন্ত রোগ ভোগ করিতেছে কোন ঔষধেই বিশেষ উপকার হয় না—সাল্‌ফার।

পীড়াক্রান্ত স্থানে সামান্য কিছু ঠেকিলেই রোগী চমকাইয়া উঠে এবং ঐ স্থান চুলকায় আবার চুল্‌কাইলে জ্বালা করে, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, অপরাহ্ণে রোগের বৃদ্ধি হয়, উদরাময়—নক্সভমিকা।

রোগী সর্ব্বদাই আচ্ছন্নভাবে থাকে, বোধ হয় যেন শীঘ্রই মূর্চ্ছা হইবে, বামাঙ্গ পীড়াক্রান্ত, এবং উক্ত স্থানে হাত দিলে অত্যন্ত উষ্ণ বোধ হয়, অপরাহ্ণ হইতে পূর্ব্বরাত্রি পর্য্যন্ত পীড়ার বৃদ্ধি, হস্ত পদাগ্রভাগ শীতল, প্রলাপ, মাথা ধরা ( বেলেডোনায় উপকার না হইলে )—ল্যাকেঁসিস্।

আর্নিকার কুব্যবহারে পীড়ায়, মূত্রস্থলী আক্রান্ত, পীড়াক্রান্ত স্থান জ্বালা করা এবং ভিতরে খোঁচা ফোটানর মত যন্ত্রণা, দক্ষিণাঙ্গে পীড়াধিক্য, সিরসপেশী সমূহ আক্রান্ত, জল ভাল লাগেনা অথচ পিপাসাধিক্য--ক্যান্থারিস্।

ভয়ানক প্রদাহ এবং অস্থিরতা, জীবনীশক্তির হ্রাস, পীড়া হ্রাস বা বৃদ্ধির কোন নিয়ম নাই—আর্সেনিকম্।

স্থানে স্থানে চুলকাইয়া জ্বালা করে এবং ফুলিয়া উঠে, মুখ চোখ ফুলিয়া উঠিয়া জ্বালা, অপরাহ্ণে পীড়ার বৃদ্ধি—কমক্লডিয়া।

রোগী আচ্ছন্নাবস্থায় থাকিয়া অত্যন্ত প্রলাপ বকিতেছে এবং ঘাম হইতেছে, বিকারলক্ষণাক্রান্ত মস্তিষ্ক লক্ষণ, মূর্চ্ছা, জীবণী শক্তির হ্রাস, নিদ্রাশূন্যতা—এন্থ্রাসিন।

রোগী অত্যন্ত অস্থির, পীড়াক্রান্ত স্থান স্ফীত, মসৃণ এবং ঘোর লালবর্ণ, মুখচক্ষু স্ফীত এবং লালবর্ণ, বাতরোগাক্রান্ত ব্যক্তির পীড়া, পীড়িত স্থান চুলকায় এবং চুলকাইলে জ্বালা করে—রস্‌টক্স্।

পীড়িত স্থানে ছোট ছোট কণ্ডু বাহির হইয়া ঐ কণ্ডু হইতে হরিদ্রাভ তরল পুঁয নির্গত হয়, মুখ হইতে সমস্ত মাথা পর্য্যন্ত অত্যন্ত বেদনা করে—ইউফরবিয়ম্।

জ্বরাধিক্য, পীড়া প্রকাশের পূর্ব্বে—একোনাইটম্।

পীড়া দক্ষিণাঙ্গ হইতে বামাঙ্গে স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে, সামান্য কফ্

আছে, প্রথমে পীড়া আরোগ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইয়াছিল আবার পীড়া পুনরাক্রমণ করিল—গ্রাফাইটিস্।

চক্ষুলাল, রোগী অত্যন্ত প্রলাপ বকে, অন্যান্য নানারূপ মস্তিষ্ক লক্ষণও আছে, সামান্য জ্বর আছে, পীড়াক্রান্ত স্থানের স্ফীতি অকস্মাৎ বসিয়া গিয়া বর্ণ কাল হইয়া যায়—কিউপ্রম্।

কোনরূপ আঘাত লাগিয়া পীড়া হইলে, পীড়াক্রান্ত স্থান কঠিন, উষ্ণ, সামান্য কিছু লাগিলে অত্যন্ত বেদনানুভব হয়, মসৃণ, ফোস্কা হওয়া বা হইবার উপক্রম—আর্ণিকা।

পীড়ারম্ভের পূর্ব্বে বা সঙ্গে সঙ্গে সামান্য জ্বর হইয়াছে, পদমূল হইতে পীড়ারম্ভ হয়—রস্ত্র্যাডিক্যাল্স্।

পীড়াক্রান্ত স্থানে ঈষৎ লালবর্ণ কণ্ডু বাহির হয়, মুখ চক্ষু স্ফীত, এবং মস্তকে বা মুখে পীড়ার প্রকাশ, পীড়িত স্থান অত্যন্ত জ্বালা করে, মধ্যে মধ্যে পীড়ার পুনরাক্রমণ হইতেছে, পিপাসা নাই, বিকার লক্ষণ, সামান্য কিছু ঠেকিলেই পীড়াক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত যন্ত্রাণানুভব হয়—এপিস্।

পীড়াক্রান্ত স্থান অত্যন্ত জ্বালা করিলে শীতল জল ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে জ্বালা নিবারণত হয়ই না এতদ্ভিন্ন পীড়া বৃদ্ধি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কিন্তু তাই বলিয়া নানাপ্রকার গরম কাপড় দিয়া উক্ত স্থান ঢাকিয়া রাখা ও কোন মতে যুক্তি সিদ্ধ নহে। এক সময় একটী সদ্য প্রসূত শিশু এইরোগে আক্রান্ত হইয়া আমাদের চিকিৎসাধীনে থাকে; দিবসত্রয় আমাদের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করিলেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় অনেক উপকার হইয়াছিল। চতুর্থ দিবসপ্রাতে রোগীর পিতা আমার নিকট ঔষধ লইতে আসিয়া দেখিলেন ৮ দাগ জলে ২ ফোঁটা মাত্র জলবৎ ঔষধ দেওয়া হইল; ইহাতেই তাঁহার আমাদের উপর অবিশ্বাস জন্মিল এবং পথে আমাদের প্রদত্ত ঔষধ ভূমে নিক্ষেপ করিয়া একজন "হাতুড়ে" এলোপ্যাথিক চিকিৎসককে আনয়ন করেন। বলা বাহুল্য যে তিনি আসিয়াই আমাদের চিকিৎসার নানারূপ দোষারোপ করিলেন এবং শিশুটিকে তুলায় আবৃত করিয়া তাহার রোগ ভোগের সময়ের লাঘব করিলেন। এইরূপে জ্বালা করিলে সূক্ষ্ম সফেদা বা ময়দার গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে অনেক উপকার হয়। কখন কখন

ফোমেণ্ট করিতে হয়, পীড়িত স্থান পাকিবার উপক্রম হইলে পুল্টিস্ ও প্রযোগ করিতে হয়।

বিসর্পরোগ স্পর্শসংক্রামক সুতরাং রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি কোন মতে অন্যলোককে ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত নহে। চিকিৎসকের ও এইরোগ পরীক্ষা করিবার পরে উত্তমরূপে হস্তপ্রক্ষালণ এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তণ না করিয়া কোন মতে অন্য রোগী দেখিতে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, বিশেষত আসন্নপ্রসবা বা সদ্যপ্রসূতা স্ত্রীলোক বা নবপ্রসূত শিশুকে চিকিৎসা করা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

এরোগে নিম্নক্রমের ঔষধই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কেহ কেহ আবার সময় ক্রমে ৩০ ক্রম ও ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুল্টিস্, ময়দার গুঁড়া ও ফোমেণ্ট করা ব্যতীত কার্ব্বলিকএসিডের মৃদু কবল (লোশন), সাল্‌ফেট অফ্ সোডা অধিক পরিমাণে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, এবং সময়ে সময়ে হেপার সাল্‌ফারের ২য় চূর্ণ বাহ্য প্রযোগের প্রয়োজন হয়।

পথ্য।—রোগের অবস্থা অনুসারে পথ্য নির্ণয় বিধেয়। রোগের প্রথমাবস্থায় সাগু, বার্লি বা এরোরুট ইত্যাদি লঘু দ্রব্য কেবল জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া পাতিলেবুর রস মিশ্রিত করিয়া সেবনীয়

---

## জলাতঙ্ক।

### (হাইড্রোফোবিয়া)।

কারণ।—পীড়িত কুকুর, শৃগাল, থ্যাকশিয়াল, বিড়াল, ব্যাঘ্র বা নেকড়ে ব্যাঘ্রে কামড়াইলে, ক্ষতস্থান লেহন করিলে বা অন্য কোন প্রকারে তাহাদের বিষ শরীরের মধ্যে শোষিত হইলে এই পীড়ায় উৎপত্তি হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে উক্ত জন্তু সমূহের মধ্যে কোন একটী জন্তু নিজে পীড়িত না হইলে ও অন্য কোন পীড়িত জন্তু কর্ত্তৃক দংষ্ট হইয়া

যাহাকে দংশন করিবে তাহারই এই পীড়া হইতে পারে। এরূপও শুনিতে পাওয়া যায় যে একজাতীয় বানরে দংশন করিলেও এই পীড়া হইয়া থাকে। আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস যে কুকুরাদিতে কামড়াইলেই এই পীড়া হইয়া থাকে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, পীড়িত জন্তু না কামড়াইলে এ পীড়া হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এতদ্ভিন্ন পীড়িত জন্তুতে কামড়াইলেই যে এই পীড়া হইবে তাহা নহে। কুক্কুরী দংশন করিলে এই পীড়া হইবার প্রায় কোন আশঙ্কা থাকে না।

লক্ষণ।—উক্ত প্রকার বিষ শরীরস্থ হইলে ঠিক কতদিন পরে যে পীড়া প্রকাশ পায় তাহার কোন স্থিরতা নাই, কেহ কেহ বলেন যে ১২ দিন, ১২ মাস বা ১২ বৎসর পরে পীড়া প্রকাশ পায়, আবার কেহ কেহ, ১৮ দিন, ১৮ মাস বা ১৮ বৎসর পরে পীড়া প্রকাশের সময় নির্দ্ধারণ করেন, অপরে ২১ দিন, ২১ মাস বা ২১ বৎসর পরেও রোগ আক্রমণ করিতে পারে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ফলে আমরা দুই বৎসর পরেও রোগপ্রকাশ হইতে দেখিয়াছি। যাহা হউক রোগ প্রকাশের সময়ে ঐ ক্ষত স্থান পূর্ব্বে শুকাইয়া যাইলেও আবার লালবর্ণ হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে, চুলকাইতে থাকে, হুলবিদ্ধবৎ বেদনা বোধ হয়, মাথা টল্‌টল্‌ করিতে থাকে, শরীর অসুস্থ বোধ হয়, নানাপ্রকার মানসিক চিন্তা উপস্থিত হয়, কখন অত্যন্ত শীতবোধ কখন বা অত্যন্ত গরম বোধ হয়, মুখের ভিতরের লালা শুষ্ক হইয়া মুখ চট্‌চট্‌ করিতে থাকে, একাকী থাকিতে রোগীর ভয় করে, চারিদিকে কেবল শৃগাল কুক্কুর রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়, লোককে কামড়াইতে ইচ্ছা করে, সম্মুখে যাহা দেখে তাহাই ছিন্ন করিতে ইচ্ছা হয়, লোকের গায়ে থুথু দেয়, প্রলাপ বকে, মাথা দপ্‌ দপ্‌ করে, হাত পায়ে খাল ধরে, মুখ চোখ রক্তিমাভ হইয়া উঠে, শ্বাসকৃচ্ছ্র হয়, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে থাকে, আলোক বা কোন রূপ শব্দ অসহ্য হয়, জল দেখিলে ভয় করে, ঘাম হয়, অত্যন্ত পিপাসা কিন্তু জল বা লালা গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট বোধ হয়, বিকট চীৎকার করিতে থাকে ইত্যাদি। ডাক্তার এরিক্সেন্‌ বিশেষ লক্ষণ গুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন :—১ম, কণ্ঠ এবং বক্ষস্থিত পেশী সমূহের বিকৃতি হয়, এবং এই জন্যই রোগীর মনে ভয়ের সঞ্চার, শ্বাস-

বোধ, জলাতঙ্ক ইত্যাদি হইয়া থাকে , ২য়, শরীরের স্পর্শানুভব শক্তির বৃদ্ধি হয় ; ৩য়, মানসিক উত্তেজনা এবং ভয়ের বৃদ্ধি হয়।

চিকিৎসা।—দংশনের অব্যবহিত পরেই ক্ষতস্থান পোড়াইয়া দিলে বা তপ্ত লৌহের ছেঁকা দিলে বিষ নষ্ট হইয়া যায়। ক্ষতস্থান প্রথমে গরম জলে উত্তম রূপে ধুইয়া পরে অমিশ্র কার্ব্বলিক্ এসিড লাগাইলেও ঐরূপ হইয়া থাকে, অথবা ক্ষতস্থান চুষিয়া ঐ স্থান হইতে বিষ বাহির করিয়া লইতে পারিলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না ; কিন্তু যিনি এইরূপে চুষিবেন তাঁহার দাঁত "পান্‌সে" না হয় অথবা মুখ মধ্যে ক্ষত না থাকে কারণ তাহা হইলে ঐ বিষ তাঁহার শরীরস্থ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। বিষ শোষণ করিয়া উত্তমরূপে খাঁটি সরিষার তৈলের কুলকুচা করিতে হইবে এবং পরে মুখ ধুইবে, ইহার পূর্ব্বে যেন কোন প্রকারে 'ঢোক্' গেলা না হয়।

হোমিওপ্যাথির সৃষ্টিকর্ত্তা মহাত্মা হানিমান বলিয়াছেন যে বেলে-ডোনা এ রোগের একটী অব্যর্থ ঔষধ, ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ :—পানীয় দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, হাতে পায়ে খাল্ ধরে, জল দেখিলে ভয় করে, চারিদিকে কুকুর ভ্রম হয়, কুকুরমত চীৎকার করে, লোককে কামড়াইতে যায়, গায়ে থুথু দেয়, রোগী নানাপ্রকার প্রলাপ বকিতে থাকে, মুখ চক্ষু লাল হইয়া উঠে, অত্যন্ত মাথা ধরে, অন্যান্য মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশ পায়, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ হয়, চিন্তা,মানসিক উত্তেজনা ইত্যাদি।

ডাক্তার হেল তাঁহার "নিউ রেমেডিস্" নামক পুস্তকে স্কুটেলেরিয়া নামক ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ভয়ানক পিপাসা, ঘর্ম্মাধিক্য, শুষ্ক কাশি, নানারূপ চিন্তা, কম্পন, অত্যন্ত ভয় হয়, গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ হয়, মনের অসুস্থতা, প্রলাপ—হাইও-সায়েমস্।

রক্তনিষ্ঠিবন হয়, শূন্য দৃষ্টি, পানীয় দ্রব্যে অনিচ্ছা, একাকী থাকিতে পারে না, অত্যন্ত ভয় হয়,হাত পা খেঁচা, মুখ চোখ লালবর্ণ হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে, থাকিয়া থাকিয়া রোগী রাগিয়া উঠে, আবার অব্যবহিত পরেই কাঁদিতে থাকে, কেবল থুথু ফেলিতে থাকে, সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া উঠে—ষ্ট্রামো-নিয়ম্।

কাম রিপুর উত্তেজনা, প্রস্রাবের বর্ণলাল এবং পরিমাণ অল্প, প্রস্রাবের দ্বার জ্বালা করে ও পিট্ পিট্ করে, অত্যন্ত দুঃখ বোধ হয়, গলা শুষ্ক—ক্যান্থা-রিস্।

শ্বাস প্রশ্বাসের অত্যন্ত কষ্ট এবং তজ্জন্য মুর্চ্ছা, বোধ হয় যেন গলা হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, মুখমণ্ডল রক্তিমাভ, মস্তিষ্ক যেন ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছে, কোন দ্রব্য গিলিতে কষ্ট বোধ হয়, নিদ্রালুতা, চীৎকার করা—ল্যাকেসিস্।

আমরা একবার একটী কুকুরে কামড়ান রোগীকে একজন ওঝার চিকিৎসা দেখিয়া ছিলাম। ওঝা প্রথমেই রোগীকে অধিক পরিমাণে গুড় ও দধি দিয়া বাসি ভিজা ভাত খাইতে দেয়, তাহাতে ও রোগীর জ্বর হইল না। দেখিয়া অপরাহ্ণেই তাহাকে উত্তমরূপে স্নান করিতে অনুমতি দিল। দুই দিন এই সুব্যবস্থাতেই রোগীর ভয়ানক সর্দ্দি ও জ্বর হইল, তখন ওঝা ও রোগীকে বলিলেন "জ্বর নিবারণের জন্য কোন ঔষধ খাইও না, তোমার আর বিষের ভয় নাই।" জানিনা কোন দ্রব্য-গুণে রোগী আরোগ্য হইয়া গেল।

---

# কর্কটরোগ।

## (ক্যান্সার)।

কারণ।—কর্কটরোগের কারণ সম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা আছে; কেহ কেহ বলেন যে ইহা দৈহিক পীড়া, দেহের রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়, আবার কেহ কেহ বলেন যে ইহা স্থানীয় (অঙ্গ বিশেষের) পীড়া; দেহ মধ্যে যে অঙ্গের অধিক পরিচালনা হয় সেই অঙ্গকে একেবারে বিশ্রাম দিলে এই পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ডাক্তার মজুমদারের মতে ইহা এক প্রকার কৌলিক পীড়া কিন্তু ডাক্তার রডাক্ বলেন যে পূর্ব্বে ইহাকে কৌলিক পীড়া বলিয়াই স্থির করা হইয়াছিল বটে কিন্তু এক্ষণে অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে ইহা কৌলিক পীড়া নহে।

কোন কোন চিকিৎসক ইহাকে স্কোটকাদির ন্যায় অস্ত্র চিকিৎসোপযোগী পীড়াব মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করিযাছেন। অনেক সময়ে অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হয় বটে এবং শস্ত্র চিকিৎসায় সাময়িক অনেক উপকারও হয় বটে কিন্তু তাই বলিয়া অস্ত্র চিকিৎসায় এরোগ একেবাবে আরোগ্য হইয়া যায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না; কারণ যে কোন কারণেই হউক রক্ত দূষিত হইয়াই এই পীড়ার উৎপত্তি হয় সুতরাং রক্তের দোষ নষ্ট না হইলে পীড়া আরোগ্য হইবার আশা কোথায়? অতিরিক্ত মদ্যপান, মানসিক চিন্তা, কোন প্রকার আঘাত লাগা, পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি ইত্যাদিতেও এই রোগ হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—পীড়াক্রান্ত স্থানে অর্ব্বুদ হইয়া সেই স্থান অত্যন্ত জ্বালা করে, টন্‌টন্ করে, মনে হয় যেন সেই অর্ব্বুদমধ্যে কাঁটা বা খোঁচা বিদ্ধ কবিতেছে, সেই স্থান অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়, ক্রমশ ঐ অর্ব্বুদ বর্দ্ধিত হওযা প্রযুক্ত তাহার চাপে ঐ স্থান সন্নিকটস্থ যন্ত্র সমূহের বিকৃতি জন্মাইয়া দেয়। কর্কট রোগ অবস্থাভেদে অনেক ভাগে বিভক্ত কিন্তু তাহাব মধ্যে চারি প্রকাবই প্রধান। সকল প্রকার বোগেই অর্ব্বুদ মধ্যে কোষ এবং সুতার মত ঝিল্লি হইয়া থাকে; ঐ সকল কোষ মধ্য হইতে দূষিত পদার্থ সকল সন্নিকটস্থ রক্ত বহা নাড়ীব ভিতর দিযা শবীরের স্থানে স্থানে পবিচালিত হইযা এ সকল স্থানে অর্ব্বুদ উৎপত্তি হইযা বোগ প্রকাশ পায়। বোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, শরীর রক্ত শূন্য হয় এবং রক্তশূন্যতা জন্য অন্যান্য পীড়া সমূহেব উৎপত্তি হইতে থাকে, বোগী অতি অল্প সময়েব মধ্যে অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়ে, মুখ দেখিলে বোধ হয রোগী যেন দুঃখ চিন্তায় একেবাবে জর্জ্জরিত হইযা পড়িয়াছে। এবোগের জব কখন সামান্য, কখন সবিরাম, কখন স্বল্প বিরাম ইত্যাদি আকার ধারণ করে, জ্বেরর এইরূপ অনিয়ম এবোগের একটী প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।—এবোগের চিকিৎসা বড়ই কঠিন ব্যাপাব, এক জনের যে ঔষধে উপকার হয় অন্যের সেই সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমানেও হযত সে ঔষধে কোন উপকারই হইল না; কিন্তু তাই বলিয়া যে রোগের চিকিৎসা নাই তাহা নহে তবে ইহা যে একটী দুশ্চিকিৎস্য রোগ তাহার আর সন্দেহ নাই।

এরোগে যে যে ঔষধ ব্যবহৃত হয় তাহার লক্ষণাদি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা গেল।

প্রধান প্রধান ঔষধ ঃ—আর্সেনিকম্, বেলেডোনা, হাইড্রাষ্টিস্, থুজা, সাল্‌ফার, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, হাইড্রোসোটাইল, সিকেলি, আইওডিডম্, কার্ব্বলিক এসিড্, সিপিয়া, ক্রিসোটাম্, কোনিয়াম্, একোনাইটাম্, অরম্, ল্যাকেসিস্, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, এসিটিক এসিড, ব্যারাইটা কার্ব্ব, কলোসিন্থ, গেলিয়ম, সিলিসিয়া ইত্যাদি।

ওপিয়াম্, মর্ফিয়া ইত্যাদি খাওয়াইয়াও রোগীর নিদ্রা হইতেছেনা, অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে—একোনাইটাম্।

বক্ষঃস্থলের পীড়াতে স্থানীয় অঙ্গক্ষয়ে—কোনিয়াম্।

বার্দ্ধক্যে পীড়ায় পূঁযের অল্পতায়—ব্যারাইটা কার্ব্ব।

অস্থি আক্রান্ত হইলে—অরম্।

জিহ্বা আক্রান্ত হইলে—গেলিয়ম্ (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন প্রয়োগ।)

সাধারণত কর্কট রোগে—আর্সেনিকম্ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ), ল্যাপিস্ এল্‌বম ও হাইড্রষ্টিস্।

শরীরের নানাস্থান কৃষ্ণবর্ণ হইয়া সেই কৃষ্ণবর্ণ স্থানের মধ্যভাগে অত্যন্ত জ্বালা এবং বেদনা যুক্ত অনেক ক্ষত হইয়াছে—ল্যাকেসিস্।

পেটে বেদনাধিক্যে—কলোসিন্থ।

পাকস্থলী পীড়াক্রান্ত হইলে—কার্ব্বো এনিমেলিস্।

সামান্য পীড়ায়—থুজা।

ঘায়ের চারিদিকে মৌচাকের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত ফোলা এবং ঘা অত্যন্ত গভীর ও শ্বেতবর্ণ ক্লেদাবৃত হয়, অত্যন্ত বেদনা এবং জ্বালা করে এবং মধ্যে মধ্যে চুলকায়, প্রাতে রোগের বৃদ্ধি, পানীয় দ্রব্যে অনিচ্ছা—এপিস্।

বালকের পীড়া হইয়া হাত পা শীতল হইয়াছে, কফ আছে, মাথা ও পা ঘামিতেছে, পূঁয হরিদ্রাভ এবং পচা গন্ধ বিশিষ্ট—কার্ব্বভেজিটেব্লিস্।

পারদ ব্যবহার জন্য বা উপদংশ রোগগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়ায়—এসিড নাইট্রিক্।

নানাপ্রকার ঔষধ সেবনেও কোন উপকার হয় নাই—সাইলিসিয়া ও মধ্যে মধ্যে সাল্‌ফার।

সামান্য কারণে রক্তস্রাব এবং তজ্জন্য অত্যন্ত দুর্ব্বলতা—ফস্‌ফরস্।

প্রৌঢ়াবস্থাই এই রোগাক্রমণের সময়; বাল্যে বা যৌবনাবস্থায় প্রায় এ পীড়া হইতে দেখা যায় না, বার্দ্ধক্যে এ পীড়া হইলে রোগী প্রায় বাঁচেনা। পুরুষের যকৃত, জিহ্বা, কণ্ঠনালী, ফুস্‌ফুস ইত্যাদি স্থান এবং স্ত্রীলোকের গর্ত্তাশয়, স্তন ইত্যাদি স্থানে এই পীড়া হইয়া থাকে।

---

# শীতাদরোগ।

## (স্কার্ভি)।

কারণ।—বহুদিবস ধরিয়া শুষ্ক শাকাদি উদ্ভিদ খাদ্য সেবনে এই পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাজা উদ্ভিদ খাদ্যে এসেটিক, টর্টারিক, সাইট্রিক ইত্যাদি এসিড থাকে, শুষ্ক উদ্ভিদ সেবনে এই সকল এসিড শরীরস্থ হয় না বলিয়া এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন লোনা বা পচা জল পান, অধিক পরিমাণে কষ্ট সহ্য করা, বার্দ্ধক্য, হতাশ হওয়া, ক্লান্তি, ভিজা স্থানে বা শীতপ্রধান দেশে বাস, লোনা বা পচা মাংস বা মৎস খাওয়া ইত্যাদি ও এই রোগোৎপত্তির কারণ।

নাবিকেরা অনেকদিন ধরিয়া জাহাজে থাকা প্রযুক্ত কাচা ফল মূল খাইতে পায় না সুতরাং তাহাদের এই পীড়াক্রান্ত হইতে হয়, সৈন্য মধ্যে ও এই পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে ইউরোপের নানাস্থানে এই পীড়া এত ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছিল যে ইহার প্রাদুর্ভাবে পল্লী, গ্রাম, নগর ইত্যাদি একেবারে জনশূন্য হইয়া ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

লক্ষণ।—দন্তমূল লোহিতবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, এবং মৌচাকের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র যুক্ত হয়, অস্থি গ্রন্থি সমূহ স্ফীত হইয়া উঠে, রোগী আপনাকে যেন কেমন অসুস্থ মনে করে, দৈহিক ও মানসিক নিস্তেজতা উপস্থিত হয়, দেহ ক্ষয় হয়, কোন কার্য্যে মন লাগে না, দুর্ব্বলতা, কখন কখন অকস্মাৎ মূর্চ্ছা, প্লীহাতে রক্ত জমিয়া তাহার বৃদ্ধি ও কোমলতা প্রাপ্তি, বিবমিষা বা বমন, দন্তমূলে বেদনা প্রযুক্ত চর্ব্বণে অক্ষমতা, দন্তমূল হইতে রক্তবৎ তরল পদার্থ স্রাব হয়, শ্বাসকৃচ্ছ্র, চর্ম্মের নিম্নে, বক্ষস্থলে ও পেটের ভিতরে রক্ত জমিয়া থাকে, প্রস্রাবের বর্ণ লাল, পরিমাণে অল্প হয়, কোষ্ঠবদ্ধ কখন কখন আমযুক্ত, উদরাময় হয়, মুখে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, মুখ ফেঁকাশে অথবা হরিদ্রাভ, পদতলে লাল লাল দাগ হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং সেই সমস্ত স্থান বেদনা যুক্ত হয়।

চিকিৎসা।—এরোগের চিকিৎসা করিতে হইলে কোনরূপ ঔষধ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় না, কারণ একমাত্র লেবুর রসই ইহার পক্ষে একটী অব্যর্থ ঔষধ। লেবুর রস সুস্থ ব্যক্তিকে খাওয়াইলে তাহার পীড়া হইবার আশঙ্কা থাকেনা আর পীড়িত ব্যক্তিকে খাওয়াইলে তাহার পীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন সুপক্ক সরস এবং তাজা ফল মূল, বিশেষত আলু খাইলেও অনেক উপকার হয়। দুগ্ধও উপকারী।

কোন কোন চিকিৎসক বলিয়া থাকেন যে, যে কোন পীড়া হউক না কেন সামান্য আক্রমণ হইতেই ঔষধ সেবন করান উচিত, আমরা কিন্তু তাহা তত যুক্তি সিদ্ধ বিবেচনা করিনা, কারণ চিকিৎসা করা কেবল স্বভাবকে সাহায্য করা ভিন্ন আর কিছুই নহে, স্বভাব যদি স্বয়ংই আত্মসমর্থনে স্বক্ষম হয় তবে আমাদের আর সাহায্য করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল পীড়া অকস্মাৎ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিতে পারে বা হঠাৎ অন্য কোন রোগ আনিতে পারে সে সকল পীড়ার প্রারম্ভ হইতেই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

এই রোগে পাতি লেবুর রসই প্রযুজ্য। সুবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা যে সকল ঔষধ ব্যবহার করিয়া উপকার পাইয়াছেন নিম্নে সংক্ষেপে তাহার লক্ষণাদি লিখিত হইল।

কোষ্ঠবদ্ধ, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, ঘা পচিয়া গিয়া তথা হইতে দুর্গন্ধময় পুঁয রক্ত নির্গত হইতেছে, হস্ত পদে অত্যন্ত বেদনা, দন্তমূল স্ফীত ও রক্তস্রাবী—নক্সভমিকা।

রোগীর একভাবে থাকিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, উদরাময় হইয়াছে, কিছুতেই পিপাসার শান্তি হয় না, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, মুখে দুর্গন্ধ, দন্তমূল হইতে শোনিত স্রাব হয়—আর্সেনিকম্।

দুষ্ট ব্রণের মত ঘা, রোগী পূর্ব্বে পারদ সেবন করিয়াছে, নাসিকা দিয়া কালবর্ণের জমাট বদ্ধ রক্ত পড়ে—নাইট্রিক এসিড।

দন্তমূল ও পদতলস্থ ক্ষত স্থান হইতে দুর্গন্ধ ময় পুঁয রক্ত নির্গত হয়—মার্কুরিয়স্ সলিউবিলিস।

হাত পা শীতল, দাঁত নড়িতেছে, কোনটা বা স্থান ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে দন্তমূল, প্লীহা বা অন্যকোন আভ্যন্তরীন যন্ত্র বিকৃত হইয়া তথা হইতে রক্তস্রাব হইতেছে, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—ফস্ফরস্।

ঠিক পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে যদি অকস্মাৎ গাত্র চর্ম্ম শীতল হইয়া রোগী একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—কার্ব্বভেজিটেবিলস্।

মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, ঘা পচিয়া গিয়া পুঁয, রক্ত পড়িতেছে, দন্তমূল স্ফীত হইয়াছে এবং অত্যন্ত ব্যথা করে—সাল্ফার।

এতদ্ভিন্ন ক্রিসোটাম্, নেট্রাম্, ক্যান্থারিস্, সিপিয়া, চায়না, হেমামিলিস্, এসিড্ ফস্ফরিক্, এমন্কার্ব্ব, কেলি ফস্ফরস্ ইত্যাদি প্রযুজ্য।

# মেহ।

## ( গনোরিয়া )।

কারণ।—রোগগ্রস্থা স্ত্রী গমনই এরোগের প্রধান কারণ। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীগমন বা অন্য কোন অসদুপায়ে অতিরিক্ত পরিমাণে রেতঃপাত করা, ঠিক রেতস্খলন সময়ে কোন কারণে মৈথুনক্রিয়া হইতে নিবৃত্তি হইবার জন্য রেতঃবেগ ধারণ করা, ঋতুবতী স্ত্রীগমন অথবা অল্প দিন মাত্র ঋতু হওয়া প্রযুক্ত ঋতুরক্তস্রাব-যুক্ত কিম্বা অপবিস্কৃত স্ত্রীজননেন্দ্রিয় যুক্ত স্ত্রীগমন করা,বার বার স্ত্রীগমনোদ্যোগ এবং কোন বাধা প্রযুক্ত রিপুপ্রাবল্যের অন্যায় দমন, পুংজননেন্দ্রিয়ে অত্যন্ত শীতল বায়ু লাগা, উপদংশ পীড়া হওয়া, অত্যন্ত পেট গরম হওয়া ইত্যাদিও এইরোগ উৎপাদন করে। পুরুষের যে যে কারণে এই পীড়া হইয়া থাকে স্ত্রীলোকেরও ঠিক সেই সেই কারণেই এই পীড়া হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—পীড়া আক্রমণের পরে অষ্টাহ কাল মধ্যেই রোগের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়। ক্ষুধামান্দ্য হয়, মাথা ধরে, কখন কখন জ্বরও হইয়া থাকে,প্রস্রাবের দ্বার অত্যন্ত জ্বালা করে,ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাব করিবার সময়ে প্রস্রাবদ্বার এত জ্বালা করে যে বোধ হয় যেন অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত প্রস্রাব নির্গত হইতেছে, প্রস্রাবদ্বার দিয়া পূঁযের ন্যায় শ্বেত বর্ণের তরল পদার্থ নিস্রব হয়। জননেন্দ্রিয়ে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং নিদ্রাবস্থায় অনিচ্ছায় লিঙ্গোদ্গম হইয়া অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। লিঙ্গ ফুলিয়া উঠে এবং টন্ টন্ করিতে থাকে। ইংরাজিতে এই পীড়াকে গনোরিয়া বলে। গনোরিয়া শব্দের প্রকৃত অর্থ রেতঃনিস্রবণ, বোধ হয় যাঁহারা এই নাম দিয়াছিলেন তাঁহারা ঐ পূঁযবৎ পদার্থকে রেত মনে করিতেন। আমাদের দেশেরও অনেক লোকের বিশ্বাস যে এই রোগে বাস্তবিক রেত নিস্রব হইয়া থাকে, কিন্তু সেটী ভ্রম মাত্র।

চিকিৎসা।—রোগ প্রকাশ পাইলেই বিশেষ যত্নের সহিত রোগের চিকিৎসা করান একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে চলিত ভাষায় বলিয়া থাকে যে "রোগের আর শত্রুর শেষ রাখিতে নাই," বাস্তবিকই রোগকে

সামান্য জ্ঞানে চিকিৎসা কার্য্যে অবহেলা করিলেই সেই সামান্য রোগও কঠিন আকার ধারণ করিয়া মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। আবার এমন অনেক পীড়াও আছে যাহা স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেও আরোগ্য হইয়া যায়। কিন্তু এরোগ অল্পে অল্পে আরোগ্য না করিলে ক্রমশ দুরারোগ্য হইয়া উঠে এবং এই রোগ হইতেই মধুমেহ, বহুমূত্র এবং এমন কি ক্ষয় কাস রোগেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। অনেকে রোগ প্রকাশ পাইলেই নানাবিধ উপায়ে শরীরের শৈত্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পান কিন্তু সেটী ঠিক নহে, কারণ এইরূপে ঠাণ্ডা করিলে বাতরোগ বা জ্বর হইতে পারে। কেহ কেহ আবার পিচ্‌কারী দ্বারা লিঙ্গচ্ছিদ্রে অনেক প্রকার সঙ্কোচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, ইহাতে অতি শীঘ্রই পুঁষ নির্গমন নিবারণ হয় বটে কিন্তু রোগ যে একেবারে আরোগ্য না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দুরারোগ্য হইয়া উঠে ইহা আমাদের এক প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি একটী লোককে এইরূপে পিচকারী ব্যবহার করিয়া যে কি ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিতে দেখিয়াছি তাহা এক প্রকার বর্ণনাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উক্ত ব্যক্তি দুই তিন দিবস একজন কবিরাজের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া বলিলেন "আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না, কবিরাজদের এরোগের কোন ঔষধ নাই," এই বলিয়া তিনি একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় আপনাদের এমন কোন ঔষধ আছে যে ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই আমার অন্তত জ্বালা ও বেদনার নিবৃত্তি হয়?" চিকিৎসক উত্তর করিলেন "সে বিষয়ে কোন স্থিরতা নাই"। তৎক্ষণাৎ তিনি এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের কাছে গিয়া ইঞ্জেক্‌শন আনিলেন এবং ২।৩ বার পিচকারী প্রয়োগেই তাঁহার জ্বালা যন্ত্রণা এবং পুঁষ পড়া বন্ধ হইয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে তিনিও জানিতে পারিলেন যে কবিরাজী জুয়াচুরী এবং হোমিওপ্যাথিক গাঁজাখোরী। দুই দিবস পরে কিন্তু আবার পুঁষ নির্গম আরম্ভ হইল আবার পিচকারী প্রয়োগ করা হইল বার বার এইরূপ করাতে তাঁহার এমন অভ্যাস হইল যে প্রতিদিন দুইবেলা পিচকারী প্রয়োগ না করিলে প্রস্রাবের দ্বার রুদ্ধ হইয়া সরুধারে প্রস্রাব পড়িতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা করে এবং অবশেষে

শলা ( কেথিটার ) চালাইয়া প্রস্রাব করাইতে হইতে লাগিল। এক্ষণে প্রায় দেড় বৎসর কাল কবিরাজী চিকিৎসাধীনে থাকিয়া কতক পরিমাণে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। হোমিওপ্যাথিমতে এরোগের চিকিৎসায় অতি উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে।

রোগের তরুণাবস্থায় প্রস্রাব করিতে অত্যন্ত জ্বালা করে—ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা।

তত জ্বালা নাই, অতিরিক্ত পরিমাণে পূঁয নির্গত হইতেছে—মার্কুরিয়স্।

মূত্রকৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রস্রাব সামান্য পরিমাণে, ফোঁটা ফোঁটা পড়ে হয়ত প্রস্রাবের সময়ে রক্তস্রাব হয়—ক্যান্থারিস্, কোপেবা, টেরিবিন্থ বা ষ্ট্রামোনিয়ম্।

জ্বরাধিক্যে—একোনাইটাম্।

রোগ পুরাতন হইতেছে, জ্বালা তত নাই কিন্তু অধিক পরিমাণে পূঁয নির্গম হইতেছে—হেপার সাল্‌ফার।

প্রস্রাবদ্বার বদ্ধ হইয়া সরু ধারে প্রস্রাব পড়ে—পল্‌সেটিলা, আইওডিডাম্।

লিঙ্গমুখে বিন্দু বিন্দু ফুস্কুড়ি বাহির হইলে—নাইট্রিক্ এসিড্, থুজা।

পুরাতন রোগে প্রস্রাব নির্গমনের পূর্ব্বে বা পরে সুতার মত শ্বেত বর্ণের এক প্রকার পদার্থ নির্গম হয়, রোগী দিন দিন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইতেছে—ফস্‌ফরস্।

বাতের ন্যায় বেদনা থাকিলে—রস্‌টক্স্, কলোসিন্থ, কলচিকম্।

এতদ্ভিন্ন জেল্‌সিমিয়াম্, আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্, বেলেডোনা, এট্রোপাইন্, ক্লিমেটিস্, মার্কুরিয়স আইওডিডম্ ইত্যাদি প্রযুজ্য।

**পথ্য**।—সহজপাচ্য অথচ পুষ্টিকারক দ্রব্য। উত্তেজক ও মাদক দ্রব্য সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ত্রী সহবাস বা অন্য কোন উপায়ে রেতঃপাত করা

কোন মতে যুক্তি সিদ্ধ নহে। শীতাতপ লাগান বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করাও নিষিদ্ধ।

---

## মধুমেহ, বহুমূত্র বা সশর্করমূত্র।

### ( ডায়াবিটিস্ )।

কারণ।—অতিরিক্ত রেতঃপাত, শারিরীক অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রমের আধিক্য অত্যন্ত শারিরীক ও মানসিক পরিশ্রম, অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগান, আঘাত লাগা বা অন্য কোন কারণে কোনরূপ স্নায়বিক পীড়া, যকৃতে আঘাত লাগা বা রক্তাধিক্য, মেরুদণ্ডে বা মস্তিষ্কে আঘাত লাগা, মদ্যপান, অত্যন্ত শারিরীক বা মানসিক কষ্ট ভোগ করা, ভয়ানক চিন্তা, দুর্ব্বিসহ শোক, উপদংশ রোগ বা গণ্ডমালা রোগ, পরিপাক ক্রিয়ায় কোনরূপ বিকৃতির জন্য, আমরা যে চিনি খাই অথবা আমাদের খাদ্যদ্রব্যস্থ চিনি পেশী সমূহের পরিপোষণ না করিয়া রক্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং কোনরূপে পরিবর্ত্তিত না হইয়া রক্ত হইতে বহির্গত হইয়া মূত্রের সহিত নির্গত হয়।

লক্ষণ—চর্ম্ম শুষ্ক, অত্যন্ত পিপাসা, কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া আকস্থলীতে বায়ুর সঞ্চয় হয় এবং ঘন ঘন উদ্গার উঠিতে থাকে, কোনরূপ কার্য্যে অনিচ্ছা শরীর সর্ব্বদাই অসুস্থ বোধ হয়, কখন গা জ্বালা করে, কখন বা শীতবোধ হয়, সর্ব্বদাই যেন মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া আছে, চর্ম্মে যেন কোনরূপ তৈলাক্ত পদার্থ নাই, চর্ম্ম খস্ খস্ করিতেছে, কণ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক, জিহ্বা লাল ও ফাটা, কোনরূপ ক্লেদাবৃত থাকেনা, স্ফূর্ত্তি হীনতা, মন ও শরীর নিস্তেজ, দন্তমূল শিথিল হয় এবং স্পঞ্জের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত হয়, মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এবং মূত্রের সহিত চিনি থাকে। মূত্রের সহিত চিনি থাকিলেই যে পীড়া হইয়াছে এমত নহে, কারণ সহজ অবস্থায় ও মূত্রের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে চিনি দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং এস্থলে প্রস্রাবের সহিত চিনি বলিলেই বুঝিতে হইবে যে সাধারণ অবস্থা অপেক্ষা চিনি অধিক হইয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া মূত্র বহির্গত হয়, মূত্র স্থলীতে বেদনা ও ভার বোধ হয়, কখন কখন

মুত্রত্যাগের সময় অত্যন্ত জ্বালা করে; কিডনীতে বেদনা, প্রস্রাবের বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ, আস্বাদ মিষ্ট এবং একপ্রকার গন্ধযুক্ত, মুত্রনলীতে ফুস্ফুড়ি হয়, মুত্রের স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি অর্থাৎ গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়, জ্বর হইলে মুত্রে চিনি থাকে না অথবা চিনির পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায়, কিন্তু তাই বলিয়া পীড়ার হ্রাস বা শান্তি হইয়াছে মনে করা উচিত নহে, কারণ জ্বর বন্ধ হইলেই আবার পূর্ব্বমত বা তদপেক্ষা অধিক চিনি দেখিতে পাওয়া যায়। মুত্রের সহিত এল-বুমেন নামক পদার্থ থাকে, পীড়া সংঘাতিক আকার ধারণ করিলে শরীরের নানাস্থানে দুষ্ট ব্রণ সমূহ ( কার্ব্বাঙ্কল ) হইতে থাকে, মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় সর্ব্ব-প্রকার লক্ষণ হ্রাস হইয়া যায় এবং উদরাময়,রক্তামাশয় বা রক্ত প্রস্রাব হয়।

চিকিৎসা—শরীরের সমস্ত গ্রন্থিতেই বেদনা, বিশেষত কটিদেশে বেদনা, নানাবিধ শোক, দুঃখ বা মানসিক উত্তেজনা অথবা কোনপ্রকার স্নায়বিক পীড়াই যদি এরোগের কারণ হয়, অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হওয়ায় শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়া, কেশ শূন্যতা, মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না, কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিয়া পাকস্থলীতে বায়ুর সঞ্চার হওয়া ও ভার বোধ, অত্যন্ত পিপাসা, দৃষ্টি শক্তির হ্রাস, ফোড়া হইতেছে, ক্ষুধামান্দ্য, অম্লবোধ, শ্বাসকৃচ্ছ্র—**এসিড্ ফস্ফরিক্।**

ডাক্তার রডাক্ বলেন যে এই ঔষধের ১x ক্রম দিবসে অনেকবার সেবন করাইয়া উত্তম ফল পাইয়াছেন। ডাক্তার হিউজ এই ঔষধে কোন ফল না পাইয়া সিনা ২য় ক্রম দিন তিনবার সেবন করাইয়া উত্তম ফল পাই-য়াছেন। ফলে ইহা যে এরোগের একটী প্রধান ঔষধ তাহার আর সন্দেহ নাই।

মুত্রের সহিত এলবুমেন্ নামক পদার্থ থাকিলে—**প্লাম্বাম্।**

এই ঔষধের ক্রিয়া কিড্নীতেই অধিক, কিডনী ক্লিষ্ট হইলে এই ঔষধে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

শীত বোধ হয়, কিছুক্ষণ রাখিলেই মুত্রস্থ চিনি চাপ বাঁধিয়া যায়, মুখ দিয়া থু থু উঠে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, নিদ্রালুতা, পিপাসাধিক্য অনেকবার প্রস্রাব হয়, কাশি থাকে—**ইউরেনিয়ম্ নাইট্রিকম্।**

যকৃত বিকৃত বা যকৃতে রক্তাধিক্য প্রযুক্ত পীড়া হইলে—বেলেডোনা, পডফাইলাম্ বা একোনাইটাম্।

পুরুষত্বহানী, দিবা অপেক্ষা রাত্রে প্রস্রাব বৃদ্ধি, মল অত্যন্ত কঠিন, গলা মিষ্ট হইয়া থাকে, অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হয় কিন্তু কোনরূপ খাদ্য দ্রব্যই ভাল লাগেনা, শরীরের ক্রমক্ষয়—কিউপ্রম্।

জলবৎ তরল মলত্যাগ, হাঁপানি, মরা মানুষের ন্যায় মুখমণ্ডল রক্ত শূন্য, রতি শক্তির হ্রাস, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, কোষ্ঠবদ্ধ, অত্যন্ত ক্ষুধা, পিপাসাধিক্য, মুখ, জিহ্বা ও কণ্ঠ শুষ্ক—আর্সেনিকম্।

কোনরূপ আঘাত লাগিবার জন্য পীড়া হওয়ায়—আর্ণিকা।

মূর্চ্ছাগত বায়ুরোগ গ্রস্থ রোগীর পক্ষে—কষ্টিকাম্।

কেহ কেহ এই রোগে সিকেলিকর্ণিউটম্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে রোগের অন্যান্য লক্ষণ সত্বেও মূত্র পরীক্ষায় চিনি পাওয়া যায় না।

এতদ্ভিন্ন, ডিজিটেলিস্, ইউপেটোরিয়ম্, সাল্ফার, ক্যান্থারিস্, টেরিবিন্থ, অরম্, চায়না, নক্সভমিকা, মার্কুরিয়স্, হেলনিন্, মিউরেট্ অফ্ কুইনাইন্, ক্রিসোটাম্, ল্যাকেসিস, ফেরাম্ ইত্যাদি ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পথ্য।—চিনি, সালগাম, আলু, বিটপালম্ ইত্যাদি যে সমস্ত দ্রব্যে চিনি আছে, মদ, কাফি, চা, সোডাওয়াটার বা লেমনেড্ওয়াটার ইত্যাদি দ্রব্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত পরিশ্রম, রিপুচরিতার্থ, মনের বিশৃঙ্খলতা, ইত্যাদিও নিষিদ্ধ। দুগ্ধ, মাংস, ডিম্ব, লুচি, কলা, ঘৃত ইত্যাদি উপকারী। পীড়া আক্রমণের সময় হইতে ভাত বন্ধ করিয়া কেবল দুগ্ধপানে জীবন ধারণ করাতে দুই তিন জনের পীড়া আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। সমস্ত দিবসে ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তির তারতম্যানুসারে ছয় হইতে আট পাঁইট পর্য্যন্ত দুগ্ধ খাইতে দেওয়া যায়। এই দুগ্ধের সর ফেলিয়া পান করা উচিত। এইরূপ চিকিৎসাকে ইংরাজিতে স্কিম্মিল্ক ট্রিট্মেণ্ট্ কহে। তাজা

শাক সবজি ও মৎস্য উপকারী। মাংসের মেটে কোন রূপেই খাইতে দেওয়া যায় না।

স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরই এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায়। যৌবন অথবা প্রৌঢ়াবস্থাতেই প্রায় এই রোগ হইয়া থাকে। রোগ তরুণ অবস্থাতেই প্রায় সাংঘাতিক হয় না, অধিকাংশ রোগীই প্রায় সাত বৎসরের মধ্যেই জীবনলীলা সংবরণ করে, কিন্তু তাই বলিয়াই যে এই রোগ একেবারে সাংঘাতিক তাহা নহে, কারণ পথ্যের সুবন্দবস্তে এবং নিয়মমত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অনেক সময়ে উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। এই রোগে স্নানের পূর্ব্বে অন্তত অর্দ্ধঘণ্টা কাল ধরিয়া খাঁটি সরিষার তৈল উত্তমরূপে সর্ব্বশরীরে মর্দ্দন করায় অনেক উপকার আছে। প্রাতস্নান করাই যুক্তিসিদ্ধ, সহ্য না হইলে গরম জল শীতল করিয়া স্নান করাও মন্দ নহে।

---

## উপদংশ।

### (সিফিলিস্।)

কারণ।—এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন করে; রোগ গ্রস্থা স্ত্রীগমন বা অন্য কোন প্রকারে এক জন রোগীর দূষিত রক্ত অন্যের রক্তের সহিত সংমিশ্রণেই বিষ শরীরাভ্যন্তরস্থ হয়। এই বিষ এত ভয়াত্মক যে এক জনের শরীরস্থ বিষ তাহার পুত্র পৌত্রাদি পাঁচ ছয় পুরুষের রক্ত দূষিত করিয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসকের মতে জননেন্দ্রিয় অপরিস্কৃত রাখিলে বা অতিরিক্ত মৈথুন-জন্য ঘর্ষণাধিক্য হেতুও এই পীড়া হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন যে যে কোন কারণে হউক জননেন্দ্রিয়ের কোমল স্থান ক্ষত হইয়া সেই ক্ষত স্থান বহুদিবস পর্য্যন্ত আরোগ্য না হইলে উহাই দূষিত হইয়া উপদংশ রোগে পরিণত হয়।

লক্ষণ।—অবস্থা ভেদে উপদংশ রোগ সাধারণত তিন ভাগে

বিভক্তঃ—১ম—প্রাইমারি সিফিলিস্, ২য়—সেকেণ্ডারি বা কন্‌ষ্টি-টিউসনেল্ সিফিলিস্, ৩য়—কঞ্জেনিটাল সিফিলিস্।

লিঙ্গমুণ্ডে ( সুপারিতে ) বা যোনিদ্বারে একটী লাল দাগ হয় এবং অতি-অল্প সময়ের মধ্যেই সেই দাগ ক্ষতরূপে পরিণত হয়, চারি পার্শ্ব শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠে এবং ঘায়ের ভিতর মৌচাকের ন্যায় ছিদ্র সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রমশঃ জ্বালা, টন্‌টনানি, লিঙ্গ বা যোনি অত্যন্ত ফুলিয়া উঠা, ক্ষত স্থান হইতে পূঁয পড়িতে থাকে, অণ্ডকোষ, গলকোষ, কণ্ঠ, তালু ও মুখের ভিতরে ঘা হয় এবং ঐ সকল স্থান ফুলিয়া উঠিয়া প্রদাহ আরম্ভ হয়, অণ্ড-কোষ বৃদ্ধি হয়। কখন কখন উপদংশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রমেহ রোগ হইতে দেখা যায়। অতিশয় দুর্ব্বলতা, ক্ষণে ক্ষণে মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং অসাড়ে মূত্র নিঃসরণ, পীড়াক্রান্ত স্থান অত্যন্ত জ্বালা করা, শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি হইয়া চুলকাইতে থাকে, চুলকাইলে জ্বালা করে, পূঁয বা রক্ত নির্গত হয় এবং শীঘ্রই ঘা রূপে পরিণত হয়, ঐ ঘা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, চোখ মুখ ফোলা, নাসিকা ফোলা, হস্ত ও পদতালুতে কাল রংএর দাগ হয়, বাতে ধরা, শরীর গ্রন্থি সমূহ স্ফীত হইয়া উঠা, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয়, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, মুদা বা বাগী হওয়া, ঈষৎ নড়িলেই লিঙ্গ জ্বালা করা, গাত্রচর্ম্ম হরিদ্রাভ মুখ মরা মানুষের মুখের ন্যায় রক্তশূন্য হয়, দাঁতের গোড়া আলগা হয়, দাঁত কন্ কন্ করে, নড়ে, পড়িয়া যায়, রিপুচরিতার্থের ইচ্ছার বৃদ্ধি ইত্যাদি।

লিঙ্গ বা যোনি অথবা তৎসংশ্লিষ্ট স্থানে রোগ আবদ্ধ থাকিলে তাহাকে **প্রাইমারি সিফিলিস্** কহে।

শরীরস্থ সমস্ত রক্ত দূষিত হইয়া বাত ইত্যাদি নানারূপ উপসর্গ হয়, শরীরের সকল স্থানে বিশেষত হস্ত ও পদের তালুতে এবং মুখের ভিতরে ঘা অথবা কাল বা তাম্রবর্ণের দাগ হয় এরূপ পীড়াকে **সেকেণ্ডারি বা কন্‌ষ্টিটিউসনেল সিফিলিস্** কহে।

পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত রোগকে **কঞ্জেনিটেল্ সিফিলিস্** কহে। এই রোগের প্রধান প্রধান লক্ষণ এই যে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরে এক

বৎসর মধ্যেই ক্ষত প্রকাশ পায়, শিশুর গাত্র চর্ম্ম শুষ্ক ও খস্‌খসে হয়, নানা-স্থানে ক্ষত প্রকাশ পায়, মাংস লোল হয়, শিশুর শীর্ণ দেহ মেধ মাংস হীন হয়, চুল উঠিয়া যায় অথবা একেবারেই হয় না, দেহ রক্তশূন্য বোধ হয়, যোনি বা লিঙ্গমূলে ক্ষত প্রকাশ পায়, অনবরত খোনা সুরে ক্রন্দন করে, নাসিকা বসিয়া চেপ্টা হইয়া যায় এবং নাসিকার ভিতর হইতে অনবরত পাতলা শ্লেষ্মা স্রাব হওয়া প্রযুক্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র ইত্যাদি হইয়া থাকে।

উপদংশ রোগাক্রান্ত হইলেই লোকে রোগ লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে এবং শীঘ্র আরোগ্যলাভের আশাতে অতিরিক্ত পরিমাণে পারদ সেবন করিয়া থাকে, পারদ সেবনে আপাতত উপদংশ রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এক বিষের হস্ত এড়াইতে গিয়া অপর বিষে দেহ একেবারে জর্জ্জরীভূত করিয়া ফেলা হয়। পারদ দোষিত রক্ত যে একে বারে সংশোধিত হইতে পারে না এমত নহে, তবে বহু আয়াস ও অনেক সময়ের সাপেক্ষ। আজ কাল পারদ সেবন জন্য প্রায়ই আর কাহারও কেবল উপদংশ রোগ হইতে দেখা যায় না; এ পীড়ার সঙ্গে সঙ্গে পারদ বিষও থাকে, এই নিমিত্ত এখনকার পীড়াকে ইংরাজীতে সিফিলিস না বলিয়া মার্কুরিও-সিফিলিস্ কহে। হোমিওপ্যাথি মতে উপদংশ রোগ চিকিৎসায় অনেক সময় লাগে বটে কিন্তু ইহাতে আরোগ্য লাভ করিলে রোগের পুনরাক্রমণের আর কোন শঙ্কা থাকে না এবং এ চিকিৎসা পারা বা অন্য কোন প্রকার বিষাক্ত পদার্থে শরীর নষ্ট করে না, রোগীর দেহের-সাধারণ স্বাস্থের তারতম্যানুসারে রোগী শীঘ্র বা বিলম্বে আরোগ্য লাভ করে।

চিকিৎসা।—রোগের তরুণ অবস্থাতে যদি অন্য কোন বিশেষ উপ সর্গ না থাকে তবে উপদংশ রোগের একমাত্র অব্যর্থ ঔষধ মার্কুরিয়স্ সলিউবিলিস্। এই ঔষধের ৩য় বা ৬ষ্ঠ ক্রম খাইলে এবং ২য় বা ১ম ক্রম চূর্ণ ক্ষতস্থানে দিবসে দুই তিনবার ছড়াইয়া দিলেই রোগ আরোগ্য হইয়া যায়। দুই এক দিন এই ঔষধ ব্যবহার করিলে ক্ষত সমূহ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তৎপরে ক্রমশঃ কমিয়া একেবারে আরোগ্য হইয়া যায়। রোগের সঙ্গে সঙ্গেই যদি রাগী হয় তাহা হইলেও এই ঔষধেই উপকার হইয়া

থাকে, কিন্তু রোগ প্রকাশের অনেক দিন পরে বাগী হইলে এ ঔষধে কোন ফল হয় না। যদি রোগীর অবস্থার অসুস্থতা বশতঃ ক্ষত সমূহ একেবারেই পচা আকার ধারণ করে, অথবা রোগীর শরীরে পারদের বিষ অধিক পরিমাণে থাকে তাহা হইলেও এই ঔষধে কোন ফল দর্শে না, ডাক্তার বেয়ারের মতে এই ঔষধের ২য় বা ৩য় ক্রম ব্যবহার্য্য। পুরাতন বাগীতে লক্ষণাদি দৃষ্টে বেলেডোনা, মার্কুরিয়স্-রুব্রম্ ইত্যাদি ব্যবহার্য্য। অধিক মাত্রায় পারা সেবন করিলে নাইট্রিক এসিড্ এবং ক্ষত একেবারে পচা আকার ধারণ করিলে মিউরেটিক্ বা নাইট্রিক এসিড্, মার্কুরিয়স্ রুব্রম্ বা করোসাইভাস্ ইত্যাদি প্রযুজ্য।

অনেকদিন রোগ ভোগ ও অধিক মাত্রায় পারদ সেবনের পরে বাগী হইয়াছে, দন্তমূল শিথিল, ফুলো এবং সহজেই পুঁয বা রক্ত নির্গত হয়, লিঙ্গত্বক এবং তৎসন্নিকটস্থ স্থানে পূঁয পূর্ণ ক্ষত, ঠাণ্ডার সময় পীড়ার বৃদ্ধি এবং গরমে থাকিলে রোগের প্রকোপ কম বোধ হওয়া, ক্ষত স্থান অত্যন্ত চুলকায়, বেদনা থাকে না অথচ সামান্য কারণেই রক্তপাত হয়—হেপার সাল্‌ফার।

পৈত্রিক উপদংশ রোগগ্রস্ত বালক বালিকার রাত্রে পীড়ার অত্যন্ত আধিক্য হয়, লিঙ্গ বা যোনিদ্বারে কণ্ডু বাহির হয়, অঙ্গগ্রন্থি সমূহ ফুলে, ক্ষত স্থান হইতে পাতলা জলের মত পূঁয নির্গত হয়, মূত্রনলী অত্যন্ত জ্বালা করে, গণ্ডমালা রোগগ্রস্থ রোগী—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব।

ক্ষত প্রযুক্ত লিঙ্গত্বক কখন কখন সুপারিতে যুড়িয়া যাইয়া ক্রমশঃ ভয়ানক ফুলিয়া উঠে এবং প্রদাহাদি নানাপ্রকার যন্ত্রণা হইতে থাকে, এইরূপ হওয়াকে মুদা হওয়া বলে। মুদা হইলে অনেক সময়ে অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারিলে অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক করে না। প্রথমেই যখন চর্ম্ম সুপারির সহিত যুড়িতে আরম্ভ করে তখন উভয় স্থানের মধ্যে এক টুকরা লিণ্ট প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারিলে মুদা হইবার আশঙ্কা থাকে না। এরূপ মুদা হইলে, অপরাহ্ণে রোগের বৃদ্ধির আরম্ভ হইলে, ভয়ানক লালবর্ণ হইয়া বৃহদাকার বাগী হইয়া

টন্ টন্ করে, দপ্ দপ্ করে, জ্বালা করে, হাত দিলে মনে হয় যেন অগ্নিতে হস্ত পড়িল, চর্ম্মের উপর বিন্দু বিন্দু কণ্ডু বাহির হয়—বেলেডোনা।

চক্ষু হ্যাবা হইবার মত হরিদ্রাবর্ণ, শরীরের অবস্থা অসুস্থ হওয়া প্রযুক্ত প্রথম হইতেই ঘা সকল পচার আকার ধারণ করে, অতিরিক্ত পারদ সেবন জন্য লিঙ্গ বা যোনি, গলা, কণ্ঠ ইত্যাদি স্থানে ক্ষত, ক্ষত স্থানের মাংস ক্ষয় প্রাপ্তি হইয়া ক্রমশঃ গহ্বর হইয়া যায়, পদযষ্টিতে কাউর ঘার মত ঘা—ল্যাকেসিস।

উপদংশ রোগগ্রস্থা স্ত্রীলোকের রিপু প্রাবল্য এবং নিদ্রাভঙ্গের পরে রোগের বৃদ্ধি এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ।

অতিরিক্ত পারদ সেবন জন্য ক্ষত সমূহ এরূপ আকার ধারণ করে যে সামান্য স্পর্শমাত্রেই ভয়ানক রক্তপাত হইতে থাকে, ক্ষতস্থানের মধ্যভাগ নিম্ন হইয়া চারিদিক উচ্চ হইয়া উঠে, লিঙ্গমুণ্ডে বা যোনিদ্বারে কণ্ডু বাহির হইয়া অত্যন্ত জ্বালা করে, ক্ষতস্থানে কোন প্রকার বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ ব্যবহার করিলে ক্ষত স্থান সমূহ বেদনা যুক্ত হইয়া উঠে, ঘায়ে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, পূঁয অত্যন্ত পাতলা—কার্ব্ব ভেজিটেবিলস।

গাত্র, লিঙ্গ অথবা যোনিত্বকে পূঁযপূর্ণ কণ্ডু বাহির হয়, সেই সকল কণ্ডু অত্যন্ত চুলকায় এবং চুলকাইলেই ভয়ানক জ্বালা করে—রুষ্টক্স্। শরীরস্থ কোন স্থান দড়ার মত হইয়া ফুলিয়া উঠিলে এই ঔষধে কাপড় ভিজাইয়া সেই স্থানে প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

মরা মানুষের মত গাত্রচর্ম্ম রক্তশূন্য এবং হরিদ্রাভ, জিহ্বায় ঘা হইয়া ছিদ্র হয়, যোনি স্ফীত, মস্তকের অস্থি সমূহ আক্রান্ত, লিঙ্গমূলে টান ধরা, চক্ষের পাতা ফুলিয়া উঠিয়া জ্বালা করে, ক্ষতস্থানের চারিপার্শ্বে চাপ দিলে কঠিন বোধ হয়, নাসিকা দিয়া বিশেষতঃ দক্ষিণ নাসিকা দিয়া পূঁযের ন্যায় অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মাস্রাব হয়, বাত রোগীর ন্যায় সর্ব্বশরীরে বেদনা, কখন কখন বা কোন কোন স্থানে ফিঁক বেদনার ন্যায় ব্যথা ধরা, তালুতে ঘা হইয়া মুখ ও নাসা গহ্বরে এক হইয়া যাওয়া, নাকের ভিতরে ঘা হয়—কেলি বাইক্রমিকম্।

নাসা ক্ষত, কর্ণ ক্ষত, ভয়ানক দুর্গন্ধময় পূঁয নিস্রব, ঠাণ্ডার সময়ে

পীড়ার বৃদ্ধি, মনোবৃত্তির তেজহীনতা, বিশ্রামে রোগের বৃদ্ধি এবং পরিশ্রমে আরাম বোধ, সেকেণ্ডারি সিফিলিসে অতিরিক্ত পারদ সেবনের পরে—অরম্।

সর্ব্বশরীরে বেদনা, লালবর্ণ হইয়া নাসিকা ফুলিয়া উঠা, নড়িলে চড়িলে অঙ্গের বেদনা বৃদ্ধি এবং লিঙ্গ বা যোনি অত্যন্ত জ্বালা করে—ক্যাথনাবিস।

মূত্রকৃচ্ছ্র—ক্যান্থারিস।

প্রাতঃকালে মাথা ও ঘাড়ের স্থানে স্থানে চুল্‌কাইয়া ফুলিয়া উঠে এবং জ্বালা করে, মাথা ব্যথা করে, গা ঘোরে, মূত্রনলী প্রদাহ, রাত্রিকালে গাত্রে চুলকানি বাহির হয়, লিঙ্গ ছোট হইয়া যায়, নাসাক্ষত, নাসাদ্বারে হরিদ্রাভ শুষ্ক পূঁয থাকা, লিঙ্গে বা যোনিতে ক্ষত—আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্।

কোষ বৃদ্ধি হইলে—পল্‌সেটিলা বা গ্রাফাইটিস্।

ক্ষতস্থান, বিশেষতঃ লিঙ্গ বা যোনি, অত্যন্ত ফুলিয়া উঠা এবং অত্যন্ত প্রদাহ, গাত্রচর্ম্মের স্থানে স্থানে কাল বর্ণের দাগ হওয়া, দিন দিন জীবনী-শক্তির হ্রাস, অপরাহ্ণ হইতে পীড়ার বৃদ্ধি আরম্ভ হইয়া সমস্ত রাত্রি যন্ত্রণাধিক্য, মুখ চোখ ফুলিয়া উঠা, ক্ষতস্থান হইতে অনবরত দুর্গন্ধময় পূঁয নির্গত হইয়া উক্ত স্থান ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, শরীরের নানাস্থানে কণ্ডু বাহির হওয়া, বার বার অসাড়ে প্রস্রাব হওয়া—আর্সেনিকম্।

কফাধিক্য প্রযুক্ত মুখে মিষ্টাস্বাদ হওয়া, সামান্য কারণেই কফ্ হওয়া, গাত্রচর্ম্মে অধিক পরিমাণে কণ্ডু বাহির হওয়া, পুরাতন পীড়া, স্মৃতি শক্তির হ্রাস, নাসাদ্বার দিয়া দুর্গন্ধময় শ্লেষ্মাস্রাব হওয়া, মূত্ররোধ, হরিদ্রাভ, দুর্গন্ধময় পূঁয নিস্রব, গলার ও মুখের ভিতরে বা জিহ্বাতে ক্ষত, ক্ষুধা এবং মৈথুনেচ্ছা শূন্যতা, চুল উঠিয়া যায়, নাসিকা, হস্ত পদ এবং চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইয়া স্ফীত হওয়া, বমনেচ্ছা, ক্ষতস্থানের মধ্যভাগ নিম্ন এবং চারিধার উচ্চ হইয়া উঠা, প্রস্রাবে জ্বালা, উদগার উঠা—নাইট্রিক্ এসিড্।

মাথায়, নাকে, দন্তমূলে বা কর্ণমূলে ঘা হওয়া, অত্যন্ত টন্‌টনানি, খোঁচা বিদ্ধের ন্যায় বেদনা—ষ্টাফিসেগ্রিয়া।

বাগীর প্রথমাবস্থায়, শরীরের প্রায় সমস্ত গ্রন্থিই ফুলিয়া উঠা, পুতি-

নাসারোগের ন্যায় নাসাদণ্ডের মধ্যাস্থি আক্রান্ত হওয়া, নাসিকায়, কর্ণে, মুখে, গলায়, দাঁতের মাড়ীতে ঘা হইয়া দুর্গন্ধময় পুঁয নিস্রব হওয়া, নাক মুখ ফুলিয়া উঠা—মার্কুরিয়স করোসাইবাস।

এতদ্ভিন্ন থুজা, সাল্‌ফার, মার্কুরিয়স আইওডেটস, ফস্‌ফরিক্ এসিড্, আর্সেনিক আইওড্, ক্যালি হাইড্রিওডিকম্, ফস্‌ফরস্ ইত্যাদি প্রযুজ্য।

ক্ষতস্থান সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়, দিবা রাত্রে অন্তত দুই তিন বার করিয়া নিম পাতার জলে ধৌত করা বিধেয়। এই রোগ শীঘ্র আরোগ্য হইবার নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এরোগ হইতে সম্পূর্ণ ভাবে আরোগ্য লাভ করা অধিক সময় সাপেক্ষ বটে, কিন্তু একবার আরোগ্য লাভ করিলে পীড়া পুনরাক্রমণের কোন আশঙ্কাই থাকে না, সুতরাং বিলম্ব দেখিয়া নিরাশ হওয়া উচিত নহে।

পথ্য।—রোগের প্রকোপের তারতম্যানুসারে অন্ন পথ্য বিধেয়। রোগ প্রবল হইলে লঘু, সহজ পাচ্য অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য সেবনীয়, মিষ্ট দ্রব্য, নারিকেল জল বা শাঁস, মৎস্য, মাংস ইত্যাদি নিষিদ্ধ। ঘৃতপক্ক দ্রব্য, দুগ্ধ, সামান্য পরিমাণে ব্যায়াম, পরিষ্কার বায়ুসেবন ইত্যাদি প্রযুজ্য।

---

## সর্দ্দি।

### ( কফ্ )।

কারণ।—অধিক গরমের পরে অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগা, অতিরিক্ত পরিমাণে ঠাণ্ডা দ্রব্য খাওয়া, দূষিত জলপান করা, অকস্মাৎ ভূবায়ুর পরিবর্ত্তন, ঋতু পরিবর্ত্তন, হিম লাগান, শীত প্রধান দেশ হইতে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে যাওয়া অথবা গ্রীষ্ম প্রধান দেশ হইতে শীত প্রধান দেশে যাওয়া, যে কোন কারণেই হউক পেট গরম হওয়া ইত্যাদি।

লক্ষণ।—মাথা ভারি হওয়া ও দপ্ দপ্ করা, মুখ চোখ লালবর্ণ হওয়া ও ভারি হওয়া, নাসিকা দিয়া শ্লেষ্মা স্রাব, হাঁচি, তালু প্রদাহ, গলা বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়, বিবমিষা, জ্বরবোধ, দাঁতের গোড়া ফোলা এবং কন্ কন্ করা, ক্ষুধামান্দ্য, পিপাসাধিক্য অথচ জল ভাল লাগেনা, কাশি, গলার ভিতরে সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া, আলোক অসহ্য, নাসাদ্বার হইতে রক্তস্রাব হওয়া ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—দন্তোদ্গমের সময়ে শিশু দিগের সর্দ্দি হইয়া শ্বাস প্রশ্বাসের সময়ে যেন গলার ভিতরে শিস্ দিবার মত শব্দ হওয়া, রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময় হইয়াছে, মুখ চক্ষু লালবর্ণ হইয়া ভারি হইয়াছে—ক্যামমিলা।

বমি হওয়া, পুরাতন শুষ্ক সর্দ্দি, খুস্‌খুসে কাসি, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, শ্লেষ্মার সঙ্গে কখন কখন রক্ত দেখা যায়, কাশিতে কাশিতে দম আটকাইয়া যায়—নাইট্রিক্ এসিড্।

ভূবায়ু বা ঋতু পরিবর্ত্তন জন্য সর্দ্দি, জলদোষে সর্দ্দি, বক্ষে ও পাঁজরায় বেদনা, বিবমিষা বা বমন, শ্বেতবর্ণ হরিদ্রাভ বা সরক্ত শ্লেষ্মা স্রাব, কাঁচা সর্দ্দি অত্যন্ত ঝরিতেছে বা শুষ্ক সর্দ্দি, রাত্রি অপেক্ষা দিবাভাগে রোগের বৃদ্ধি —ব্রাইওনিয়া।

অত্যন্ত মাথার যন্ত্রণা, শুষ্ককাশি, বিশেষতঃ শয়ন করিলেই কাশির বৃদ্ধি হয়, মুখ এবং চক্ষু রক্তবর্ণ, গলা ও তালু পিট্ পিট্ করে, কাশিতে কাশিতে দম আটকাইয়া যায়, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা করিলে ভাল থাকে—বেলেডোনা।

সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয়, স্বরভঙ্গ বা গলা ঘড় ঘড় করা—কার্ব্বভেজিটেব্‌লিস্।

শ্বাস প্রশ্বাসে বুকে বেদনা অনুভব হয়, রক্তনিষ্ঠিবন, রাত্রে মাথা ধরে, নাক সাঁটিয়া ধরে, দিবসে শ্বেত বা হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মাস্রাব—সাল্‌ফার।

মাথা ঘোরে, শ্বাস কৃচ্ছ্র, গাঢ়, চট্‌চটে শ্লেষ্মা স্রাব হয়, হাঁচি হয়—ক্যালি বাইক্রমিকম্।

বুক বেদনা, ঘা হওয়া, হাঁসিতে, খাইতে, কথা কহিতে বা নড়িতেও

কষ্টবোধ হওয়া, কৃষ্ণাভ লাল, সরক্ত বা লাল বর্ণের, লোনা শ্লেষ্মা স্রাব হওয়া, তালু সুড় সুড় করা, গলা ঘড় ঘড় করা, শুষ্ক সর্দ্দি—ফস্‌ফরস্‌।

রাত্রে, বিশেষতঃ শয়ন করিলে রোগের বৃদ্ধি, বালক, বৃদ্ধ বা হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্থা স্ত্রীলোকের সর্দ্দি হইলে—হাইওসায়েমাস্‌।

নূতন সর্দ্দিতে গলা শুষ্ক, পিপাসাধিক্য, প্রস্রাবের অল্পতা এবং বর্ণ লাল, কোষ্ঠবদ্ধ, মুখ চক্ষু লাল, গলা জ্বালা করা, অস্থিরতা, মাথা ধরা ইত্যাদি—একোনাইটাম্‌।

শুষ্ক সর্দ্দিতে গলা ঘড় ঘড় করা, সাঁই সাঁই করা, ঘ্যাং ঘ্যাং শব্দে কাসি, স্বরভঙ্গতা—স্পঞ্জিয়া।

বমনাধিক্য—ইপিকাক্‌।

এতদ্ভিন্ন মার্কুরিয়স্‌ সল্‌, ড্রোসেরা, নক্স্‌ ইত্যাদি প্রযুজ্য।

পথ্য।—লঘু সহজ-পাচ্য দ্রব্য। মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ, দিবা নিদ্রা, শীতাতপ লাগান, অতিরিক্ত পরিশ্রম করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ। সর্দ্দি হইলে প্রথম দুই এক দিবস স্নান বন্ধ দেওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু তৎপরে উত্তমরূপে অবগাহন স্নান করা যুক্তি সিদ্ধ।

---

## ঘুঙ্‌রী।

## (ক্রুপ্‌)।

কারণ।—অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগা, আর্দ্রস্থানে বাস, অকস্মাৎ ভূবায়ুর পরিবর্ত্তন, আলোক এবং বায়ু পরিচালন শূন্য গৃহে বাস, অধিক জল লাগান, গাত্রে আবরণ না থাকা প্রযুক্ত শীতল বাতাস লাগা, আহারের অত্যাচার বা অল্পতা, অন্য কোন পীড়া ভোগের পরে শরীর জীর্ণ থাকা ইত্যাদি।

শিশুদিগের পক্ষে ঘুঙ্‌রী একটী সাংঘাতিক পীড়া। তিন বৎসর বয়ক্রমের মধ্যে এই পীড়ার বিশেষ আশঙ্কা। দুগ্ধ-পোষ্য শিশুদিগের গর্ভধারিণীর (অথবা যাহার স্তন পান করিয়া ঐ শিশু জীবন ধারণ করে তাহার) অত্যা-

চারে সর্ব্বপ্রকার পীড়াই হইতে পারে সুতরাং মাতাকে ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদিও শিশুর ঘুঙ্‌রী হইবার অন্যতম কারণ।

লক্ষণ।—জ্বর হয়, গলার ভিতরে সাঁই সাঁই শব্দ অথবা মৃদুভাবে ধাতব পাত্রের বাদ্যের ন্যায় শব্দ হইতে থাকে, ঘড়্ ঘড়্ করে, রোগী কেবল ক্রন্দন করে এবং অত্যন্ত অস্থির হয় অথবা আচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া থাকে, বিকৃত শব্দ যুক্ত কাশি হয়, কোষ্ঠবদ্ধ, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, অত্যন্ত শ্বাস-কৃচ্ছ্র, রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিলে শ্বাস রোধ হইয়া যায়, ঠোঁট এবং গাল রক্তশূন্য এবং শীতল হয় এবং উহার উপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতে থাকে, চক্ষু লাল এবং গহ্বর-গত হয়, মূর্চ্ছা, অবসাদ, অস্থিরতা ইত্যাদি দেখা দেয়, জ্বরের অত্যন্ত প্রকোপ হয়। প্রায়ই দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

রোগের অবস্থা বুঝিয়া দশ বা পনর মিনিট অন্তর, অর্দ্ধঘণ্টা, এক ঘণ্টা বা দুই অথবা চারি ঘণ্টা অন্তরও ঔষধ দেওয়া বিধি। শিশুদিগের সর্দ্দি হইয়া গলা ঘড়্ ঘড়্ করিতেছে, স্বরভঙ্গ হইয়াছে, ঢং ঢং শব্দ যুক্ত কাশি হইতেছে এরূপ অবস্থায় রোগীকে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। যদি এইরূপ সর্দ্দির সহিত জ্বর থাকে তবে একো-নাইটাম্, আর জ্বর না থাকিলে হেপার সাল্‌ফার প্রযুজ্য।

চিকিৎসা।—একোনাইটাম্ এরোগের একটী অদ্বিতীয় ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পীড়ার প্রথমাবস্থায়, জ্বর, গলা ঘড়্‌ঘড়ানি, শ্বাস-কৃচ্ছ্র ইত্যাদি লক্ষণ ইহা প্রযুজ্য। ডাক্তার রডকি বলেন যে অন্য কোন ঔষধের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও সেই ঔষধের সহিত একোনাইটাম্ পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আমরা কঠিন রোগে ১০।১৫ মিনিট অন্তর এই ঔষধের ১ক্স ক্রম ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছি।

চিকিৎসকের স্মরণ রাখা উচিত এক ফোঁটা ঔষধে বালকের অন্তত চারি মাত্রা হইবে।

অনবরত কাঁচা জলের মত সর্দ্দি ঝরিতেছে, গলার ভিতরে পিত্তল বা কাঁসার শব্দের ন্যায় শব্দ হইতেছে, জ্বরের প্রকোপ নাই—হেপার সাল্‌ফার।

রোগের তরুণাবস্থায়, সর্দ্দি বসিয়া গিয়াছে, গলার ভিতর সাঁই সাঁই শব্দ হইতেছে, ঢং ঢং শব্দযুক্ত কাশি, শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট—স্পাঞ্জিয়া।

তালু সুড় সুড় করা বা জ্বালা করা, শ্বাস টানিয়া, নিশ্বাস ফেলা, অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট, শুষ্ক সর্দ্দি, রোগের তরুণাবস্থায়—ব্রমাইন্ ও একোনাই-টামের ১ম ক্রম পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার্য্য।

রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে—আর্সেনিকম্ বা ফস্ফরস্।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণানুসারে ক্যালি বাইক্রমিকম্, এণ্টিম্ টার্টার,

অম্লদেশে টিপির রসও এরোগের অতি উত্তম ঔষধ।

পথ্য।—দুগ্ধ; সাগু, এরারুট্, বার্লি ইত্যাদি লঘু, সহজ-পাচ্য অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য সেবনীয়। দুগ্ধ-পোষ্য শিশু হইলে মাতারও স্নান ও আহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজনীয়।

---

## ব্রঙ্কাইটিস্।

ব্রংকাইটিস্ এক প্রকার কাস রোগ। বার্দ্ধক্যে এবং যে যে কারণে সর্দ্দি হইয়া থাকে সেই সকল কারণেই এই রোগও হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—প্রথমাবস্থায় মাথার সম্মুখ দিক ভারি হইয়া দপ্ দপ্ করিতে থাকে, চক্ষু টন্ টন্ করে এবং সর্দ্দি ঝরা বন্ধ হইয়া, ক্রমশ জলের ন্যায়, ফেনা-যুক্ত, চট্চটে, হরিদ্রাবর্ণ, কখন কখন বা সরক্ত সর্দ্দি অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ঝরিতে থাকে, শ্বাসকৃচ্ছ্র হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসে বুকে চাপ বোধ হয়, গলার ভিতরে সাঁই সাঁই শব্দ হয়, বক্ষঃস্থলে বেদনা, পার্শ্বদেশে বেদনা ইত্যাদি। সারিবার হইলে অষ্টাহের মধ্যেই রোগের লাঘব হইতে আরম্ভ করে। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, জিহ্বা অপরিষ্কার হয়, নাড়ী দ্রুত অথচ দুর্ব্বল, শরীরের সন্তাপের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এমন কি কখন কখন ১০৪।৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্যে এরোগ প্রায় সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। প্রস্রাবের স্বল্পতা এবং বর্ণ লাল হয়।

চিকিৎসা।—রোগের প্রথমাবাস্থায়, বুকে বেদনা ও জ্বালা করা,

শুষ্ক সর্দ্দি, মাথার সম্মুখ দিকে বেদনা, গলা পিট্ পিট্ করা, জ্বর থাকা—একোনাইটাম্।

পীড়াক্রমণের প্রাক্কাল হইতেই ঘন ঘন এই ঔষধ সেবন করাইতে পারিলে প্রায় সুফল পাওয়া যায়।

রাত্রে রোগের বৃদ্ধি হয়, সামান্য ঘাম হয়, অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট হয়, এমন কি রাত্রে অনেক সময়ে রোগীকে শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য উঠিয়া বসিতে হয়, অধিক পরিমাণে চট্‌চটে শ্লেষ্মাস্রাব হয়, অল্পশ্রমে রোগের বৃদ্ধি—আর্সেনিক-আইওড্।

শ্লেষ্মা নিস্রবণে ও শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয়, বিবমিষা বা বমন, কখন কখন শ্লেষ্মার সহিত রক্ত থাকে—ইপিকাকুয়েনা।

পুরাতন রোগে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে—ফস্‌ফরস্।

বৃদ্ধাবস্থার পীড়ায়, স্বরভঙ্গ, নাসিকা, হস্ত এবং পদের অগ্রভাগ শীতল হয়, নখের মুড়ি নীলাভ, অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নিস্রবণ—কার্ব্বো-ভেজিটেবিলস্।

ডাক্তার রডাক্ বলেন যে এরূপ অবস্থায় সোল্যানিয়া ও ব্যবহৃত হয়।

দুর্ব্বল অথবা বৃদ্ধ রোগী, অত্যন্ত শ্বাস কৃচ্ছ্র, বুকের ভিতর (শীত) গুর্ গুর্ করে, শয়ন করিলে শ্বাস-রোধ হইবার উপক্রম হয়—আর্সেনিকম্।

পুরাতন রোগে, সর্দ্দি তরল, শ্বাসরোধের উপক্রম, শ্বাসপ্রশ্বাসে গলার ভিতরে সাঁই সাঁই শব্দ করে, কটি এবং পৃষ্ঠ দেশে বেদনা, বক্ষস্থল আক্রান্ত, পিপাসাধিক্য, মাথা ধরা—এণ্টিমনিয়ম্ টার্টার্।

পুরাতন রোগে ক্ষুধামান্দ্য, চট্‌চটে শ্লেষ্মা নিস্রবণ, জিহ্বা হরিদ্রাভ ক্লেদাবৃত—ক্যালি বাইক্রমিকম্।

চাপ চাপ হরিদ্রাবর্ণের বা সরক্ত শ্লেষ্মা নিস্রবণ, কফাধিক্য, বক্ষস্থলের উপরি ভাগ এবং পাঁজরা আক্রান্ত, শিশুর নূতন রোগে—ব্রাইওনিয়া।

ডাক্তার বডাক্ এই লক্ষণে ব্রাইওনিয়া ও ফস্‌ফরস্ পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন।

বুকে বেদনাধিক্য থাকিলে মসিনার পুল্টিস দেওয়া বিধেয়, অথবা

ফ্ল্যানেল বা অন্য কোন গরম কাপড়ে বক্ষস্থল উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত ঔষধ ভিন্ন এসিড নাইট্রিক, সাল্‌ফার, পল্‌সেটিলা, ক্যাক্টাস্, মার্কুরিয়স্, সাইলিসিয়া, বেলেডোনা, ওপিয়াম্, স্পঞ্জিয়া, কোনিয়াম্ ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পথ্য।—তরুণাবস্থায় দুগ্ধ সাগু, এরারুট, বার্লি, মাংসের কৎ ইত্যাদি তরল দ্রব্য সেবন করাই বিধেয়। পরে জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ দেখিয়া লঘু ও সহজপাচ্য দ্রব্য সেবনীয়। কখন কখন রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়া প্রযুক্ত পুষ্টিকর দ্রব্য সেবন করান প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে, এরূপ অবস্থায় রোগী গলাধঃকরণ করিতে অক্ষম হইলেও পিচ্‌কারী দ্বারা ও উক্তপ্রকারের দ্রব্য উদরস্থ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন হয়।

---

## হুপিংকফ্।

কারণ।—শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত এক প্রকার বিষাক্ত উদ্ভিদাণু শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। এই বিষাক্ত পদার্থকে ইংরাজিতে ব্যাক্‌টেরিয়া বলে। হুপিংকফ্ সংক্রামক পীড়া, সুতরাং রোগীর বস্ত্রাদি ব্যবহার করিলে অথবা তন্নিসৃত শ্লেষ্মাদির আঘ্রাণ লইলেও এই পীড়ায় আক্রান্ত হইতে হয়।

লক্ষণ।—প্রথমে সামান্য সর্দ্দির ন্যায় কাসি হইয়া ক্রমে সেই কাসি অত্যন্ত কষ্টপ্রদ হইয়া উঠে এবং অবশেষে সেই কাসি হইতে ভয়ানক কষ্টদায়ক শ্বাস হইয়া কখন কখন শ্বাস রোধের উপক্রম হয় এবং তৎপরে হুপশব্দ হইয়া অধিক পরিমাণে গাঢ় এবং চট্‌চটে শ্লেষ্মা নিস্রব হয় ও শ্বাস প্রশ্বাসও সরল হইয়া যায়। এইরূপে শব্দ হওয়ার জন্যই এ পীড়াকে হুপিংকফ্ বলে। মুখ চোখ অত্যন্ত লাল অথবা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, নাক দিয়া জলের ন্যায় তরল শ্লেষ্মা স্রাব হইতে থাকে, প্রথমে শুষ্ক কাসি হইয়া পরে শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে, অত্যন্ত জ্বর হয়, অসাড়ে মল, মূত্র ত্যাগ করে, বক্ষস্থলে বেদনা হয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখরন্ধ্র দিয়া শোনিত স্রাব

হয়, দৌর্ব্বল্য, অলসতা, আহারের অনিচ্ছা, নিদ্রা শূন্যতা ইত্যাদি হইয়া থাকে, মাথাধরে, বিবমিষা বা বমন ও শ্বাস-কৃচ্ছ্র হয়, ডাক্তার মর্টন্ বলেন যে তিনি পীড়িত ব্যক্তির জিহ্বার নিম্নভাগে ঘা হইতে দেখিয়াছেন। ফিট্ হয়, ভয়ানক ভেদ হয়, সাত দিন হইতে দশ দিনের ভিতরেই প্রায় সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পায়, পরে তৃতীয় হইতে পঞ্চম সপ্তাহ পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি থাকে এবং তৎপরে ক্রমশ উপশম হইতে থাকে।

এই পীড়ার সহিত অন্ত্রপ্রদাহ, ব্রঙ্কাইটিস্, হামজ্বর, বসন্ত, সর্দ্দি জন্য ফুস্ ফুস্ প্রদাহ, নিউমোনিয়া, ঘুঙ্‌রি, ক্ষয় কাশ, অন্ত্রবৃদ্ধি, পাকাশয় প্রদাহ ইত্যাদি হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—হুপিংকফ্ বড় কঠিন পীড়া, সুতরাং বিশেষ সাবধানতার সহিত চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। এরোগ হইতে সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্যলাভ করা অনেক সময় সাপেক্ষ সুতরাং মুহুর্মুহু ঔষধ বদলাইয়া দেওয়া অথবা অধিক পরিমাণে ঔষধ সেবন করান যুক্তিসিদ্ধ নহে।

হুপিংকফের সহিত নানারূপ ক্রিমি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে, যথা;—মলদ্বার ও নাসিকাগ্রভাগ চুলকাইলে, পিত্তমিশ্রিত বমন, ক্ষুধা বোধ হয় এবং তৎপরেই পেট ফুলিয়া উঠিয়া জ্বালা করিতে থাকে, শ্বাস কৃচ্ছ্র, সর্দ্দি স্রাব, ক্রন্দন, নিদ্রাশূন্যতা, কন্‌ভলসন্, মরা মানুষের ন্যায় মুখ মণ্ডল রক্তশূন্য—সিনা।

মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হইলে সিনা ও বেলেডোনা পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার জুসোর মতে সিনা হুপিংকফের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

অকস্মাৎ ভয়ানক সর্দ্দি, গলায় ঘা হওয়া, শুষ্ক কষ্টদায়ক কাশি, মস্তিষ্কে, চক্ষু পার্শ্বে বা চক্ষের ভিতরে রক্ত বা জল সঞ্চয় হইলে; আলোক অসহ্য, মাথাধরা, চক্ষু টন্ টন্ করা ইত্যাদি নানারূপ মস্তিষ্ক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, মুখ ফোলা, গলা ও পাকাশয়ে বেদনা অনুভব, পিত্তমিশ্রিত বমন বা বমনেচ্ছা, অনিচ্ছায় মলমূত্রত্যাগ—বেলেডোনা।

উপসর্গহীন সাধারণ রোগে বেলেডোনা ও একোনাইট্ পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জ্বরশূন্যতা অথবা অত্যন্ত জ্বর, খাদ্য দ্রব্য, জল বা শ্লেষ্মা বমন, মুখ বা নাসারন্ধ্র হইতে শোনিত স্রাব, গলার ভিতরে শুড় শুড় করে, মনে হয় যেন কি আট্‌কাইয়া রহিয়াছে, উদরাময়, রক্তামাশয়, ঘন ঘন কাসি হইয়া শ্বাস-রোধের উপক্রম হয়, কফাধিক্য ; তিক্তস্বাদযুক্ত হরিদ্রাভ শ্লেষ্মাস্রাব, গলা শুষ্ক—ড্রোসেরা।

চক্ষু বা নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব, হাঁচি হয়, শ্লেষ্মা, পিত্ত বা খাদ্য দ্রব্য বমন, মুখে মিষ্টাস্বাদ, সরক্ত বা রক্তবর্ণের শ্লেষ্মা নিস্রব—ইপিকাক।

রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে, রক্ত বা সরক্ত পিত্তবমন, ফিট্, শীতল জল পানের ইচ্ছা, শ্বাস প্রশ্বাসে গলার ভিতরে সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া, মুখ বিস্বাদ, মুখে ফেনা উঠা, চক্ষু বসিয়া যাওয়া, মুখ ও ঠোঁট রক্ত শূন্য এবং নীল মাড়িয়া দেওয়া, নিদ্রিতাবস্থায় চমকিয়া উঠা, মাথাধরা, গলা ঘড় ঘড় করা, শ্বাস বোধ হওয়া—কিউপ্রম্।

ডাক্তার বেয়ারের মতে কিউপ্রম হুপিংকফের একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি বলেন যে কিছুদিন ধরিয়া এই ঔষধ সেবন করাইলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা এরোগের প্রতিষেধক ও বিষ নাশক। বার বার ঔষধ পরিবর্ত্তন করিলে কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায় না। বাস্তবিক একমাত্র ঔষধ না হইলেও কিউপ্রম যে এ রোগের একটী সর্ব্বপ্রধান ঔষধ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

মুখ নীলবর্ণ এবং দেখিলে বোধ হয় যেন রোগী ঘোর চিন্তায় মগ্ন, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, তৃষ্ণা, শীতল ঘাম হওয়া, অত্যন্ত কষ্ট দায়ক কাসি এবং কাসিতে কাসিতে অনিচ্ছায় মল বা মূত্র ত্যাগ এবং অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা বমনের পরে কাসি স্থগিত হওয়া, ভয়ানক উদরাময়, বক্ষস্থলের নিকট স্ববনলী পিট পিট করিয়া কাসি আরম্ভ হয়—ভেরেট্রম এল্বম্।

জ্বর, বেদনা, হৃদ্‌পীড়া ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকিলে—ফস্‌ফরস্।

হস্তপদ অপেক্ষাকৃত শীতল, রাত্রে উদরাময়ের বৃদ্ধি হয় এবং অপরাহ্ণে রোগের বৃদ্ধি, নিদ্রা শূন্যতা, কাসিতে তত কষ্ট হয় না, পীড়াক্রমণের প্রথম অবস্থায়—পল্‌সেটিলা।

সামান্য কারণে অথবা বিনা কারণে হটাৎ কাসি বন্ধ হইয়া পীড়ার বার বার পুনরাক্রমণ হয়—সাল্‌ফার।

শীতল বায়ু লাগিলেই রোগের বৃদ্ধি হয়, বক্ষস্থলের নিম্নাংশ পিট্ পিট্ করিয়া থক্‌থকে কাসি আরম্ভ হয়—রিউমেক্স।

মাথা ঘোরে, শয়ন করিলে রোগের বৃদ্ধি, মুখ চোখ লালবর্ণ, কাসিতে কাসিতে শরীর কাঁপিতে থাকে—হাইওসায়েমস্।

বায়ুপ্রবল ধাতুর পীড়ায়, হাই উঠে, মনোকষ্ট জন্য পীড়ায়—ইগ্নেসিয়া।

ঘর্ম্মাধিক্য, সকল সময়ে সর্দ্দি নিস্রব হয় কিন্তু রাত্রে বন্ধ থাকে, দিবসে নিদ্রালুতা কিন্তু রাত্রে নিদ্রাশূন্যতা এবং অস্থিরতা—কষ্টিকম্।

লোনা আস্বাদযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়, নাক দিয়া রক্ত পড়ে—মার্কুরিয়স্।

ঘুংরি কাসির ন্যায় গলার ভিতর সাঁই সাঁই করে, রাত্রে অত্যন্ত ঘাম হয়, চাপ চাপ শ্লেষ্মা উঠে, বক্ষস্থলে বেদনা বোধ হয়, স্বরভঙ্গ—হেপার সাল্‌ফার।

শেষ রাত্রি হইতে রোগ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়া বেলা ৭ টা ৭॥ টা পর্য্যন্ত রোগের অত্যন্ত প্রাবল্য থাকে, স্নায়বীয় আক্রান্ত, ক্ষুধামান্দ্য ও পিপাসাধিক্য, মুখ নীল বা লালবর্ণ, হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্থ রোগী, অত্যন্ত অস্থিরতা, বিবমিষা বা বমন, রোগীর শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইয়া যেন হাঁপাইতে থাকে, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ভয়ানক কষ্টপ্রদ কাসি—করেলিয়ম্ রুব্রম্।

ডাক্তার হিউজ, ডাক্তার মজুমদার, ডাক্তার টেষ্টি প্রভৃতি সুদক্ষ চিকিৎসকেরা এই ঔষধের ভুরি ভুরি প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে আক্ষেপাবস্থায় এই ঔষধের ক্ষমতা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডাক্তার বেয়ার বলেন যে ঠিক এই সমস্ত লক্ষণেও যদি এই ঔষধে উপকার না হয়, তবে চেলিডোনিয়ম্ দেওয়া বিধেয়।

জ্বরাধিক্য, গলার ভিতর পিট পিট করে, শ্বাসকৃচ্ছ্র, গলার ভিতর সাঁই

সাঁই করে, কখন কখন রক্ত উঠে, ঘর্ম্ম শূন্যতা, নাড়ী দ্রুত, গাত্র উষ্ণ—একোনাইটাম্।

উদরাময় হইয়া রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, কাসি হইবার পূর্ব্বে গলার ভিতর কুট কুট করে এবং তৎপরে চট্‌চটে শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয়, রোগী এত দুর্ব্বল যে গলার ভিতরে যে শ্লেষ্মা জমিয়াছে তাহা উদ্গীরণ করিতে পারে না, শ্বাস-কৃচ্ছ্র, বিবমিষা অথবা পিত্ত বা খাদ্য দ্রব্য বমন—এণ্টিমনিয়ম্ টার্টারিকম্।

ঘর্ম্ম হইয়া সর্ব্ব শরীর শীতল হইতেছে, শীতাদরোগের ন্যায় দন্তমূল আক্রান্ত, স্বরভঙ্গ, নাসারন্ধ্র দিয়া শোনিত স্রাব—আর্সেনিকম্।

কোন কোন চিকিৎসক এই অবস্থায় কার্ব্বভেজিটেব্‌লিস্ দিতে বলেন।

পাকস্থলীতে ভার পড়িলে রোগের উপশম হয়, প্রাতঃকালে অত্যন্ত ঘাম হয়, এই দুই একজনের মাত্র পীড়া হইতেছে এরূপ অবস্থায়—স্পঞ্জিয়া।

এতদ্ভিন্ন হাইড্রোসায়েনিক এসিড, ক্যামমিলা, কক্কস্ ক্যাক্‌টাই, কোনিয়ম্, আর্ণিকা, নক্স্ ভমিকা, ক্যালি ব্রাইক্রমিকম্ ইত্যাদি প্রযুজ্য।

পথ্য।—পাকস্থলী একেবারে খালি অথবা অধিক পরিমাণে পূর্ণ রাখা কর্ত্তব্য নহে। রোগী যাহা সহজে পরিপাক করিতে পারে এরূপ পুষ্টিকর পদার্থ সেবনীয়। জ্বর থাকিলে বার্লি, এরোরুট, সাগু ইত্যাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এবং জ্বরান্তে অল্প পরিমাণে দুগ্ধ ইত্যাদি পুষ্টিকর পদার্থ সেবনীয়। এই সময়ে অল্প গরম জলে রোগীকে স্নান করান কর্ত্তব্য।

রোগীর গৃহে পরিস্কৃত বায়ু সঞ্চালিত হইবার উপায় থাকা কর্ত্তব্য অথচ রোগীকে কোন মতে শীতল বায়ু না লাগে। মেঘ বা অন্য কোন কারণে শীতল বায়ু বহিতেছে না, রোগীর জ্বর নাই এরূপ অবস্থায় রোগীকে একটু বাহিরে লইয়া যাওয়া মন্দ নহে, কিন্তু বাহিরে যাইবার সময়ে দেহ উত্তম

রূপে বস্ত্রাবৃত করা বিধেয়। স্থান পরিবর্ত্তনেও অনেক উপকার হইয়া থাকে। আহারের পরে রোগীকে স্থির ভাবে থাকিতে হইবে।

---

# শ্বাসকাশ।

## ( এ্যাজ্‌মা )।

কারণ।—পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্য শ্বাস নলী ও তৎসংশ্লিষ্ট শিরা-সমূহের উত্তেজনা, অকস্মাৎ ভূবায়ুর পরিবর্ত্তন, অধিকক্ষণ ধরিয়া গন্ধকের ঘ্রাণ লওয়া, পাটের আঁইস, বিড়ালের লোম অথবা ঐ জাতীয় সূক্ষ্ম পদার্থ শ্বাস যন্ত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া, ক্লোরাইন্ অথবা সাল্‌ফুরিক এসিড গ্যাসের আঘ্রাণ লওয়া ইত্যাদি।

লক্ষণ।—প্রথমে কাসি হইয়া অকস্মাৎ যেন রোগীর শ্বাস-রোধ হইবার উপক্রম হয়, মৃত্যুযন্ত্রণার ন্যায় রোগী শ্বাস লইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়ে, বায়ু সঞ্চালিত স্থানে গিয়া হাঁটুর উপরে ভরদিয়া এবং মাথা নীচু করিয়া রোগী শুইয়া পড়ে, দুই তিন ঘণ্টা পরে এইরূপ শ্বাসকৃচ্ছ্রের উপশম হইয়া সর্দ্দি দেখা দেয় এবং রোগী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়, শ্লেষ্মা উঠিতে থাকে, মাথায় বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়, নাড়ী ক্ষীণ, ঘন ঘন শ্বাস টানিতে থাকে, প্রায় মধ্যরাত্রে অথবা প্রত্যূষে অকস্মাৎ এইরূপ শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়, রোগী একেবারে শয্যা হইতে উঠিয়া শ্বাস টানিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, ভয়ানক শব্দ করিয়া হাঁপাইতে থাকে, রোগীর মুখ দেখিলেই বোধ হয় যে রোগী ভয়ানক বিপদগ্রস্থ, যেন তাহার বিপদে সাহায্য করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছে, চক্ষু ঘুরিতেছে। এ কাসির সঙ্গে জ্বর হয় না। মধ্যে মধ্যে কিছু দিন রোগী বেশ ভাল থাকে এবং আহারের অনিয়ম অন্য কোন কারণে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলেই রোগের পুনরাক্রমণ হয়। রোগী যখন ভাল থাকে তখন ষ্টেথস্‌কোপ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে শ্বাস ক্রিয়ার বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।

চিকিৎসা।—বৃদ্ধ বা দুর্ব্বল রোগী, মধ্যে মধ্যে পীড়াক্রমণ করে, শ্বাস টানিবার জন্য ভয়ানক শব্দ করিতে থাকে, শীতল ঘাম হয়, বুকের ভিতর জ্বালা করে, পুরাতন রোগ, মুখ রক্তশূন্য ও নীলবর্ণ, হৃদ্‌রোগ বা ব্রংকাইটিস্ রোগগ্রস্থ রোগী—আর্সেনিকম্।

স্নায়বীক পীড়া, মাথা টল্‌টল্ করে, শ্বাসকৃচ্ছ্র, বমন—ব্যাপ্টিসিয়া বা কিউপ্রম্।

নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহারে সাময়িক উপকার হইয়াছে মাত্র, বাত রোগ আছে, নানাবিধ চর্ম্মরোগ আছে এরূপ পুরাতন পীড়াতে—সাল্‌ফার।

ভয়ানক কষ্ট-প্রদ সর্দ্দি, সমস্ত শরীর শীতল, মনে যেন সর্ব্বদাই কি দুর্ভাবনা রহিয়াছে, স্বরনলী সর্ব্বদাই শ্লেষ্মাপূর্ণ, বুকে টান ধরে, গলার ভিতরে শ্বাসপ্রশ্বাসের সময়ে সাঁই সাঁই শব্দ হয়, সর্ব্বদাই যেন শরীর অসুস্থ, মুখ মরা মানুষের মুখের মত রক্তশূন্য—ইপিকাক্।

রোগাক্রমণের সময়ে এই ঔষধ ১০।১৫ বা ২০ মিনিট অন্তর সেবনীয়, পরে ২।৩ বা ৪০ঘণ্টা অন্তর সেবন করা বিধেয়।

কোষ্ঠবদ্ধ থাকিয়া পেট ভার বোধ হয় এবং সর্ব্বদাই বিবমিষা, জিহ্বা হরিদ্রাভ কাঁটা দ্বারা আবৃত, দিবা রাত্রিই রোগী পীড়াক্রমণের আশঙ্কায় ভীত, প্রায়ই সরলভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ে না, সামান্য আহারের অত্যাচার হইলেই পীড়ার পুনরাক্রমণ—নক্স্ ভমিকা।

ডাক্তার রসেল বলেন নক্স্ ভমিকা এ রোগের একটী মহৎ ঔষধ।

শীতল ঘাম হইবার পরে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পদ, নাসাগ্র-ভাগ, কর্ণ ইত্যাদি অত্যন্ত শীতল, ভয়ানক ফিট হয়—ভেরাট্রাম্ এল্বাম্।

ফিট হইবার পরেও শ্বাসকৃচ্ছ্র, মানসিক উদ্বেগ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত রোগী, সর্দ্দির ভয়ানক প্রাবল্য—একো-নাইট্।

ক্যালি হাইড্রিয়ডিকাম্, এণ্টিমনিয়াম্ টার্টারিকাম, রিউমেক্স্, ইউপেটোরিয়াম্ পারফলিয়েটাম্, বেলেডোনা ইত্যাদিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফিট্ হইবার প্রারম্ভে, একোনাইট্, ষ্ট্রামোনিয়ম্, সাল্‌ফার, তার্পিণ, ক্লোরোঁফরম্ অথবা নাইট্রেট্ অব্‌পোটাশে ভিজান ব্লটিং কাগজ পোড়াইয়া তাহার আঘ্রাণ লইলে ফিট বন্ধ হইতে পারে। গরম জলে হস্ত পদ ডুবাইলেও অনেক উপকার হয়। সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে বায়ু সঞ্চালিত স্থানে বাস, উত্তম রূপে অবগাহন স্নান, চা, কাফি ও দুগ্ধ পান ইত্যাদি বিধেয়।

পথ্য।—পুষ্টিকর, সহজ পাচ্য দ্রব্য সেবনীয়; কোন মতে পেট গরম করা উচিত নহে, বিশেষত রাত্রে অধিক আহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

তাম্রকুটাদি সেবন করা অনুচিত। আফিমে সাময়িক উপকার হয় বটে কিন্তু তাই বলিয়া তাহা সেবন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

---

## মেরুদণ্ড-প্রদাহ।

## (স্পাণ্ডিলাইটিস্)।

কারণ।—উচ্চ হইতে পতন, মেরুদণ্ডে আঘাত লাগা, মেরুদণ্ড মোচোড় খাওয়া; মাথায় আঘাত লাগা, অত্যন্ত জোরে লাফাইয়া পড়া, গলগণ্ড, হাম, বসন্ত বা অন্য কোন রোগের পরে ইত্যাদি।

লক্ষণ।—ঘাড় পিঠে বেদনা হওয়া, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে কষ্ট বোধ; মাথা তুলিতে বা নাড়িতে কষ্ট বোধ হওয়া; চলিতে গেলে মাথা টল টল করা, পৃষ্ঠদণ্ডে বেদনা অনুভব, প্রথমে বাত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, ক্রমে পৃষ্ঠদণ্ড বক্র হইয়া উঠে, স্পাইন অধিক উচ্চ হইয়া উঠে এবং ক্রমশ ঐ উচ্চতা স্ফোটকে পরিণত হয়, পূঁয হয়। রোগীর সবলতা বা দুর্ব্বলতা অনুসারে ৫। ৬ মাস হইতে ২। ৩ বৎসরের মধ্যে এই রোগ আরোগ্য হইতে পারে। শিশুদিগের পীড়া প্রায়ই সাংঘাতিক হইতে দেখা যায় না কিন্তু যৌবনাবস্থায় পীড়া সাধারণতঃ ভয়প্রদ। অনিচ্ছায় মল-মূত্র পরিত্যাগ অথবা একেবারে এতদুভয়ই বন্ধ হওয়াও এ রোগের অন্যতম লক্ষণ।

চিকিৎসা।—ডাক্তার বেয়ারের মতে রোগের প্রথম দুই সপ্তাহ ফস্ফরস্ তৃতীয় ক্রম ব্যবহার্য্য। এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ এই যে রোগীর পরিপাক শক্তি থাকেনা, চলিতে পারে না, অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে, বক্র ভাবের বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রদাহও অধিক অথচ পূঁয জমে নাই, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। দুই সপ্তাহ এই ঔষধে যদি বিশেষ কোন উপকার না হয় তবে নেট্রম্ মিউরিয়েটিকম্ ষষ্ঠ ক্রম দুই সপ্তাহ ব্যবহার্য্য। এই উভয় ঔষধই দিবসে দুই তিন বার ব্যবহার্য্য। শেষোক্ত ঔষধ দুই সপ্তাহ ব্যবহারের পরে প্রথমোক্ত ঔষধটী আবার দুই সপ্তাহ ব্যবহার করা বিধেয়। যত দিন না রোগ আরোগ্য হয় তত দিন এইরূপ করিতে হইবে। কিন্তু তিন দিন ব্যবহারের পরে এক দিবস ঔষধ বন্ধ দেওয়া কর্ত্তব্য। ডাক্তার মজুমদার বলেন যে তিনি এইরূপ চিকিৎসায় বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন।

অস্থিক্ষয় হইতেছে জানিতে পারিলে ফস্ফরিক এসিড, ক্যাল্-কেরিয়া কার্ব্ব, অথবা ক্যালকেরিয়া ফস্ফরিকা ৩০ ক্রম ব্যবহার্য্য। পূঁয হইতে আরম্ভ হইলে সাইলিসিয়া ৩০ ক্রম।

পূঁয হইয়া শীঘ্র শুষ্ক হইতেছে না—মাকুরিয়স বা নাইট্রিক এসিড।

বেদনাধিক্যে—রস্টক্স।

এতদ্ভিন্ন সিপিয়া, পলসেটিলা, ষ্টাফিসেগ্রিয়া, কডলিভার অয়েল, লাইকোপোডিয়াম ইত্যাদি প্রযুজ্য।

যে কোন প্রকার ঔষধই হউক দিবসে দুই তিন বারের অধিক বার ব্যবহার করিলে উপকার না হইয়া বরং অনুপকার হইতে পারে।

রোগের প্রথমাবস্থা হইতেই হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসাধীনে থাকিলে প্রায়ই সুফল হইয়া থাকে। এরোগে রোগীকে নড়িতে দেওয়া বড়ই অবৈধ, কি প্রথমাবস্থায়, কি দ্বিতীয়াবস্থায় রোগীকে স্থিরভাবে রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়। বালকগণ স্বভাবতই চঞ্চল সুতরাং তাহাদিগকে স্থির রাখিতে হইলে কোন প্রকার বল বা কৌশলের প্রয়োজন। দিবারাত্রি যে রোগীকে স্থির রাখিবার জন্য একজন লোক নিযুক্ত থাকিবে ইহা এক-প্রকার অসম্ভব এইজন্য অস্ত্র চিকিৎসকেরা একপ্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া-

ছেন এই যন্ত্রের সাহায্যে রোগীকে অনায়াসেই স্থির ভাবে রাখা যায়। প্রয়োজন হইলে যুবা ব্যক্তির পীড়ায় তাঁহাকে স্থির রাখিবার জন্য কপিকলের সাহায্য লইতে হয়। ফলে যে কোন উপায়েই হউক রোগীকে স্থির ভাবে রাখিতে না পারিলে সুস্থ হইবার পরেও রোগ আবার প্রবল আকার ধারণ করিতে পারে।

পথ্য।—পথ্য সম্বন্ধেও দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়। সর্ব্বদাই পুষ্টিকর পদার্থ সেবনীয় কিন্তু তাই বলিয়া রোগী যাহা পরিপাক করিতে পারিবে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বা অধিক তেজস্কর দ্রব্য খাইতে দেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। চিকিৎসকের এবং রোগীর সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে যত উত্তম গুণ বিশিষ্ট দ্রব্যই হউক না কেন পরিপাক করিতে না পারিলে তাহাতে উপকার হওয়া দূরে থাকুক বরং অনুপকারই হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ঔষধও অধিক মাত্রায় সেবন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আমাদের দেশে চলিত ভাষায় "অমৃতও অধিক খাইলে পেটে বিষ হয়" এইকথা বলিবার কারণও এই।

---

## সংন্যাস রোগ।

### ( সেরিব্র্যাল এপোপ্লেক্সি )।

কারণ।—অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যপান, গাঁজিকা বা অহিফেন সেবন, অথবা অন্য কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করা, অতিরিক্ত শারিরীক পরিশ্রম, মানসিক উত্তেজনা, কোন কারণে অনেকক্ষণ ধরিয়া মাথা নীচু করিয়া থাকা, অকস্মাৎ কোন কারণে অধিক পরিমানে রক্তস্রাব হওয়া, কসা গলা জামা ব্যবহার করা, মলত্যাগের সময় অনেকক্ষণ ধরিয়া বেগ দেওয়া, হঠাৎ অর্শ রোগের রক্তস্রাব হওয়া, ক্রোধ, দুঃখ বা শোকের আধিক্য, যে কোন কারণেই হউক মস্তিষ্কে অধিক পরিমাণে রক্ত প্রবিষ্ট হইয়া আর বহির্গত না হওয়া ইত্যাদি।

প্রৌঢ়াবস্থায় পুরুষেরই শীতকালে এই রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা, পিতা মাতার রোগ হইতেও এরোগ হইতে পারে।

উপদংশ রোগ, হৃদ্‌পিণ্ডের দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বস্থ কোন ভেণ্ট্রিকেলের পীড়া হইতে অথবা পৈশিক বাতের পরেও এই পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

লক্ষণ।—গলা ঘড় ঘড় করা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, জিহ্বা বা দেহের এক পার্শ্বে পক্ষাঘাত, কথা কহিতে কষ্ট বোধ বা অজ্ঞান হইয়া পড়া, মাথা ঘোরা বা ধরা, নিদ্রালুতা, কোন দ্রব্য গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট হওয়া, গতিশক্তি এবং স্পর্শশক্তির হ্রাস, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার শিথিলতা, অজ্ঞান হইয়া পড়া, অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ, চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দর্শন, পদ ও মুখমণ্ডলের পেশী সমূহ কুঞ্চিত হওয়া, নাসাদ্বয় দিয়া রক্তস্রাব, মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন, সামান্য কারণে অত্যন্ত হাসি, দুঃখ, ক্রন্দন বা ক্রোধ হওয়া ইত্যাদি।

পূর্ব্বকালে, স্নায়বিক, মস্তিষ্কীয়, রাক্তিক এবং পাকস্থলী সম্বন্ধীয় বিকৃতির ভেদানুসারে এই রোগকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইত।

শারিরীক সন্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে প্রায়ই মৃত্যু হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—মস্তিষ্ক মধ্যে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে—আর্ণিকা।

তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে একোনাইটের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে উক্ত ঔষধ ব্যবহার্য্য। অনেক দিন ধরিয়া এতদুভয় ঔষধ ব্যবহারেও যদি কোন ফল না পাওয়া যায় তবে সাল্‌ফার, তৎপরে সাইলিসিয়া এবং অবশেষে ব্যারাইটা কার্ব্ব ব্যবহার্য্য।

হর্ষ, ক্রোধ, শোক, দুঃখ অথবা অন্যকোন মানসিক উত্তেজনা জন্য পীড়া হইলে—ফস্ফরস্।

পীড়াক্রমণের পরেই যদি রোগী একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে অথচ সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত হয় নাই তবে—জিঙ্কম্।

নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ অথবা একেবারেই পাওয়া যায় না, গলা ঘড় ঘড় করিতেছে, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, পীড়াক্রমণের সময় পূর্ব্বলক্ষণ সমূহ কিছুই পরিদৃশ্যমান হয় নাই, পেট ফোলা, গাত্র চর্ম্ম শীতল, রোগী একেবারে মৃত-প্রায়, কোমা—হাইড্রোসায়েনিক এসিড্। এই সমস্ত লক্ষণে কেহ কেহ লরোসিরে সস্ ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।

রোগ পূরাতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে পীড়ার পুনরাক্রমণ হয় অথবা পুনরাক্রমণের উপক্রম দেখা যায়—গ্লনয়েন।

পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি জন্য পাকস্থলী বা যকৃত দূষিত, মাথার সম্মুখ দিক ভারি, কোষ্ঠবদ্ধ, অধিক পরিমাণে মানসিক পরিশ্রম বা আবদ্ধস্থানে অধিক সময় অতিবাহিত করিবার জন্য পীড়ায়—নক্সভমিকা।

নানাবিধ বিভীষিকা দর্শন, ভ্রান্তি, সমস্ত দ্রব্য দুইটী দর্শন, মুখ চক্ষু ঘোর লালবর্ণ, শোনিতাধিক্যের লক্ষণ বর্ত্তমান, দৃষ্টি লক্ষ্য শূন্য অস্থিরতা, নানাবিধ মস্তিষ্ক লক্ষণ বর্ত্তমান,—বেলেডানা।

পেশী সমূহ কুঞ্চিত, স্মরণশক্তির হ্রাস, হস্ত পদে পক্ষাঘাত—কষ্টিকম্।

জিহ্বা, মুখ বা মস্তকে পক্ষাঘাত, পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত স্থান শুষ্ক হইয়া যাইতেছে অথচ স্পর্শশক্তির হ্রাস হয় নাই, পেশী সমূহ কাঁপিতে থাকে—কিউপ্রম্।

মুখে শীতল ঘাম হয়, দিন দিন জীবনী শক্তির ভয়ানক হ্রাস, ঘড়্ ঘড়্ বা গোঁ গোঁ শব্দ করা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, মাথাভারি, রোগী সর্ব্বদাই আচ্ছন্নভাবে থাকে, হনু নীচু হইয়া পড়িয়াছে, নাড়ী মোটা অথচ মৃদুগতি, মুখ চোখ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে, শ্বাস বন্ধ হইয়া রোগী হাঁপাইয়া উঠিবার উপক্রম হয়—ওপিয়ম্।

ওপিয়াম্ সংন্যাস রোগের একটী সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা এরোগের প্রায় সমস্ত অবস্থাতেই ব্যবহার করা যায় তন্মধ্যে প্রধান প্রধান লক্ষণ গুলি উপরে বর্ণিত হইল।

ডাক্তার মজুমদার বলেন যে প্লম্বমও এই রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডাক্তার হার্টম্যানের মতে পীড়াক্রমণের অব্যবহিত পরেই যদি রোগী অজ্ঞান হইয়া খেঁচিতে থাকে, গলা ঘড় ঘড়ানি থাকে তবে হাইওসায়েমস্ পরীক্ষা করিয়া দেখা মন্দ নহে।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণানুসারে, মার্কুরিয়স্, আর্জেণ্টম্, রষ্টক্স্, আইওডিয়ম্, ভেরেট্রম, গ্রাফাইটিস্, ককিউলস্, এন্থ্রাকার্ডিয়ম্, ইপিকাক্ ইত্যাদি প্রযুজ্য।

কোন মতে রোগীর মনে কোন প্রকার ভাবনা, হর্ষ, শোক, দুঃখ, ক্রোধ ইত্যাদি না হইতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষ সাবধানতার সহিত এ রোগের চিকিৎসা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। প্রারম্ভে রোগের যে লক্ষণ গুলি প্রকাশ পায় যদি তাহারই দমন করিয়া ফেলা যায় তবে রোগ পূর্ণাবয়বত্ব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আরোগ্য হইয়া যাইতে পারে।

পথ্য —সহজপাচ্য পুষ্টিকর দ্রব্য সেবনীয়। মদ্যাদি কোন প্রকার মাদক বা উত্তেজক পদার্থ সেবন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

---

# মূর্চ্ছাগত বায়ু।

## ( হিষ্টিরিয়া। )

কারণ।—পূর্ব্বে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে জরায়ু স্থানভ্রষ্ট বা অন্য কোনরূপে বিকৃত হওয়াই রোগের একমাত্র কারণ। এখনও অনেকে বলিয়া থাকেন যে বাল্যাবস্থায় বিবাহের পরেই স্বামীর অত্যাচার জন্য জরায়ু বিকৃত হওয়া আজ কাল এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে তাই এক্ষণে এত অধিক হিষ্টিরিয়া রোগ হইতে দেখা যায়, পূর্ব্বে আমাদের দেশে এ রোগ মোটেই ছিল না। এক্ষণে কিন্তু দেখা যায় যে এতদুভয় কল্পনাই ভ্রমাত্মক; কারণ এরূপও দেখা যায় যে জননেন্দ্রিয়ের কোন প্রকার দূষিত ভাব না থাকা সত্বেও এরোগ হইয়া থাকে; অধিকন্তু অনেক পুরুষেরও এই রোগ হইতে দেখা গিয়াছে, আর পূর্ব্বে যে এরোগ আমাদের দেশে ছিলনা এমত নহে, তবে সাধারণ লোকে ইহাকে ভূতে পাওয়া, ডাইনে খাওয়া ইত্যাদি বলিত। বাধক, রজঃকৃচ্ছ্র ইত্যাদি এরোগের আণুসঙ্গিক কারণ। এতদ্ভিন্ন রিপু প্রাবল্য, রিপুচরিতার্থলালসার অতৃপ্তি, শোক, দুঃখ, ক্রোধ বা হর্ষাদি জন্য মানসিক উত্তেজনা, স্বাভাবিক অলসতা, অতি ভোজন, মনো মধ্যে অশ্লীল বিষয়ের আলোচনা ইত্যাদিও এরোগের কারণ।

লক্ষণ।—পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই এই রোগ অধিক পরিমাণে হইতে দেখা যায়। যৌবনাবস্থাই রোগাক্রমণের সময়। পীড়াক্রমণের পূর্ব্বে রোগীর মানসিক ভাবের বিকৃতি উপস্থিত হয়, পরে বুকের ভিতরে যেন কেমন করিতে থাকে, রোগী মনে করে বুক চাপিয়া ধরিলে বুঝি সেভাব সারিয়া যাইবে, মনে ভয় হয়, পরে হঠাৎ মানসিক বিকৃত ভাবের উত্তেজনা হইয়া আক্ষেপ ( ফিট ) উপস্থিত হয়। আক্ষেপের সময় রোগী বিকৃত শব্দ করিতে ও হাত পা খেঁচিতে থাকে। হস্ত প্রায় দৃঢ়মুষ্টি বদ্ধ থাকে, মুখ রগ-ড়াইতে থাকে; পরে কম্পন, হাসি বা কান্নার পরে আক্ষেপ সারিয়া গিয়া কাহারও জ্ঞান হয় কেহ বা আবার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উন্মাদের ন্যায় বকিতে থাকে। নানা প্রকার স্বপ্নদেখে, দেব, দেবী, ভূত, প্রেত, ডাইন ইত্যাদি দেখিতে পায়, কখন বা বলে "আমি ডাইন হইয়াছি"। কখন কাহাকেও মারিতে যায়, গালিদেয়, উলঙ্গ হইতে বা দৌড়িয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে, এই সময়ে প্রায় ঋতুর অনিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। সামান্য বিষয়ের জন্য রোগী অনবরত চিন্তা করিতে থাকে, অল্প বেদনা হইতে পারে, শরীর এবং মন অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—আমাদের বিশ্বাস যে এ রোগের প্রথমাবস্থায় কোন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা এক প্রকার নিষ্ফল; তবে যাহাতে আক্ষেপ বারে কম হয় এবং রোগীর মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয় তাহার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। আক্ষেপাবস্থায় রোগীর চেতনা সম্পাদন করিবার জন্য তাহাকে টানাটানি করা, অঙ্গে আঘাত করা, চিমটী কাটা ইত্যাদিতে কোন-রূপ উপকার হওয়ার পরিবর্ত্তে অনুপকারই হইয়া থাকে। যত টানাটানি করা যাইবে ফিট্ ততই অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং চেতনা প্রাপ্তির পরে রোগী টানাটানির জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা অনুভব করে। আক্ষেপের সময়ে গায়ের জামার বোতাম সকল খুলিয়া দেওয়া এবং কোমরের কাপড় আল্‌গা করিয়া দেওয়া সর্ব্ব প্রথম কার্য্য, তৎপরে রোগীকে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে বায়ু লাগে তাহা করা কর্ত্তব্য। গৃহের দরজা জানালা সমস্ত খুলিয়া দেওয়া উচিত। পরে রোগীর মুখে শীতল জলের ঝাপটা দিতে হইবে, রোগীর গাত্রে হস্ত প্রদান করা নিষিদ্ধ, তবে রোগীকে যাহাতে কোন প্রকার আঘাত না

ত্যাগে অথবা মুখ নীচু করা বা অন্য কোন কারণে নিশ্বাস বন্ধ না হয় সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ফিট বন্ধ না হইলে রোগীর নাকে রুবিনির ক্যাম্ফার, মাস্ক্, বেলেডোনা ১ম ক্রম ইত্যাদি ধরিলে শীঘ্রই রোগী চৈতন্য-লাভ করে। কিন্তু সহজে এরূপ করা তত যুক্তি-সিদ্ধ নহে, কারণ আমরা দেখিয়াছি যে অদ্য যে রোগীকে ক্যাম্ফারের আঘ্রাণ লওয়াইবামাত্র তাহার জ্ঞান-লাভ হইল, কল্য চৈতন্যোৎপাদন করিতে অধিক সময় লাগিল, দুই চারি দিন পরে হয় ত আর তাহাতে উপকার হইলই না। মুখ চক্ষুতে শীতল জলের ছিটা দিয়া বাতাস করিলেই প্রায় আক্ষেপ সারিয়া যায়। রোগীর মন যাহাতে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকে সে বিষয় যত্নবান হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অনেকের এখনও বিশ্বাস আছে যে ভুতে পাইবার বা ডাইনে খাইবার জন্যই এইরূপ হইয়া থাকে, আর রোগীও মুখে অনেক সময় এইরূপ কথা ব্যক্ত করিয়া থাকে সুতরাং নানাবিধ মন্ত্রাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। তুকে বা মন্ত্রে যে কোন প্রকার ফল হয় তাহা আমরা বিশ্বাস করি না বা করিতে ইচ্ছা হয় না, তবে রোগীর মন ভাল থাকার জন্য বা কোনরূপ দ্রব্যগুণে উপকার হইতে পারে এই পর্য্যন্ত। আমি অনেক গুলি রোগীকে কিন্তু কেবল মন্ত্রের সাহায্যে আরোগ্য-লাভ করিতে দেখিয়াছি এবং সেই মন্ত্রবলে কতকগুলি অদ্ভুদ্ অদ্ভুদ্ কার্য্য করিতে দেখিয়াছি, অদ্যাবধি তাহার কোন কারণও নির্দ্দেশ করিতে পারি নাই। যে ইংরাজী শিক্ষার গুণে মন্ত্রাদিতে আমরা অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি সেই ইংরাজের দেশে কিন্তু অদ্যাবধি মন্ত্রাদি প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়। *

---

* পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থ আমি কবিরাজ-কুল-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কবিরত্ন মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে তৎকৃত "কবিরাজ-ডাক্তার-সংবাদ" নামক পুস্তক হইতে কতকগুলি বিলাতী তন্ত্রমন্ত্র তুলিয়া দিলাম যদি অন্যায় হইয়া থাকে তবে মাপ করিবেন; কোন প্রকার আঘাত লাগিলে আঘাত প্রাপ্ত স্থানে একটী সুতা বাঁধিয়া এইরূপ মন্ত্র পাঠ করা হয়;—

"Our Saviour rade,
His forefoot slade,
Our Saviour lighted down;

অনেক স্থানে এরোগের 'টোট্‌কা'ঔষধও পাওয়া যায়। আমার নিজের বাটীতে অপরাপরের অনুরোধে বরাহনগর হইতে একটী ঐরূপ ঔষধ ধারণ করাইয়া অদ্য প্রায় তিন বৎসর কাল রোগী বেশ ভাল আছে। ইহা রোগীর মনের বিশ্বাসের জন্যই হউক আর কোনরূপ দ্রব্যগুণেই হউক তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

প্রসব সময়ে বা প্রসবের অব্যবহিত পরেই ফিট্ হইলে সিকেলি-কর্ণিউটম্ অতি উত্তম ঔষধ।

যকৃত, পেট ও মাথায় বেদনা, বিলম্বে অল্প পরিমাণে গাঢ়, কৃষ্ণবর্ণ ঋতু-রক্ত-স্রাব হয়, ক্ষণে ক্ষণে মনোভাবের পরিবর্ত্তন, শ্বেতপ্রদর রোগ বর্ত্তমান থাকিলে, বিবমিষা, জল উদ্গীরণ, কার্য্যে অনাস্থা—নক্স মস্কেটা।

ঋতুর স্বল্পতা, পিপাসাশূন্যতা, জরায়ু আদি জননেন্দ্রিয়ের বিকৃতি, ঘৃত বা তৈল-পক্ক দ্রব্য আহার করায় পেট গরম হওয়া, শ্লেষ্মা বা পিত্তযুক্ত বমন বা মলত্যাগ, মনোভাবের পরিবর্ত্তন—পল্‌সেটিলা।

বিবমিষা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, খুসখুসে কাশি, হস্তপদ কাঁপা, ঋতুর সময় তলপেট বেদনা অনুভব, বুকে চাপ বোধ হওয়া, চিন্তা, হিক্কা, উদ্গার—ককিউলস্।

লোকজন দেখিলে রোগীর মনে ভয়, লজ্জা বা চিন্তা হয়, রোগী সর্ব্ব-

---

Sinew to sinew,—joint to joint,
Blood to blood, and bone to bone,
Mend thou in God's name."

বালকের ঘুঙড়ী হইলে তাহার পিতা একটী মাকড়সা রোগীর মাথায় রাখিয়া এইরূপ মন্ত্র পড়েন;—

"Spider, as you waste away,
Hooping cough no longer stay."

পরে ঐ মাকড়সাটিকে একটী থলির ভিতরে পুরিয়া রাখা হয়, লোকের বিশ্বাস যে মাকড়সা মরিয়া যেমন শুষ্ক হইতে থাকিবে রোগেরও সেইরূপ শেষ হইতে থাকিবে।

বিকার-রোগ গ্রস্থ লোকের পায়ের নীচে ভেড়ার চামড়া রাখা হয়। পাণ্ডুরোগ হইলে পাঁশ ও মাটীর গোলা পাকাইয়া গোবর গাদার উপরে পুতিয়া রাখা হয়। খঞ্জ ব্যক্তিকে রাত্রে একখানা প্রস্তরের উপরে শুয়াইয়া রাখা হয়। পক্ষাঘাত রোগীকে ভিক্ষালব্ধ অর্থে অঙ্গুরীয়ক ক্রয় করিয়া পরান হয়। হিষ্টিরিয়া রোগ হইলে পুরুষের নিকট হইতে ভিক্ষাউপলব্ধ রৌপ্য-মুদ্রায় অঙ্গুরীয়ক ক্রয় করিয়া রোগীকে পরান হয়। স্ত্রীলোকের এই রোগে নানা তুক্‌তাক্ ভিন্ন অন্য ঔষধ নাই। পল্লীস্থ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা এই সমস্ত তুক্‌তাক্ জানেন, ইত্যাদি।

দাই আপনার অদৃষ্টের দোষ দেয়, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া পাগল হয়, ফিট না থাকিলে — অরম্।

পাকস্থলীতে যেন কি ঢেলার মত হইয়া ক্রমশ উপরে উঠিতে থাকে, রোগী সর্ব্বদাই দুঃখিত, ক্রন্দনেচ্ছা, কখন ঋতুর আধিক্য, কখন বা স্বল্পতা, যোনির ভিতরে বা জরায়ুতে বেদনা অনুভব অথবা চুলকানি, প্রস্রাবে জ্বালা, শ্বেতপ্রদর রোগগ্রস্থা রোগী, বিধবা বা অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের পীড়াতে—কোনায়ম্।

কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট অনুভব, শোক, হতাশ, চিন্তা, দুঃখ, ক্রন্দন, চীৎকার, ক্ষণে ক্ষণে লক্ষণের পরিবর্ত্তন, পূর্ণ গর্ভাবস্থায় ফিট হইলে—ইগ্নেসিয়া।

কাম-রিপুর প্রাবল্য, কথা কহিতে চাপ বোধ হওয়া, কার্য্যে অলসতা, ফেলফেলে এবং উর্দ্ধ-দৃষ্টি, হাত পা কঠিন, সামান্য কারণেই ক্রন্দন, সর্ব্বদাই যেন বেদনা অনুভব অথচ শরীরের ঠিক কোন স্থানে বেদনা তাহা বলিতে পারে না, সর্ব্ব শরীর শীতল—মস্কস্।

এতদ্ভিন্ন নেট্রম্, মার্কুরিয়স্, সিপিয়া, ভেলিরিয়ান, ট্যারেণ্টুলা, এসাফেডিটা, ভাইওলা ওডোরেটা, ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকা ইত্যাদিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পথ্য।—রোগীর ইচ্ছামত নাতিউষ্ণ, নাতিশীতল, লঘু, সহজপাচ্য অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য সেবনীয়। মাদকাদি উত্তেজক দ্রব্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

---

## অপস্মার বা মৃগীরোগ।

### ( এপিলেপ্সি )।

কারণ।—স্নায়বিক পীড়াগ্রস্থ পিতামাতা হইতে জন্ম, কুলক্রমাগত প্রকৃতি, মস্তকে আঘাত লাগা, মস্তিষ্ক বিকার, কৃমি, হস্ত, পশু, বা পুংমৈথুন, জবায়ুর পীড়া, কামরিপুর প্রাবল্য, ভয়, কোন প্রকার আঘাত লাগা, দৈহিক যন্ত্র বিশেষের বৈলক্ষণ্য ইত্যাদি।

লক্ষণ।—মনোভাবের বিকৃতি, মুখরক্তশূন্য, মনে ভয়ের উদ্রেক, অকস্মাৎ বিকট শব্দ করিয়া পতন, মুখ দিয়া সফেন লালা নিস্রাব, পরে কম্পন, কেহ কেহ শীঘ্রই চেতনালাভ করে, কেহ বা আবার চৈতন্য লাভের পরেই গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হয়, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, শরীর ও মন অত্যন্ত দুর্ব্বল, একাকী থাকিলে বা নিদ্রাবস্থায় হিষ্টিরিয়া রোগে তত ভয় হয় না বটে কিন্তু মৃগী রোগীর সর্ব্বদাই জলে ও অগ্নিতে অথবা উচ্চ হইতে পতনাদি জন্য মৃত্যু ভয় থাকে।

চিকিৎসা।—এরোগ এক প্রকার দুরারোগ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তবে হোমিওপ্যাথি মতে বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করিলে আরোগ্য লাভের অনেক সম্ভাবনা আছে। অনেকের বিশ্বাস যে মস্তিষ্কের ভিতরে দুইটী পোকা জন্মায় যখন সেই দুইটী পোকাতে লড়াই লাগে তখনই এই রোগ জন্য মূর্চ্ছা হয়, এটী কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

ভয় জন্য ক্রথবা নিদ্রাবস্থায় হইলে নূতন মৃগীরোগে—ওপিয়ম্।

বিভীষিকাময় স্বপ্নদর্শন, শ্বাসকৃচ্ছ্র, চিন্তা, নানাবিধ মস্তিষ্ক লক্ষণ, পাকস্থলী হইতে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে—বেলেডোনা। ডাক্তার মজুমদার বলেন যে তিনি এই রোগে এ ঔষধে অনেক উপকার পাইয়াছেন। ইহা বাস্তবিকই এরোগের একটী প্রধান ঔষধ।

মেরুদণ্ডের স্নায়ুমণ্ডলীতে পক্ষাঘাত হইয়াছে, ঘন ঘন ফিট হয় এবং ফিট হইবার পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারা যায় না, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল—সিকেলি কর্ণিউটম্।

কৃমি জন্য পীড়াতে— সিনা, স্যাণ্টোনাইনাম্ ইত্যাদি।

রাত্রিকালে পীড়া হয়, পেটে পীড়া আরম্ভ, মাথা ঘুরিয়া জ্ঞান লোপ হয় অথচ আক্ষেপ হয় না, এরূপ স্থলে ডাক্তার হার্টমান ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন।

ভয়ানক আক্ষেপের প্রাবল্য, দন্তোদ্গম সময়ের পীড়া, রাত্রিকালে আক্ষেপ, হাম বা বসন্ত কণ্ডু বসিয়া যাওয়া জন্য পীড়া, রোগ প্রকাশের পূর্ব্বে ভয়ানক চীৎকার করা, হস্তপদ শীতল, মুখ রক্তশূন্য, উজ্জ্বল চাহনি, চক্ষের তারা বিস্তৃত, সামান্য শব্দেই চমকিয়া উঠা, ঘন ঘন প্রস্রাব ত্যাগ, শ্বাস

স্বচ্ছ,নিদ্রালুতা,বেলেডোনায় উপকার হয় নাই—কিউপ্রম্ মেটালিকম্।
কেহ কেহ কিউপ্রম্ এসিটিকম্ ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন। ডাক্তার মজুমদার প্রথমোক্ত ঔষধটীর উচ্চক্রম এবং শেষোক্তটীর নিম্নক্রম প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ডাক্তার রডাক নূতন মৃগীরোগে ইগ্নেসিয়া ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং রোগাক্রমণের পূর্ব্বে কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রোধ হইতে রোগের উৎপত্তি, কান ভোঁ ভোঁ করা, পেশী সমূহ অত্যন্ত শক্ত হওয়া, পশ্চাৎ দিকে মাথা ঘুরিয়া পড়া, হস্তপদ অসাড়, শিরো ঘূর্ণন, পেট ভার ইত্যাদি লক্ষণে অর্দ্ধগ্লাস জলে ২০ফোঁটা ৩x ক্রম নক্সভমিকা মিশ্রিত করিয়া তাহাই এক চামচে করিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিয়া একটী রোগী অদ্ভুতরূপে আরোগ্য হইয়াছে তাহারই ইতিহাস দিয়াছেন; কিন্তু ডাক্তার মজুমদার বলেন যে প্রকৃত মৃগীরোগে এই উভয় ঔষধই বিশেষ ফলপ্রদ নহে।

হস্ত মৈথুন জন্য পীড়া, মূর্চ্ছা হইবার পূর্ব্বে রোগী ভয়ানক চীৎকার করে, মূর্চ্ছার সময়ে মুখ দিয়া সফেন লালা (গাঁজলা) নিস্রব হয়, মূর্চ্ছা ভঙ্গের পরে মাথা ভার বোধ হয়, হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে থাকে—ল্যাকেসিস্।

হস্ত মৈথুনাদির দ্বারা অপরিমিত রেতঃব্যয় জন্য পীড়াতে ল্যাকেসিস্ ভিন্ন ফস্ফরিক এসিড্, ডিজিটেলিস্ ও চায়না অথবা ফস্ফরস্ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছার সময় মুখ দিয়া গাঁজলা নিস্রব হয়, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, দাঁতকবাটী লাগা এরূপ অবস্থায় ডাক্তার লিলিয়াস্থাল হাইড্রোসায়েনিক্ এসিড ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

অম্লবমন, মূর্চ্ছা আসিবার পূর্ব্বে পেটে বা বুকে অম্লরোগের বেদনার ন্যায় বেদনা ধরে, খিট্খিটে শিশুর পীড়ায়, একগণ্ড লাল এবং অপর গণ্ড একেবারে রক্তশূন্য— ক্যামমিলা।

ব্রোমাইড্ অফ পোটাস্ সেবনে রোগ একেবারে আরোগ্য না হইলেও অনেক উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে আক্ষেপ ও অনেক কমিয়া যায় এবং অল্পক্ষণ স্থায়ী ও তেজহীন হইয়া যায়। ইহার মাত্রা দিবসে সাত হইতে দশ গ্রেণ করিয়া দুই তিন বার সেবনীয়। এ ঔষধে উপকার হইবার

সঙ্গে সঙ্গে অথবা অগ্রেই গায়ে চুলকানি ইত্যাদি বড় কষ্ট দেয় সেই জন্য আমরা ইহা অধিক পরিমানে ব্যবহার করিতে নিষেধ করি।

সবিরাম শ্বাস প্রশ্বাস, নাড়ীক্ষীণ, প্রলাপ, মুর্চ্ছাভঙ্গের পরে নিদ্রা, মুখ-মণ্ডল রক্তশূন্য ও স্ফীত, বিবমিষা বা বমন, শিওর পীড়া, আলোকে চাহিতে পারেনা, চক্ষু বহির্গমনোন্মুখ— সাইকিউটা ভাইরোসা।

'এতদ্ভিন্ন' সাল্‌ফার, ক্যালিহাইড্রইড, লাইকোপোডিয়ম্, কুকিউলস্, র‍্যানান্‌কিউলস্, ফিলিক্স, হাইওসায়েমস্, নাই-ট্রিকএসিড, এগারিকস্, ষ্ট্রামোনিয়ম্, আর্সেনিকম্ ইত্যাদিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এরোগ এক প্রকার দুরারোগ্য সুতরাং অধিক পরিমানে ঔষধ সেবন করান তত যুক্তি সিদ্ধ নহে। পুরাতন রোগে উচ্চ ক্রমই উপযোগী। রোগীর মন যাহাতে ভাল থাকে সেবিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। মন এবং শরীরের যেমন অধিক পরিশ্রম করা নিষিদ্ধ সেইরূপ একেবারে বিশ্রামও অনুচিত। মাদক দ্রব্য সেবন বা অন্য কোন কারণে রোগীর কোনরূপ মানসিক উত্তেজনা যেন না হয়। রেতস্খলন সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। রোগীকে কখন একাকী থাকিতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ অগ্নি, জল এবং পতনাদি হইতে সর্ব্বদাই মৃত্যুর ভয় আছে। আক্ষেপ বন্ধ হইলেই রোগ আরোগ্য হইয়া গেল মনে করা ভ্রম।

---

## রোগ ভ্রান্তি বা রোগোন্মত্ততা।

### ( হাইপোকণ্ড্রিয়াসিস্ )।

কারণ।—কৌলিক প্রকৃতি, শোক, দুঃখ, আনন্দ, হতাশা, নিরানন্দ, একেবারে কার্য্যশূন্যতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অধিক পরিমাণে, বিশেষত অসৎ উপায়ে কামরিপুচরিতার্থ করা, উপদংশ, সেহ, পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ইত্যাদি রোগ ভোগ বা অন্য কোন কারণে মানাবৃত্তির তেজশূন্যতাই

এরোগের কারণ। কেহ কেহ বলেন যে অজ্ঞব্যক্তিরা চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিয়া এই রোগে পতিত হয়। তাহাতে নানা প্রকার রোগের কারণ লক্ষণাদি দেখিয়া আপনার সেই রোগ হইয়াছে মনে করে অথবা শীঘ্রই হইবার আশঙ্কা করে। একথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও যে কতক পরিমাণে সম্ভব তাহার আর সন্দেহ নাই।

লক্ষণ।—সামান্য কারণে বা একেবারেই অকারণে রোগী নিজ দেহ মধ্যে ভয়ানক পীড়া হইয়াছে মনে করে অথবা হইবার আশঙ্কা করে; চিকিৎসকের নিকট রোগের লক্ষণাদির বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হয় অথবা চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তকে আপনার মনের মধ্যে কোন রোগের লক্ষণগুলি আপনার দেহে দেখিতে পায়। মন এইরূপ ভ্রান্ত হওয়ায় কখন শীত বোধ কখন বা গ্রীষ্ম বোধ হয়, কখন মাথা ভারি, কখন আধকপালে ধরা, শরীরের নানা স্থান বেদনা, চুলকানি, আক্ষেপ, অনিদ্রা, স্বপ্ন দর্শন, মূত্রাধিক্য, স্নায়ুশূল ইত্যাদি ভ্রম হইয়া থাকে। এই সমস্ত বৃথা ভ্রম ক্রমশ এত অধিক হয় যে রোগী সাংসারিক কার্য্যাদিতে মনোনিবেশ করিতে একেবারে অক্ষম হইয়া পড়ে। অমাবস্যার পরে প্রতিপদ হইতে চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সহিত এই রোগও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কখন কখন আবার এই অসুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে অল্পক্ষণস্থায়ী আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। এ রোগ প্রায় সাংঘাতিক হয় না তবে বৃথা রোগ ভ্রমে অকারণ অতিরিক্ত ঔষধ সেবন জন্য শরীর ক্রমশ জীর্ণ হইয়া মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা।—এ রোগের চিকিৎসা করিতে গিয়া রোগীকে তাঁহার উপর শ্রদ্ধাবান রাখিতে চেষ্টা করাই চিকিৎসকের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। রোগী বলিল "আমার অমুক পীড়া হইয়াছে তাহারই ঔষধ দিবেন।" অমনি চিকিৎসক বলিবেন "আমিও ঠিক তাহাই মনে করিয়াছি এবং তাহারই ঔষধ দিতে যাইতেছিলাম। আপনি বড় চমৎকার রোগনির্ণয় করিয়াছেন" ইত্যাদি। কিন্তু মুখে যাহা বলিবেন কার্য্যে যেন তাহাই না করা হয়। রোগী অকারণ কতকগুলা অসংলগ্ন বকিতেছে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিকিৎসককে জানাইতে হইবে যে যেন তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহার বাক্যে মনোযোগ দিয়াছেন। যে কোন কারণেই হউক চিকিৎসকের প্রতি রোগীর

অবিশ্বাস জন্মিলে আর তাঁহার চিকিৎসার কোনপ্রকার ফললাভ করিবার আশা থাকেনা, সুতরাং চিকিৎসককে সে বিষয়ে সাবধান হইতে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

যকৃত বিকৃতি, মাদকদ্রব্য সেবন জন্য পীড়া, আহারের পরে পেট ফুলিতে থাকে, অতি ভোজন, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়, অতিপরিশ্রম, নানা প্রকার অপাকের লক্ষণ—নক্স্ ভমিকা। ইহাই এ রোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

অস্বাভাবিক উপায়ে ( যথা হস্তমৈথুন, পশুমৈথুন ইত্যাদি ) রিপুচরিতার্থ করার জন্য পীড়ায়, মেরুদণ্ডের বেদনাধিক্য, জননেন্দ্রিয়ে কোন পীড়া হওয়া প্রযুক্ত রোগে—ফস্ফরস্।

ঠিক নক্সভমিকার বিপরীত পল্সেটিলা। এই ঔষধের অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে, স্বভাবত নিরীহ রোগী, রোগীর কাঁদিতে ইচ্ছা হয়, ঘৃত বা তৈল পক্ক দ্রব্য সেবনে উদরাময় হইয়াছে অথবা সন্ধ্যার পরে জ্বরবোধ হয়, ইত্যাদিই প্রধান।

চিকিৎসা-বিভ্রাট জন্য উপদংশ রোগ হইতে এই পীড়া জন্মিলে, নক্সভমিকার সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান সত্ত্বেও তাহাতে কোন ফল না পাইলে—সাল্ফার।

আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, স্ত্রী বা প্রিয়জন বিরহে শোক জন্য পীড়ায়, আর্থিক অভাব বা অন্য কোন কারণে অত্যন্ত মনোকষ্ট জন্য রোগ, কোন বিষয়ে হতাশ হওয়া জন্য পীড়ায়—ইগ্নেসিয়া।

অতিরিক্ত শোক ভোগ একেবারে কাতর হইয়া পড়াজন্য রোগ, উপদংশ রোগ বা অতিরিক্ত পরিমাণে ( হস্ত মৈথুনাদির দ্বারা ) রেতঃপাত হেতু মানসিক নিস্তেজতা জন্য পীড়ায়, পরিপাক ক্রিয়া বিকৃত হইয়া পেট ফাঁপিতেছে—ষ্টাফিসেগ্রিয়া।

কথা কহিতে অনিচ্ছা, সর্ব্বদা বিমর্ষ ভাব, ধর্ম্মোন্মত্ততা, অসুস্থ বোধ হওয়া, সর্ব্বক্ষণ ভীত, আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা, রোগী সর্ব্বদাই আপন ভাবে বিভোর—অরম্।

কখন কখন দেহ মধ্যে জ্বালা অনুভব, বিমর্ষতা এবং দিন দিন জীবনীশক্তির হ্রাস—আর্সেনিকাম্।

রিপুর যথেষ্ট উত্তেজনা সত্বেও কোন কারণ বশত তাহার চরিতার্থ করিতে না পারায় মেহাদি রোগে জননেন্দ্রিয় বিকৃত হওয়া, বাঁচিতে ইচ্ছা নাই, কটিবাত যুক্ত রোগ, মনের নিস্তেজতা, প্রস্রাবের দোষ, পরিশ্রম করিতে অপারক ইত্যাদিতে—কোনায়ম্।

জননেন্দ্রিয় বিকৃতি জন্য পীড়ায় এনাকার্ডিয়ম্, প্লাটিনা, সিপিয়া, অরম্, এগ্‌নস্‌কাষ্টস্ ইত্যাদিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণ দর্শনে, ষ্ট্যানম্, নেট্রম্ মিউরিয়েটিকম্, জিঙ্কম্, ফস্ফরিকএসিড, ক্যাল্‌কেরিয়াকার্ব, নাইট্রিকএসিড, ভেরে-ট্রামএল্বাম্ ইত্যাদি প্রযুজ্য।

পথ্য।—এরোগে রোগী স্বেচ্ছানুসারেই এত লঘু এবং অল্প পরিমাণে আহার করিয়া থাকে যে তাহাতে কেবল মাত্র দেহের পুষ্টিসাধন হওয়াও কষ্টকর। রোগী যাহাতে সহজপাচ্য অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য খায় সে বিষয় চিকিৎসকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। রোগোন্মত্ততার সঙ্গে অন্য কোন পীড়া থাকিলে বিবেচনা করিয়া পথ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

---

# শিরঃপীড়া।

## ( হেড্‌এক্। )

কারণ।—যে কোন কারণে হউক রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তস্বল্পতা, মস্তিষ্কে আঘাত লাগা, পিত্তাধিক্য, অপাক, শারীর যন্ত্রের বিকৃতি, স্নায়বিক পীড়া, মস্তকাস্থিতে পীড়া, অগ্নি বা রৌদ্রের উত্তাপ লাগা, অতিরিক্ত শারিরীক বা মানসিক পরিশ্রম করা, ক্ষুধার সময়ে আহার না করা, মদ, গাঁজা, বা অন্য কোন মাদক দ্রব্য সেবন করা, অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রোধ বা ভয় হওয়া, অত্যন্ত বিকট চীৎকার বা অন্য কোন কারণে হঠাৎ চমকিয়া উঠা, কোন প্রকার দুর্গন্ধ বা তীব্রগন্ধময় দ্রব্যের আঘ্রাণ

লওয়া, হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়া, রাত্রি জাগরণ, দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত পরিমাণে রিপু চরিতার্থ করা, হিষ্টিরিয়া রোগ ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—মুখ চোখ রক্তবর্ণ হইয়া মাথার ভিতরে দপ্ দপ্ করিতেছে, চক্ষু চাহিতে কষ্ট বোধ হয়, শুইয়া থাকিলে এবং মাথা টিপিয়া দিলে আরাম বোধ হয়, মাথা নাড়িলে বেদনার আধিক্য, রক্তাধিক্য জন্য পীড়া, অকস্মাৎ আপনা আপনি মাথা ধরে আবার কিয়ৎক্ষণ পরে আপনা আপনিই সারিয়া যায়—বেলেডোনা।

প্রাতঃকালে মস্তকের পশ্চাত দিক ধরে এবং রৌদ্রের বৃদ্ধির সহিত ক্রমশ সমস্ত মস্তক আক্রান্ত হইয়া পড়ে আবার অপরাহ্ণে সারিয়া যায়, হস্ত মৈথুনাদি অসদুপায়ে রিপু চরিতার্থ করা হেতু পীড়ায়, আলস্যে বৃদ্ধি এবং কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে আরাম বোধ হওয়া, মাথার ভিতরে দপ্ দপ্ করা, গোলমাল সহিতে পারে না—চায়না।

স্রোতের জলে যাঁহাদের স্নান করা অভ্যাস নাই জোয়ারের জলে স্নান করিলে প্রায়ই তাঁহাদের মাথা ভার হয় বা ধরে; এরূপ স্থলে এণ্টিম-নিয়ম্ক্রুডম্ অতি উত্তম ঔষধ।

সূর্য্যাতপশূন্য স্থানে বা গৃহমধ্যে অবস্থান করিলে আরাম বোধ হয়, মানসিক বা দৈহিক পরিশ্রমে রোগের বৃদ্ধি হয়, বিবমিষা বা বমন—ককি-উলস্।

মাথা ঘোরে, বিবমিষা বা কাঠ বমি, মাথা নীচু করিলে পীড়ার বৃদ্ধি, চক্ষু বুজিয়া শয়ন করিলে আরাম বোধ হয়, সামান্য মানসিক পরিশ্রম করিলে অথবা বাহিরের বায়ু সেবন করিলেই মাথাধরা বৃদ্ধি হয়, বালকের মাথা-ধরা—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব। ইহাতেও উপকার না হইলে, বিশেষতঃ স্কুলের ছেলেদের মাথাধরা—ক্যালকেরিয়া ফস্ফরস্।

ঋতুকৃচ্ছ্র বা অতিরিক্ত মদ্যপান জন্য মাথা ধরায়—সিমিসিফিউগা।

কৃমি, মৃগীরোগ বা শোণিত-স্বল্পতা জন্য মাথার সম্মুখ দিক ভারি হওয়া, রোগী অত্যন্ত খিট খিটে—সিনা।

পিত্তাধিক্য জন্য অপরাহ্ণে অসহ্য মাথাধরা, কিয়ৎক্ষণ জন্য মাথার যন্ত্রণা থাকে না বলিয়া মনে হয় আবার যেমন তেমনই হইয়া উঠে—কলোসিন্থ।

স্নানের পরে মাথাধরা বা বাতরোগগ্রস্থ ব্যক্তির পীড়ায়—রস্‌টক্স্ ।

ঋতুকৃচ্ছ্র জন্য বা তৈল বা ঘৃতপক্ক দ্রব্য সেবনে পাকস্থলী উত্তেজিত হওয়া জন্য অপরাহ্ণে মাথাধরে, বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে আরাম বোধ হয়, মস্তিষ্কের ভিতরে যেন খোঁচা বিঁধিতে থাকে, ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকে না, মাথাঘোরে মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, হৃদ্‌কম্পন—পল্‌সেটিলা ।

শারিরীক বা মানসিক শ্রমাধিক্য জন্য পীড়ায়, সর্দ্দিজন্য মাথাধরায়, অত্যন্ত যন্ত্রণা, মাথার একদিক যেন খসিয়া যাইতেছে মনে হয়, রোগী উঠিয়া দাঁড়াইলে অন্ধকার দেখিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম—ল্যাকেসিস্ ।

শোক বা দুঃখ ভোগ জন্য মাথাধরা, এক, দুই বা তিন সপ্তাহ অন্তর অথবা মাসান্তর মাথাধরা, হিষ্টিরিয়া রোগীর মাথাধরা, বিবমিষা, আহারের পরে পীড়ার বৃদ্ধি—ইগ্নেসিয়া ।

অর্শরোগগ্রস্থ ব্যক্তির কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া মাথা ধরিয়াছে, কোমর বেদনা করিতেছে—এলোজ্ ।

গুরুপাক দ্রব্য সেবন জন্য পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি হইয়া মাথা ধরিয়াছে, মস্তক ভঙ্গ হইয়া যাইবার মত বেদনা, প্রাতে বা আহারের পরে মাথা ধরে, রোগী স্বভাবত তেজস্বী বা ক্রোধ পরবশ, মদ্যপায়ী, মাথা নীচু করিলে রোগের বৃদ্ধি হয়, বিবমিষা বা বমন—নক্সভমিকা ।

উদরাময় থাকিলে মাথা ধরা বন্ধ থাকে আবার উদরাময় বন্ধ হইলেই মাথা ধরে - পডোফাইলাম্ ।

কোন বিষয় চিন্তা করিলেই মাথা ধরে এবং জোরে মাথা বাঁধিয়া দিলেই আরাম বোধ হয়—আর্জেণ্টম নাইট্রিকম্ ।

এতদ্ভিন্ন সাল্‌ফার, ভেরেট্রম্, ফস্ফরস্, ফস্ফরিক এসিড, আর্ণিকা, জিঙ্কম্, এগারিকস্, এপিস্, জেল্‌সিমিয়ম্, ক্রোকস্, সিপিয়া, হিপার সাল্‌ফার, সাইলিসিয়া, সাইক্লোমন্, গ্লনয়েন্, নেট্রম্ মিউরিয়েটিকম্ ইত্যাদিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

পথ্য।—সহজ পাচ্য দ্রব্য সেবনীয় । উত্তেজক দ্রব্য আহার বা পান করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ।

আমাদের দেশে অনেক পল্লীগ্রামে আজও শিরঃপীড়ার অনেক প্রকার কুকতাক্, তন্ত্রমন্ত্র প্রচলিত আছে। ইংরাজদের দেশেও এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সসেক্স জেলা নিবাসী কৃষকদিগের ধারণা যে মাথার চুল কাটিয়া অনাবৃত স্থানে ফেলিলে ঐ চুল হইতে ২।৪ গাছি যদি একটী পক্ষী চঞ্চু দ্বারা তুলিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে যাহার মাথার চুল নিশ্চয়ই তাহার শিরঃপীড়া হইবে; এই ভয়ে তাহারা মাথার চুল কাটিয়া কখনই অনাবৃত স্থানে ফেলেনা। *

---

## ধনুষ্টঙ্কার।

### ( টিটেনস্ )।

কারণ।—দাঁত তোলা, অত্যন্ত গরমের পরে হঠাৎ একেবারে অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগা, অধিক পরিমাণে হিম লাগান বা ভিজা স্থানে বাস করা, অকস্মাৎ ভূবায়ুর পরিবর্ত্তন, শিশুর নাড়ী কাটার দোষ, আঘাত লাগা, বা স্নায়ু সম্বন্ধীয় বিকার ইত্যাদি।

রক্ত বা স্নায়ু-বিকৃতি জন্য পীড়াকে ইংরাজীতে ইডিওপ্যাথিক্, নাড়ীকাটার দোষে পীড়া হইলে টিটেনস্ নিয়ুওনোটোরম্ এবং আঘাত জন্য পীড়াকে ট্রম্যাটিক্ পীড়া কহে। আমাদের দেশে ইবিসিপি-লাস্ রোগের ন্যায় এরোগকেও "পেঁচোয় পাওয়া" বলে। পুরুষ দিগেরই এই রোগ অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে। প্রায় সকল বয়সেই এ রোগ হইতে পারে, তন্মধ্যে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত এ রোগাক্রমণের অধিক আশঙ্কা।

লক্ষণ।—পীড়াক্রমণের পূর্ব্বে চোয়াল চাপিয়া ধরে, রোগী মুখ-ব্যাদন ( হাঁ ) করিতে কষ্টবোধ করে সেই জন্য ইহাকে "লক্-জ" বলে। শরীরের

---

* শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কবিরত্ন কৃত "কবিরাজ ডাক্তার-সংবাদ" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

পেশী সমূহ বিশেষতঃ বক্ষঃস্থল; উদর ও গ্রীবাদেশের পেশী সমূহ কঠিন হইয়া উঠে, একবার আক্ষেপযুক্ত হয় আবার সারিয়া যায়, একবার কুঞ্চিত এবং পরক্ষণেই প্রসারিত হইতে থাকে ; ধনুকের ছিলা ধরিয়া টানিলে যেমন ধনুক বক্র হইয়া পড়ে আবার ছিলা ছাড়িয়া দিবা মাত্র সোজা হয় এরোগেও রোগী ঠিক সেইরূপ হইবার জন্য ইহাব নাম 'ধনুষ্টংকার' হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বক্ষঃ স্থলে অত্যন্ত বেদনা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, দাঁত কড়কড়ানি, খেঁচুনি, নিদ্রা; মূত্রাধিক্য, দৃষ্টি স্থির হওয়া, মুখ কোনে টান পড়া, হস্ত পদ কঠিন হওয়া, অসাড়ে মল মুত্র ত্যাগ, শরীর কম্পন ও উষ্ণতা, মুখ মণ্ডল রক্তশূন্য ইত্যাদিও হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—এরোগে নিম্নক্রম ঔষধই ব্যবহার্য্য। শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ সেবন করানও কর্ত্তব্য।

ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হইলে—একোনাইটাম্ বা রষ্টক্সিডেণ্ড্রাম্।

শিশুদিগের নাড়ী কাটার দোষে পীড়ায়—মাস্কস।

আঘাত বশতঃ পীড়ায়—আর্ণিকা বা ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা।

ষ্ট্রামোনিয়ম্ এরোগের সর্ব্বপ্রধার ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। ইহার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে দাঁত কড় কড়ানি, খেঁচুনি, ধনুকের মত বাঁকিয়া যাওয়া, হস্ত পদেব কাঠিন্য, ভয়ানক শ্বাসকৃচ্ছ্র, চোয়াল চাপিয়া ধরা, মূত্রাধিক্য ইত্যাদিই প্রধান।

কৃমিজন্য পীড়ায়—সিনা।

স্মৃতিশক্তির হ্রাস হয় না, দেহগ্রন্থি সমূহ মোচড়াইয়া ভাঙ্গিবার মত যন্ত্রণা, শবীর কম্পন, ক্লান্তি-বোধ, খেঁচুনি, ধনুকের ন্যায় বক্রতা, অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ—নক্সভমিকা। ইহাও একটী প্রধান ঔষধ।

মুখকোনে টান ধবে, মেরুদণ্ডে রক্তাধিক্য, চোয়াল ধবা, নিদ্রা-শূন্যতা, অসাড়ে মল মুত্র ত্যাগ, শ্বাসকৃচ্ছ্র, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা বা অন্যান্য মস্তিষ্ক লক্ষণ বর্ত্তমান, অস্থিরতা—বেলেডোনা।

গলাধঃকরণে কষ্টবোধ হয়, হাত পায়ে খাল ধরে, বুক, পিট ও চোয়াল শক্ত হইয়া উঠে, শ্বাসকৃচ্ছ্র, বুকে বেদনা, অনিচ্ছায় মল মুত্র ত্যাগ—জেল্-সিমিয়াম্।

পেশী সমূহ শক্ত হইয়া একবার কুঞ্চিত এবং পরক্ষণেই প্রসারিত হয়, অত্যন্ত জোরে দাঁত-কবাটী লাগা, শ্বাস কৃচ্ছ্র—ফাইটোলাক্কা।

পাকস্থলীতে ও বুকে বেদনা এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র, চক্ষু বহির্গমনোন্মুখ, মুখ-কোনে টান ধরা, রোগী অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করে, চোয়াল চাপা, দেহ কম্পন, গলাধঃকরণে কষ্টানুভব—কোনিয়ম্।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণানুসারে, ফাইসষ্টিগ্মা, ল্যাকেসিস্, সিকেলি-কর্ণিউটম, সাইকিউটা, ব্রাইওনিয়া, ওপিয়ম, ভেরেট্রম ইত্যাদিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

## চর্ম্মরোগ।

( স্কিন্ ডিজিসেস্।)

পাঁচড়া, চুলকাণি (স্কেবিস্, ইচেস্) ইত্যাদি।—রক্ত দূষিত হইয়া এই সমস্ত রোগ হইয়া থাকে। ইহা সংক্রামক রোগ, রোগী সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। পীড়াক্রান্ত স্থান উত্তমরূপে সাবান জলে ধৌত করিবে পরে যদি চড়্ চড়্ করে তবে ঘৃত লাগান মন্দ নহে। এরোগে মাখন ও ঘৃত খাইতে পারিলে প্রায়ই আর অন্য ঔষধের প্রয়োজন করে না। হোমিওপ্যাথি মতে সাল্‌ফারই প্রায় ইহার এক মাত্র ঔষধ। অনেকে দুই চারি দিন উক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়াই কোন ফল না পাইলেই অমনি সমস্ত আশা ভরসা পরিত্যাগ করেন, কিন্তু সেটি ঠিক নহে; পীড়ার অবস্থা অনুসারে সময়ে সময়ে এক বা দেড় মাস ধরিয়া এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। সালফার ব্যবহার করিলে প্রথম প্রথম রোগের বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া বোধ হয়; পরে এই ঔষধেই আবার সমূলে আরোগ্য হইয়া যায়।

চর্ম্মের নীচে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটানু জন্মিয়া এই রোগের উৎপত্তি করে। এই কীটানুকে ইংরাজীতে একেরাস কহে। রোগীর ব্যবহৃত

বস্ত্রাদির সহিত ইহারা দেহান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া রোগোৎপাদন করিতে পারে সেইজন্য রোগীর ব্যবহৃত গামছা, বস্ত্র ইত্যাদি রজকের বাটী না দিয়া কখন ব্যবহার করা উচিত নহে।

উপরোক্ত ঔষধ ভিন্ন, মার্কুরিয়স্, কষ্টিকম, রষ্টক্স, লাইকোপোডিয়াম, হেপার সাল্‌ফার ইত্যাদিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম পাতা-সিদ্ধ জলে পীড়াক্রান্ত স্থান ধৌত করা এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এরোগ নিরাকরণের অন্যতম উপায়।

ব্রণ, স্ফোটক—(বয়েল, এ্যাব্‌সেস্)—ছোট হইলেই ব্রণ আর বড় হইলে স্ফোটক বলিয়া থাকে। রোগারম্ভের সময়, অর্থাৎ যে সময় লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, সেই সময়ে বেলেডোনা অতি উত্তম ঔষধ। কোন কারণে গ্রন্থি স্ফীত হইয়া স্ফোটকাকার ধারণ করিলে—মার্কুরিয়স্, কোমল স্থানে ব্রণ হইলে—আর্ণিকা। যৌবন সুলভ ইন্দ্রিয় দোষ বশতঃ ব্রণে ক্যাল্‌কেরিয়া। পূঁয হইলে বা পুরাতন অবস্থায় নালী হইলে বা তদুপক্রমে—হেপার সাল্‌ফার, সাইলিসিয়া। এক স্থানে অনেক ব্রণ হইলে, বিশেষতঃ যুবা বয়সে মুখে অনেক ব্রণ হইলে,—রষ্টক্স, কার্ব্বিভেজ, সাল্‌ফার। শীতল জল, তোকমারি বা মসনের পটীও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সহজে ফাটিতেছেনা এরূপ অবস্থায় ছুরি দিয়া মুখ কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

দদ্রুরোগ (রিংওয়ার্ম)—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব এক মাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মার্কুরিয়স্‌ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আঁচিল (ওয়ার্ট, মোল্)—থুজা (মাদার-টিংচার) বাহ্য-প্রয়োগ এবং ৩০ ক্রম সেবন বিধি।

আঘাত—উচ্চ নীচু হইয়া ফুলাতে—রষ্টক্স। ঋতু কৃচ্ছ্র বা ঘৃত অথবা তৈল পক্ক দ্রব্য সেবনে অজীর্ণ হেতু পীড়ায়—পল্‌সেটিলা। হিম লাগিয়া পীড়া হইলে—ডাল্কামারা। এতদ্ভিন্ন, এপিস্, সাল্‌ফার, আর্টিকা, রষ্টক্স, এণ্টিম-ক্রুড্ ইত্যাদি প্রযুজ্য।

কাউর—আর্সেনিকম, ক্রোটন্, সাল্‌ফার, ডাল্কামারা, মার্কুরিয়স্, রষ্টক্স্, হেপার সাল্‌ফার ইত্যাদি প্রযুজ্য।

---

## চক্ষুরোগ।

### ( আই ডিজিস্। )

চক্ষুউঠা।—ঋতুপরিবর্ত্তন, অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগা, অপবিস্কার বায়ু সেবন, চক্ষে ধুম, ধুলা, অতিরিক্ত আলোক, বা শীতল বাতাসের ঝাপটা লাগা, চক্ষে কোনরূপ আঘাত লাগা, মেহ, সর্দ্দি প্রভৃতি পীড়াই এই রোগের কারণ।

লক্ষণ।—চক্ষুর শ্বেতাংশ লালবর্ণ হয়, চক্ষু দিয়া জল পড়ে, চক্ষুকোনে পূঁয জমে, সর্ব্বদাই যেন চক্ষের মধ্যে কি পড়িয়াছে মনে হয় ও চোখ কর্‌কর্ করে, আলোক অসহ্য বোধ হয়, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধামান্দ্য, কখন কখন জ্বর ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—একোনাইট, বেলেডোনা, মার্কুরিয়স্ সল, ইউফ্রেসিয়া, আর্ণিকা, আর্সেনিকম্, সাল্‌ফার, হেপার সাল্‌ফার, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম, পল্‌সেটিলা ইত্যাদি।

পীড়ার প্রথমাবস্থায়, বিশেষতঃ ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হইলে, পিপাসাধিক্য গাত্রদাহ, নাড়ী চঞ্চল—একোনাইটাম্।

চক্ষুর ভিতরে হুলফুটানর ন্যায় যন্ত্রণা বোধ হয়, অত্যন্ত লাল হইয়া উঠা, চক্ষুর ভিতরে টন্‌টন্ করে, আলোক অসহ্য বোধ হয়—বেলেডোনা।

একোনাইটাম্ ও বেলেডোনা উভয় ঔষধের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এই উভয় ঔষধই পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

পিচুটি ও পূঁযে চক্ষের পাতা যুড়িয়া যায়, চক্ষু চুলকায়, বেদনা যুক্ত হয়, চক্ষুদিয়া অনবরত জল পড়ে—মার্কুরিয়স সল্।

চক্ষু কর্‌কর্ করা, চক্ষুদিয়া অত্যন্ত জল পড়া, হিম লাগিয়া পীড়া হইলে, সর্দ্দি থাকিলে—ইউফ্রেসিয়া।

আঘাতজন্য পীড়ায়—আর্ণিকা।

মার্কুরিয়স্ সল্ ও ইউফ্রেসিয়ার লক্ষণ সমূহ বর্ত্তমান আছে, চক্ষু অত্যন্ত জ্বালা করে, গরম বোধ হয়, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল—আর্সেনিকম্।

পূরাতন পীড়ায়—সাল্‌ফার।

বেলেডোনা বা মার্কুরিয়সে বিশেষ উপকার হইতেছে না, অত্যন্ত পূঁয পড়ে, অনেক দিন হইল পীড়া সারিতেছে না—হেপার সাল্‌ফার।

সাল্‌ফার, হেপার সাল্‌ফারে বিশেষ উপকার না পাইলে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব।

বাল্যাবস্থায় চক্ষু উঠিলে—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম্।

চক্ষু ফুলিয়া উঠিলে, গৃহের বাহির হইলে জল পড়ার বৃদ্ধি হইলে, হুল ফুটানর ন্যায় যন্ত্রনা হইলে—পল্‌সেটিলা।

চক্ষু উঠিলে নীল বা সবুজ রঙ্গের চসমা ব্যবহার করা, চক্ষে নীল বা সবুজ বর্ণের বস্ত্রাচ্ছাদন করা, শীতল বায়ু সেবন না করা, রৌদ্র না লাগান, ধুম না লাগান ইত্যাদি একান্ত কর্ত্তব্য।

অঞ্জনিরোগে—পল্‌সেটিলা সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। বার বার এই রোগ হইলে সাল্‌ফার, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, গ্রাফাইটিস্ বা ষ্টাফিসেগ্রিয়া ইত্যাদি প্রযুজ্য।

প্রথমাবস্থায় গরম জলের সেক এবং পাক ধরিলে পুল্টিস দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ।

তির্য্যকদৃষ্টি রোগ—ফস্‌ফরস্, ষ্ট্রেমোনিয়ম্, সিনা, বেলেডোনা, সাল্‌ফার, স্পিজেলিয়া এন্থ, জেল্‌সিমিয়াম্ ইত্যাদি প্রযুজ্য।

দূরস্থ দ্রব্য ভাল দেখিতে পাওয়া যায় না এরূপ অবস্থায়—

বেলেডোনা, স্পিজেলিয়া এন্থ, হেমামিলিস্ ভার্জিনিকা ইত্যাদি ব্যবহার্য্য।*

তমস্বী রোগে—চায়না, জেল্‌সিমিয়াম্, মার্কুরিয়স্ করোসাইবস্, ফস্‌ফরস্, বেলেডোনা, এসিড ফস্‌ফরস্ স্যাণ্টোনাইনাম্, আর্সেনিকম্, নক্সভমিকা, স্পিজেলিয়া এন্থ ইত্যাদি প্রযুজ্য।

---

## কর্ণরোগ।

### ( ইয়ার ডিজিস্। )

বধিরতা।—কোনরূপ কঠিণ পীড়া, কর্ণে কোনরূপ আঘাত লাগা অকস্মাৎ প্রবল শব্দ শ্রবণ করা, কোন প্রকার কর্ণের পীড়া, ঠাণ্ডা লাগা, গ্রন্থি-বৃদ্ধি, কর্ণে ময়লা জন্মান ইত্যাদিতে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—জ্বরবিকারের পরে পীড়া হইলে—বেলেডোনা ( মাথা ঘুরিলে ), ফস্‌ফরস্ বা এসিড্ ফস্‌ফরস্ ( স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে )।

হামের পরে পীড়া হইলে—পল্‌সেটিলা।

অপরিমিত কুইনাইন সেবনের পরে কান ভোঁ ভোঁ করিলে—ক্যাল-কেরিয়া। কানদিয়া পূঁয পড়িলেও এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

---

* অধুনাতন আমাদের দেশে অনেক ব্যক্তিকেই বাল্যাবস্থা হইতেই এই রোগগ্রস্থ হইতে দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে এখন কার নব্য বাবুরা অতিরিক্ত পরিমাণে ইন্দ্রিয় চরিতার্থে যেমন তৎপর আবার চক্ষের কোন দোষ না থাকিলেও কেবল বিলাসীতার অনুরোধে চস্‌মা ব্যবহার করিতেও সেইরূপ ক্ষিপ্র হস্ত। এ পীড়াতে অনেক সময়ে চস্‌মা ব্যবহার করিতে হয় বটে কিন্তু সহজে চস্‌মা ব্যবহার করা একান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। কোন একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের মত না লইয়া চস্‌মা ব্যবহার করা কোন মতেই উচিত নহে। আর চস্‌মা ব্যবহার করিতে হইলে ভাল চস্‌মা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

মাথা গরম হওয়া, ক্ষুদ্র বস্তুতে অনেকক্ষণ ধরিয়া দৃষ্টিসংলগ্ন রাখা প্রভৃতি ও এরোগের অন্যতম কারণ।

কর্ণপৃষ্ঠে ঘা থাকিলে—সাল্‌ফার, গ্রাফাইটিস্, হেপার সাল্‌ফার।

বৃদ্ধাবস্থার পীড়ায়—পিট্রোলিয়াম্, ফস্‌ফরস্।

ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হইলে—একোনাইট্, ব্রাইওনিয়া (বাত রোগীর পক্ষে), ডাল্কামারা, মার্কুরিয়স্ ইত্যাদি।

গ্রন্থিবৃদ্ধিতে—মার্কুরিয়স-আইওড্, মার্কুরিয়স্ করোসাইবস্—ইত্যাদি।

বালক দিগকে শাসন কবিবার সময়ে অনেকে একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া হয় ত মাথায়, না হয় কর্ণমূলে বা কর্ণের উপরে ভয়ানক জোরে আঘাত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদেব মনে রাখা উচিত যে বালককে একবার শাসন করিতে গিয়া তাঁহারা তাহার ঈশ্বরদত্ত শ্রবণশক্তি ইহজীবনের জন্য নষ্ট কবিতে বসিয়াছেন। কানে অনবরত খোঁচা বা পালক দেওয়াও সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ।

কাণ কট্‌কট্ করিলে—একোনাইটম্ (প্রথমাবস্থায়), জেল-সিমিয়ম্ (সবিরাম বেদনায়), মার্কুরিয়ম্ সল (গণ্ড, দন্ত আক্রান্ত, কর্ণ নিম্নস্থ গ্রন্থি রক্তবর্ণ হইয়া স্ফীত, কর্ণে পূঁয, শয়নে যন্ত্রণা বৃদ্ধি কর্ণমূল স্ফীত এরূপ অবস্থায়), পল্‌সেটিলা (হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, অস্থিরতা, অন্য ঔষধে বিশেষ উপকার হইতেছে না, ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হওয়ায়), ক্যাম্‌মিলা (শিশুদিগের পীড়ায়, অত্যন্ত পূঁয পড়ে, কানে তালা লাগিয়া থাকিলে)।

সর্ব্বদা কর্ণ পরিষ্কার রাখিতে হইবে, তুলা অথবা ফ্লানেল দিয়া কাণ ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সময়ে সময়ে পুল্‌টিস ও সেক দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

কর্ণেপূঁয হইলে—ডাল্কামারা (শীত ও বর্ষাকালে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, চুলকাইবার পরে জল মিশ্রিত রক্তের ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়), আর্সেনিকাম্ (জ্বালাযুক্ত পুরাতন রোগে), ক্রোটন (উদরাময় থাকিলে), সাল্‌ফার (দুর্গন্ধ, চুলকানি এবং বাহিরে ঘা থাকিলে), হেপার সাল্‌ফার (পারা-দূষিত ধাতুতে), পীড়া বহুদিনের পুরাতন হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া ও সাল্-

ফার পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। মার্কুরিয়স্ ( বসন্ত বা হামরোগের পরে পীড়ায়, ভিতরে ঘা, ঘন পূঁয, রক্ত, দুর্গন্ধ )।

নিমপাতা সিদ্ধ পরিষ্কার জলে অথবা অল্প পরিমাণে কার্ব্বলিক এসিড ও গ্লিসিরিণ মিশ্রিত পরিষ্কার জলে পিচকারি করিয়া কাণ ধুইয়া ফেলা উচিত। পিচ্‌কারি করিবার সময়ে কিন্তু বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, কারণ অনেক সময়ে এরূপ দেখা গিয়াছে যে কেবল অত্যন্ত জোরে পিচ্‌কারি করিবার দোষেই পীড়া আরাম হইতেছে না। ভিতরস্থ পূঁয যাহাতে বাহিরে লাগিতে না পারে সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। উক্ত পূঁয বিষাক্ত সুতরাং কোমল মাংসে লাগিলে ঘা হইবার সম্ভাবনা। পীড়া পুরাতন হইলে, যাহাতে শরীরস্থ রক্ত পরিষ্কৃত এবং বর্দ্ধিত হয় এরূপ ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। রোগী দুর্ব্বল হইলে কেহ কেহ কড্‌লিভার অয়েল সেবন ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

এরূপও দেখা গিয়াছে যে বাল্যকালে পীড়া হইয়াছে এবং নানা প্রকার চেষ্টাদ্বারা কেবল সাময়িক উপকার ভিন্ন বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই; কিন্তু সেই বালক যখন ডুবদিয়া স্নান করিতে শিখিল তখন তাহার পীড়া আপনা আপনিই আরোগ্য হইয়া গেল।

এ পীড়াতে অধিক পরিমাণে মৎস্য, মাংস, মিষ্ট অথবা যাহাতে পাকস্থলী উত্তেজিত হয় এরূপ কোন দ্রব্য সেবন করা উচিত নহে।

---

## নাসিকা-রোগ।

### ( ডিজিসেস্ অফ্ দি নোজ্ )।

পুতিনাসা রোগ ( ওজিনা )—উপদংশ, জ্বর, নাসারন্ধ্রমধ্যে কোন দ্রব্য পতন বা কীট দংশন ইত্যাদি এ রোগের কারণ। সকল সময়ে এ রোগের কারণ স্থির করা যায়না।

চিকিৎসা।—উপদংশ পীড়া জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে পারদ সেবন জন্য পীড়ায়—এসিড্ নাইট্রিক।

অত্যন্ত দুর্গন্ধময় রসস্রাব হইতেছে, ক্ষত পচিয়া উঠিতেছে—আই-ওডিয়াম্ ।

ঘন সরক্ত রসস্রাব হইলে—ক্যালি ব্রাইক্রমিকম্ ।

হরিদ্রাভ বা সবুজবর্ণের শেষ্মা-স্রাব হইতেছে, নাসাদণ্ডে ঘা, উষ্ণতা অনুভব হইতেছে, নাসিকার উপরিভাগে অত্যন্ত বেদনা—অরম্ ।

ঘন শ্লেষ্মা-স্রাব—ফাইটোলক্কা ।

শুষ্ক—ষ্টিক্টা ।

জলবৎ পদার্থ স্রাব—জেলসিমিয়ম্ ।

নাসাদণ্ডে মৌচাকের মত ঘা হইয়াছে, অধিক পরিমানে দুর্গন্ধময় শ্লেষ্মা-স্রাব হয়, নাসারন্ধ্রে জ্বালা অনুভব হয়, অত্যন্ত রুগ্নধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তির পীড়ায়—আর্সেনিকম ।

এতদ্ভিন্ন মার্কুরিয়স্ বিন্, হেমামিলিস ভার্জিনিকা ইত্যাদিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

নাসারন্ধ্র সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিতে হইবে । দশ আউন্স্ জলে দশ ফোঁটা টিন্চার অফ্ আইওডিন্ মিশ্রিত করিয়া পিচ্কারি করা ভাল ।

**নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ।**—কোনরূপ আঘাত লাগা, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, বার্দ্ধক্য, দুর্ব্বলতা, ঋতুবন্ধ ইত্যাদিই এই রোগের কারণ ।

চিকিৎসা ।—আঘাত বশত রক্তস্রাবে—আর্ণিকা ।

মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশত পীড়ায়—বেলেডোনা ।

রক্তচলাচলের শিরা ( আর্টারি ) উত্তেজিত হইয়া পীড়া হইলে—একোনাইটাম্ ।

দুর্ব্বলতা জন্য রক্তস্রাবে—চায়না, হেমামিলিস্, সিকেলি কর্ণি-উটম্, ফেরাম, কার্ব্বভেজিটেব্লিস্ ।

প্লীহাবিবর্দ্ধন জন্য পীড়ায়—চায়না, সিকেলি । ( প্লীহা ও ম্যালে-রিয়া চিকিৎসা দ্রষ্টব্য ) ।

কৃমিজন্য পীড়ায়—সিনা, স্যাণ্টোনাইনাম, মার্কুরিয়স সল্ ।
( কৃমি চিকিৎসা দ্রষ্টব্য ) ।

ঋতু বন্ধে—পল্সেটিলা, ব্রাইওনিয়া ।

এতদ্ভিন্ন সাল্‌ফার, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে যাঁহাদের মধ্যে মধ্যে প্রায়ই নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে তাঁহাদের মদ্য বা অন্য কোন প্রকার মাদক বা উত্তেজক দ্রব্য সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অল্প পরিশ্রমী মিতাহারী এবং মিতাচারী হওয়া কর্ত্তব্য।

---

# আকস্মিক দুর্ঘটনাবলী।

## ( এ্যাক্সিডেণ্ট্‌স্ )।

পতন জন্য বা অন্য কোন কারণে কোন অঙ্গে আঘাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ আর্ণিকা লোশনে ন্যাকড়া ভিজাইয়া আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে দিবে এবং রোগীর বয়ক্রমানুসারে টিন্‌চার আর্নিকা খাইতে দিবে।

অস্থি-ভগ্ন হইলে।—ভগ্ন-স্থান ঠিক করিয়া বসাইয়া উত্তমরূপে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতে হইবে যেন ভগ্নস্থান কোনরূপে নড়া না পায়। কিন্তু তাই বলিয়া যেন রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে। পরে আর্নিকা, সাইলিসিয়া, মেজেরিয়াম্, একোনাইটম্, সিমফাইটম ইত্যাদি সেবন বিধি।

আঘাত প্রাপ্ত স্থান ছেঁচিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ আর্ণিকা লোশন দিবে এবং আর্ণিকা, একোনাইটম্ বা কোনায়াম্ খাইতে দিবে।

কোন প্রকারে ক্ষত স্থান বিষাক্ত হইলে বা বিষাক্ত জন্তু দংশন করিলে অতি শীঘ্র কার্ব্বলিক্ এসিড দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিতে হইবে এবং রোগী যত পারে এলকোহল উদরস্থ করিবে, অর্থাৎ জিন্, ব্রাণ্ডি, হুইস্কি বা যে কোন প্রকারের মদ ১৫ হইতে ২০ মিনিট অন্তর পান করিতে হইবে। যদি এরূপ হয় যে শীঘ্র কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা না থাকিলেও ক্ষত শীঘ্র সারিতেছে না তবে আর্সেনিকম্ ১ বা ২ ক্রম ব্যবহার্য্য।

কোন স্থান পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তাহা চাউল বা তুলা দিয়া ঢাকিয়া ফেলিতে হইবে; যাহাতে দগ্ধ স্থানে বাতাস লাগিতে না পায়সে

বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইতে হইবে। যদি ফোস্কা হয় তবে সূচ দিয়া উহা গালিয়া দিবে, কিন্তু সাবধান যেন চামড়াটা উঠিয়া না যায়। অন্য প্রকারের ঘা যত পরিষ্কার রাখা যায় ততই ভাল কিন্তু পোড়া ঘা যতদিন না ঘায়ের সহিত ঐ তুলা জড়াইয়া যাইবে এবং ঘা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত না হইবে ততক্ষণ খুলিবে না। তৎপরে ক্যালেণ্ডুলা অয়েণ্টমেণ্ট, অথবা নারিকেল তৈল বা সুইট অয়েলের সহিত ক্যালেণ্ডুলা মিশ্রিত করিয়া উক্ত স্থানে দিবে। পোড়া ঘা জল দিয়া পরিস্কৃত করিবার প্রয়োজন হয় না। ইহাতে প্রায়ই কোন ঔষধই সেবন করিতে হয় না, তবে জ্বর হইলে একো-নাইটম্; ঘা অত্যন্ত পচিয়া উঠিলে সিকেলি,আর্সেনিকম্ বা কার্ব্ব-ভেজিটেব্লিস্ প্রযুজ্য।

কোন স্থান মোচড়াইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান গরম জলে ডোবাইয়া ধরিবে অথবা তথায় গরম জলের সেক দিবে। আর্ণিকা লোশন দিবে। ছেঁচিয়া গেলে আর্ণিকা সেবন করিবে।

ঐ স্থান অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিলে—রষ্টক্স।

জ্বর ও তৃষ্ণা থাকিলে—ফস্ফরাস্।

এতদ্ভিন্ন—ফস্ফরস, হাইপেরিকাম,ব্রাইওনিয়া, আইওডিয়াম্, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ইত্যাদি প্রযুজ্য।

কোন স্থান কাটিয়া গেলে কাটা মুখ একত্রিত করিয়া রক্তবন্ধ করা সর্ব্ব প্রথম কার্য্য। তৎপরে নারিকেল তৈল বা সুইট অয়েলের সহিত ক্যালেণ্ডুলা অথবা ক্যালেণ্ডুলা অয়েণ্টমেণ্ট বাহ্য প্রয়োগের ব্যবস্থা।

ঘার মুখ সর্ব্বদা পরিস্কৃত রাখিতে হইবে। যদি ঘা পচিয়া উঠে তবে—চায়না, আর্সেনিকম, কার্ব্বভেজ, ল্যাকেসিস, সাইলিসিয়া ইত্যাদি প্রযুজ্য।

পূঁয হইলে—সাল্ফার, হেপার সল্ফার, পল্সেটিলা মার্কু-রিয়স্ সল্ফ্ ইত্যাদি।

অতিরিক্ত রক্তস্রাবে—চায়না, একোনাইটম্, ফস্ফরস্ ইত্যাদি।

পতনাদিতে আঘাত লাগিয়া অথবা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যবশত অস্ত্রচিকিৎসা বা বলিদানের রক্ত দর্শনে মুর্চ্ছিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে রোগীর গাত্রবস্ত্র শিথিল করিয়া দিবে, অথবা একেবারে খুলিয়া ফেলিবে। পরে রোগীকে বিশেষ সন্তর্পণে বায়ু সঞ্চালিত ছায়াযুক্ত স্থানে আনিয়া মুখে চোখে শীতল জলের ঝাপ্টা দিবে, কর্পূরের ঘ্রাণ লওয়াইবে এবং মস্তকে মৃদু বাতাস দিবে। যেন সে স্থানে লোকের ভিড় বা গোলমাল না থাকে। প্রয়োজন হইলে সিকেলি, ইগ্নেসিয়া, একোনাইটম্, চায়না ইত্যাদি সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। ( হিষ্টিরিয়া চিকিৎসা দ্রষ্টব্য )।

মস্তিষ্কে আঘাত লাগিলে রোগীকে সাবধানে নির্জ্জন-গৃহে বাস করিতে দিবে। জ্বর থাকিলে বা নানারূপ মস্তিষ্ক লক্ষণ থাকিলে—বেলে-ডোনা ও একোনাইটম্ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। প্রলাপে—হাইও-সায়েমস্। সর্দ্দি, কাশী বা গলা ঘড়ঘড়ানি থাকিলে—ওপিয়াম্।

কোন পোকায় হুলফুটাইলে প্রথমে চুল বা সরু সুতা অথবা চিমটা বা অন্য উপায়ে হুলটি তুলিয়া ফেলিবে পরে পেঁজ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ২।১ মিনিট অন্তর এক এক টুকরা ঐ স্থানে চাপিয়া ধরিবে অথবা প্যাঁজের রস দিবে। এই একমাত্র ঔষধেই যন্ত্রণা জ্বালা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যায়। কখন কখন আর্ণিকা, লিডম প্যালষ্টার লোশন, বা রষ্টক্স ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চক্ষুতে কীটাদি পড়িলে আস্তে আস্তে পাতা উলটাইয়া তুলি, পালক বা কাপড়ের খুঁট দিয়া তাহা সাবধানে বাহির করিয়া ফেলিবে। চক্ষু রগড়ান উচিত নহে। চক্ষুপতিত পদার্থ তুলিয়া ফেলিলেও যদি কোন কষ্ট থাকে তবে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর একোনাইটম্ সেবনীয় এবং শীতল জলে অথবা ক্যালেণ্ডুলা লোশনে কাপড় ভিজাইয়া তাহাতে চক্ষু মুছিবে।

কর্ণে কীটাদি প্রবেশ করিলে—কিয়ৎক্ষণ শ্বাসবদ্ধ রাখিলেই উহা মরিয়া যাইবে, পরে সোয়া দিয়া ঐ মৃত কীট অতি সাবধানে বাহির করিয়া ফেলিবে। যদি শ্বাসবদ্ধ রাখিলে কীট না মরে তবে ঈষদুষ্ণ সরিষার

বা নারিকেল তৈল কর্ণে ঢালিয়া দিলেই মরিয়া যাইবে। অন্য কোন পদার্থ পড়িলে উক্ত প্রকারে সোয়া দিয়া বাহির করিয়া ফেলিবে। এইরূপে সোয়া দিয়া বাহির করিবার সময় বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন, কারণ কর্ণ-পটহ অতি কোমল পদার্থ, ইহাতে কোনরূপে খোঁচা না লাগে। যে তৈল কর্ণে ঢালিয়া দেওয়া হইবে তাহাও যেন অধিক উষ্ণ না হয়।

---

## বিষভক্ষণ।

আমাদের দেশে অন্য কোন প্রকার বিষাক্ত পদার্থ সেবন অপেক্ষা অহিফেন সেবনই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। অহিফেন উদরস্থ হইয়াছে জানিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তিকে কেবল চলাইয়া বেড়াইতে হইবে। রোগী যেন কোনরূপে নিদ্রিত হইতে না পারে, কারণ ওরূপ সময়ে নিদ্রা নিশ্চয়ই চিরনিদ্রায় পরিণত হইয়া থাকে। মাছ ধোয়া চুপড়ি ধোয়া জল, লবণ, তুঁতে বা রাইসর্ষপ উষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া তৎক্ষণাৎ রোগীকে সেবন করাইয়া বমি করাইতে হইবে। বমির সহিত উদরস্থ বিষাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া যাইবে। যদি ইহাতেও বমি না হয় অথবা বমির সহিত ঐ বিষাক্ত পদার্থ উঠিয়া না যায় তবে নিষ্কাশন যন্ত্র ( ষ্টমাক্-পম্প্ ) দ্বারা ঐ বিষ বাহির করিয়া ফেলিতে চেষ্টা দেখিতে হইবে। ১০।১৫ বা ২০ মিনিট অন্তর ১০ ফোঁটা করিয়া বেলেডোনা ( টিঞ্চার ) অহিফেনের প্রতিষেধক সুতরাং এই ঔষধ অথবা কাফি অপেক্ষাকৃত গাঢ় করিয়া সেবন করান যুক্তিসিদ্ধ। অহিফেনের বিষ শরীর হইতে নির্গত হইয়া গিয়াছে, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এরূপ অবস্থায় ঈষদুষ্ণ "বল্‌কা" দুগ্ধ রোগীকে সেবন করাইবে।

অনেক সময়ে আবার বমি করান যুক্তি বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। আর্সেনিকাদি সেবনে উষ্ণ জল উদরস্থ করাইলে উপকার না হইয়া অনুপকারই হইয়া থাকে। কারণ গরম জল আর্সেনিকের বিষময় ক্রিয়ার বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

যখন রোগীর ঠোঁটে, জিহ্বায় বা মুখাভ্যন্তরে ক্ষত বা জ্বালার লক্ষণ বর্ত্ত-

মান্ন থাকে তখন বমনকারক ঔষধ প্রদান করা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ। এরূপ স্থলে সাবান, ম্যাগ্‌নেসিয়া বা খড়ি গোলা জল, ছাই, দেয়ালের মাটি অথবা চুণের জল সেবন করান বিধেয়।

বালকদের পক্ষে গলায় অঙ্গুলি বা পালক দিয়া বমি করান যুক্তিসিদ্ধ। যতক্ষণ না পাকস্থলী একেবারে খালি হইয়া যাইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বমি করান উচিত।

বমনের পরে বিষের প্রকার ভেদে উপযুক্ত প্রতিহারক ঔষধ সেবন করান উচিত।

অহিফেনের বিষক্রিয়ার নিবারণ জন্য উপরে লিখিত ঔষধ ভিন্ন লেবুর রস, উদ্ভিজ্জঅম্ল, সের্কা ( ভিনিগার ) ইত্যাদি সেবন বিধি।

আর্সেনিক বিষ প্রতিহার জন্য সম পরিমাণে চুণের জল ও তৈল, চিনি ও ম্যাগ্‌নিসিয়া, দুগ্ধ ইত্যাদি সেবন বিধেয়; এতদ্ভিন্ন উষ্ণ সেক ( ফোমেণ্টেশন্ ), প্রলেপ ( পোল্টিস্ ) ইত্যাদিও প্রয়োজন হয়।

ধুস্তুরা বীজে লেবুর রস, কফি ইত্যাদি সেবন বিধেয়। কিন্তু সর্ব্ব সমযেই অগ্রে বমি করানই প্রধান কার্য্য।

একোনাইটম্ অনেকপ্রকার উদ্ভিদ্ বিষের প্রতিহারক।

---

## জলমগ্ন।

জলমগ্ন রোগীকে জল হইতে তুলিয়াই অগ্রে তাহার শ্বাস পরিচালনের উপায় করিতে হইবে। শ্বাস পরিচালন করিবার উপায় এইরূপঃ—রোগীর স্কন্ধ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বালিসাদির দ্বারা উচ্চ করিয়া রোগীকে শোয়াইতে হইবে, পরে তাহার শিয়রে বসিয়া কণ্‌য়ের উপরিভাগ ধারণ করত বাহুদ্বয় ধীরে ধীরে মস্তকের দিকে আকর্ষণ করিবে আবার ধীরে ধীরে যথা স্থানে ( বক্ষপার্শ্বে ) লইয়া যাইবে। বারংবার এইরূপ করিতে করিতে রোগীর শ্বাস পরিচালন হইবে। বাহুদ্বয় মস্তকের দিক হইতে যখন বক্ষপার্শ্বে লইয়া যাইবে তখন বক্ষপার্শ্বে ঈষৎ চাপিয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিতে হইবে। শ্বাস-পরিচালন ক্রিয়ার সঙ্গে গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া রোগীর পদতালু, হস্ততালু,

কক্ষে, জানুমধ্যে ও পাকাশয়ে উত্তমরূপে সেক দিতে হইবে। রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস আরম্ভ হইবা মাত্র কম্বলাদি উষ্ণ বস্ত্রের দ্বারা রোগীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবে, তৎপরে শরীরের নিম্ন হইতে উচ্চ দিক সজোরে টিপিয়া দিতে হইবে। রোগী চেতনা পাইয়া কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ হইলেই উষ্ণ জল মিশ্রিত ব্রাণ্ডি পান করাইয়া নিদ্রিত করিবার চেষ্টা দেখিতে হইবে। শ্বাস-ক্রিয়া পরিচালন জন্য রোগীকে শোয়াইয়াই তাহার জিহ্বা টানিয়া ধরিবে এবং তাহাতে একমাত্রা ল্যাকেসিস্ ৬ক্রম দিবে।

জলমগ্ন রোগীকে মাথায় করিয়া ঘুরান আমাদের দেশে একটী পদ্ধতি আছে। এ নিয়মও মন্দ নহে, ইহাতে ও উদরস্থ জল নির্গত হইয়া আপনা আপনিই শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে। এইরূপে শ্বাস প্রশ্বাস বহিবার পরেই কিন্তু উপরিউক্ত ক্রিয়া গুলি করা একান্ত কর্ত্তব্য। রোগীকে দুই চারি দিন বিশেষ সাবধানে রাখিতে হইবে।

---

## বজ্রপতন।

বজ্রাহত রোগীকে তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধোপবিষ্টভাবে মাটিতে পুতিয়া ফেলিবে। রোগীর মুখ যেন সূর্য্যের দিকে থাকে; মনে রাখা উচিত যে এইরূপে পুতিয়া ফেলার অর্থ কেবল স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত মৃত্তিকাচ্ছাদিত করিয়া ফেলা। রোগীর জ্ঞান হইলেই নক্সভমিকা সেবনীয়। রোগী চক্ষে দেখিতে না পাইলে ফস্‌ফরস্ উত্তম ঔষধ।

---

## উদ্বন্ধন।

গলায় দড়ি দিবার জন্য শ্বাসবদ্ধ হইয়া মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হইলে অগ্রে গলার রজ্জু কাটিয়া দিবে, পরে এক নাক টিপিয়া অন্য নাকের ভিতর একটী নল দিয়া ফুঁ দিতে হইবে। পাছে ঐ ফুঁএর বাতাস আমাশয়ে প্রবেশ করে এইজন্য ফুঁ দিবার সময়ে গলার গ্রন্থি চাপিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে ফুঁ দিয়া

পেটে চাপ দিলেই ফুসফুস্ হইতে বায়ু নিঃসারিত হইবে। অর্দ্ধ মিনিটের অধিকক্ষণ ফুঁ দিবেনা। ইহাতে বিফল-মনোরথ হইলে জল মগ্ন রোগীর শ্বাস-পরিচালন ক্রিয়ার ন্যায় করিবে।

শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকিলে টার্টারএমেটিক বা ওপিয়াম পিচকারী করা প্রযুজ্য।

# সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্য তত্ত্ব।

১

অরম্।—কালিফোর্ণিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার খনিজ স্বর্ণ।

ক্রিয়া।—তালু, গ্রন্থি ও নাসাঝিল্লিতে ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—পুরাতন নেত্রাভিষ্যন্দ (চক্ষু উঠা) রোগে, পূতিনাশা রোগে, অবসাদ-বায়ু, বিশেষত আত্ম বা আত্মীয় হত্যার প্রবৃত্তি থাকিলে, যকৃত ও তৎপ্রযুক্ত শোথ রোগে, পারদ-দূষিত রক্ত, উপদংশে, বিশেষত রাত্রে বা শীতল বায়ু বহিলে হাড়ের ভিতর কন্ কন্ করিলে, কখন কখন পুরাতন পাণ্ডুরোগে, কানে পূঁয হইলে, শ্বাসকৃচ্ছ্র, বক্ষে বেদনা অনুভব, নিদ্রাশূন্যতা, প্রাতে গাত্রোত্থানে আলস্য বোধ, চুরি ডাকাতির স্বপ্ন দেখা, হৃদ্‌কম্পন, দৌর্ব্বল্য, রক্তশূন্য নীলবর্ণের মুখ ইত্যাদি।

মার্কুরিয়স্, বেলেডোনা, ক্যাম্ফর ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

২

আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্।—যবাক্ষার দ্রাবক মিশ্রিত লবণ ও অক্সিজেন মিশ্রিত রৌপ্য, এই উভয় পদার্থের সম সংমিশ্রণে জাত। ইহাকে চলিতে কথায় কষ্টিক বা কাষ্টিকি বলিয়া থাকে।

ক্রিয়া।—রক্তের লোহিত কনিকা সংবর্দ্ধন, রক্ত সঞ্চালনের পরিপোষণ, রক্ত বিমল এবং গাঢ় করা ইত্যাদিতেই ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—চক্ষু প্রদাহ, আলোক অসহ্য, গলার ভিতর সুড় সুড় করা, কঠিন শ্লেষ্মা জমা, শ্লেষ্মা বমন, আহারের পরে পেট খোঁচা, কান ভোঁ ভোঁ করা, শিরঃপীড়া, নাসিকা হইতে সরক্ত শ্লেষ্মাস্রাব, হৃদ্‌কম্পন, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বৈষম্য, মৈথুনে অনিচ্ছা, জননেন্দ্রিয়ের সঙ্কোচন, মূত্র-

নলীর প্রসারণ, মূত্রত্যাগে জ্বালা অনুভব, নানা প্রকার ভয়জনক স্বপ্ন দর্শনে নিদ্রার ব্যাঘাত, গ্রন্থি বেদনা, পারদদোষ, বমনেচ্ছা বা শ্লেষ্মা বমন ইত্যাদি।

নেট্রাম্ মিউরিয়েটিকম্, আর্সেনিকম্, নাইট্রিক এসিড ইত্যাদির সহিত ইহার বিষম গুণ।

---

৩

আর্ণিকা।—অকস্মাৎ পতনাদি বা অন্য কোন করণে আঘাত জন্য বেদনায় ইহা এক অব্যর্থ মহৌষধ। মাদার টিঞ্চার (মূল আরক) দশগুণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ মিশ্রণে কাপড় ভিজাইয়া বেদনাযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অতি আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়। বেদনা অধিক হইলে আভ্যন্তরীন প্রয়োগও প্রযুজ্য। অতিরিক্ত পরিশ্রম জন্য প্রায় সমস্ত পীড়াতেই ইহা উত্তম ফলপ্রদ। কোন অঙ্গের অতিরিক্ত সঞ্চালনের জন্য তাহাতে বেদনা হইলে ইহা একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মৃগয়াশীল ও ব্যায়ামশীল ব্যক্তিদিগের ইহা অতীব প্রয়োজনীয়। যাঁহাদিগকে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় মধ্যে মধ্যে তাঁহারা এই ঔষধ সেবন করিলে অতিরিক্ত পরিশ্রমজন্য স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না।

ইহা সুইজর্লণ্ড এবং ইয়ুরোপের কোন কোন পার্ব্বত্যপ্রদেশ-জাত গুল্মের ফুল ও মূল হইতে প্রস্তুত।

রক্তামাসা, মূত্রাতিসার, রাত্রে নিদ্রাবেগে অজ্ঞাতে মূত্রত্যাগ ইত্যাদি রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

৪

আর্সেনিকম্।—আমরা যাহকে সেঁকো বিষ বলিয়া থাকি তাহারই লাটিন নাম আর্সেনিকম্ এল্বম্।

ক্রিয়া।—শোনিত সম্বর্দ্ধন ও সংস্করণ, জীবনি শক্তির হ্রাস, দৌর্ব্বল্য,

স্নায়বিক বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ, আলস্য, অকস্মাৎ শক্তি ক্ষয় ইত্যাদিতে ইহার ক্রিয়া বিশিষ্ট রূপে প্রকাশ পায়।

একোনাইটের পরে আর্সেনিক হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্যতত্ত্বের শীর্ষস্থানীয় ঔষধ।

প্রধান প্রয়োগ।—ওলাউঠা বা উদরাময় রোগে যখন জলের ন্যায় তরল সবুজাভ জ্বালা যুক্ত দাস্ত হয়, গাত্রপ্রদাহ, পিপাসাধিক্য অকস্মাৎ জীবনি শক্তির হ্রাস হয়। যে সকল পুরাতন বা নূতন ঘা হইতে জলের ন্যায় রস পড়ে, ঘা অত্যন্ত জ্বালা করে। সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বরে অত্যন্ত গাত্র-প্রদাহ, অস্থিরতা, পিপাসাধিক্য, তরল মলত্যাগ, দৌর্ব্বল্য, পুরাতনি পালা জ্বরে কুইনাইন সেবনের পূর্ব্বে। পুরাতন রোগীর বা বৃদ্ধের বক্ষ, উদর বা পাদশোথে, নেত্রাভিষ্যন্দ ( চক্ষুউঠা ) রোগে, শ্বাস-কৃচ্ছ্র, মূত্ররোগে, কর্কট (ক্যান্সার) রোগে, পাণ্ডুরোগে, ক্ষত, বিশেষত মুখে ক্ষত রোগে, টাকরোগে ইত্যাদি।

---

৫

ইগ্নেসিয়া এমারা।—আসিয়ার পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে বৃক্ষোপরিজাত একপ্রকার গুল্ম হইতে প্রস্তুত।

স্নায়ু ও পরিপাকযন্ত্রের উপরেই ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—হিষ্টিরিয়া রোগে, শোক, দুঃখ, ভয় বা প্রিয়জন বিরহ জন্য রোগে, শিশুর দন্তোদ্গম কালে বা স্ত্রীলোকের প্রসব বা আসন্ন প্রসব সময়ে মূর্চ্ছা রোগে, কাল্পনিক ভয়, শোক বা দুঃখ জন্য রোগে, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য হেতু শিরঃপীড়া, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধ বা শ্বাসকৃচ্ছ্ররোগে ইত্যাদি।

---

৬

ইপিকাকুয়েনহা।—দক্ষিণ আমেরিকা, বিশেষত ব্রেজিল দেশের আরণ্য লতিকার মূল হইতে প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—পরিপাক ও শ্বাস যন্ত্রেই ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রাকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—অনবরত রক্ত বা পিত্তবমন বা তদিচ্ছা, রক্তস্রাব, আমাশয়, খুস্ খুসে কাশি, হুপিং কফ, অতিসার (শ্বেত বা রক্ত), ঋতুর আধিক্য, শ্বাস বা হাঁপ কাশ, বিষম জ্বর ইত্যাদি।

অহিফেন পরিত্যাগ জন্য কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য অহিফেন সেবীরা কিছুদিন ধরিয়া অল্প মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে অনেক উপকার হয়।

---

৭

একোনাইটম্ নেপেলস্।—মধ্যইয়ুরোপ ও আসিয়ায় পার্ব্বত্য প্রদেশ জাত একোনাইটম্ নেপেলস্ নামক বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও মূল হইতে প্রস্তুত হয়। মূল হইতে প্রস্তুত ঔষধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ডাক্তার হেম্পেল এই ঔষধকে হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্য তন্ত্রের "মেরুদণ্ড" স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বাস্তবিকই ইহা কি হোমিওপ্যাথিক কি এলোপ্যাথিক ভৈষজ্য-তন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

ক্রিয়া।—মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডল ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার প্রধান ক্রিয়া।

প্রাধান প্রয়োগ।—জ্বর, বাত, প্রদাহ প্রভৃতি যে সকল পীড়ার প্রারম্ভে নাড়ী দ্রুত এবং কঠিন হয়, গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ এবং প্রদাহযুক্ত হয়, পিপাসাধিক্য, শীত ও কম্প, প্রস্রাবের স্বল্পতা এবং লোহিতবর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, বেদনা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, মুখ রক্তবর্ণ, সজ্বর শুষ্ক কাসি, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা বা মৃত্যুভয় হয়, রক্তস্রাব, সর্দ্দি, বাত, সর্দ্দিজ্বর, সবিরাম জ্বরের প্রারম্ভে, সর্দ্দি জন্য শিরঃপীড়ায়, দুর্ব্বলতা বা অবসাদ বায়ুজন্য হৃদ্‌কম্পন, বিসর্প রোগে, নেত্রাভিষ্যন্দে, শিশুদের ঘুংড়ি কাসিতে, স্বরভঙ্গে, আমবাতে, ধনুষ্টংকার রোগে, পক্ষাঘাত রোগে, ফুস্‌ফুস প্রদাহে, মূত্ররোধে, রক্তোৎকাসে, পাণ্ডুরোগে ইত্যাদি।

---

৮

এণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম্।—ইহা একপ্রকার খনিজ দ্রব্য। প্রায়ই ইহা লৌহ, হরিতাল, তাম্র ও সীস এই চারি ধাতুর সহিত মিশ্রিত থাকে, সুতরাং ঔষধ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে ইহাকে বিশুদ্ধ করিতে হয়।

ক্রিয়া।—গাত্রচর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার প্রধান ক্রিয়া।

প্রধান প্রয়োগ।—পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় হয়, ক্ষুধা-মান্দ্য, দুর্গন্ধময় তিক্তাস্বাদযুক্ত উদ্গার উঠে, পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি, বিবমিষা, বমন, দুর্গন্ধময় বায়ু নিঃসরণ, বিষমজ্বর, দন্তশূল, কৃমি, অতিসার, মূত্রকৃচ্ছ্র, মুখে তিক্তাস্বাদ, আমাসয় ইত্যাদি।

মার্কুরিয়স্, পল্‌সেটিলা, হিপার-সাল্‌ফার ইত্যাদির সহিত ইহার বিষম গুণ।

---

৯

এণ্টিমোনিয়ম্ টার্টেরেকম্।—একপ্রকার লবণ জাতীয় পদার্থ।

ক্রিয়া।—চর্ম্ম, মস্তিষ্কের ভূমিদেশ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও ফুস্‌ফুসে ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

প্রধান প্রয়োগ।—ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ, ঘুংড়ী, কাসি ও তৎসহ গলা ঘড়ঘড় করা, বসন্ত, ক্ষৌরকণ্ডু, বমন, দৌর্ব্বল্য, রক্তশূন্যতা, ভয়ানক শ্বাস-কৃচ্ছ্র, বুকে শ্লেষ্মা আছে অথচ নিঃসরণ হয় না, কটিবাত, স্বরভঙ্গ, বিসূচিকা, বায়ুনলী প্রদাহ ইত্যাদি।

---

১০

এপিস্।—মধুমক্ষিকার হুলযুক্ত অংশ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে মধুমক্ষিকাকে অত্যন্ত রাগাইয়া দিতে হয়, রাগিলেই ইহারা হুল বাহির করিতে থাকে সেই সময়ে ক্লোরোফরম দ্বারা ইহাদিগকে চেতনা-

শূন্য করিয়া প্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া লইতে হয় এবং তাহাতেই ইচ্ছামত অরিষ্ট বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—মূত্রযন্ত্র এবং শরীরের নানা স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে এবং কোষময় বিধানেই ইহার প্রধান ক্রিয়া।

প্রধান প্রয়োগ।—বিকার জ্বরে যখন রোগী চীৎকার করিয়া উঠে, শোথরোগে, শুষ্ককাসি, স্বরভঙ্গ, বারবার প্রস্রাবের বেগ হয় কিন্তু প্রস্রাব নির্গমন হয় না, বিসর্পরোগ, শরীরের সকল স্থান ফুলা, আঘাত, শীত পিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র ইত্যাদি।

---

১১

এসিডম্ নাইট্রিকম্।—যবক্ষার ও গন্ধদ্রাবক সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও ত্বকের সন্মিলন স্থলে ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—পুরাতন দুর্ণিবার যকৃত রোগ, যকৃতে হুলবিদ্ধবৎ বেদনা অনুভব হয়, উপদংশ, পারদদূষিত রক্ত, গণ্ডমালা, শ্বেতপ্রদর, পূতি-নাসা রোগ, কাস রোগ, অনেক দিন ধরিয়া কুইন্যাইন সেবনের পরে ইত্যাদি।

---

১২

ওপিয়ম্।—ভারতবর্ষ, তুরস্ক ও মিসর দেশীয় একপ্রকার অহিফেন হইতে প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, স্নায়ুমণ্ডল ও মস্তিষ্কে ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—মানসিক আবেগ বা ভয় জন্য সমস্ত রোগেই, অদম্য মল বা মূত্ররোধে, বিশেষত ওলাউঠা রোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া যখন

পেট ফুলিতে থাকে, সর্দ্দিগর্ম্মি, শ্বাসকৃচ্ছ্র, বিকার রোগে রোগী যখন সর্ব্বদাই অর্দ্ধ-নিদ্রিত ভাবে থাকে, গলার ভিতরে ঘড়ঘড় করিতে থাকে, হাঁ করিয়া নাক ডাকাইতে থাকে, সংন্যাস রোগ, আক্ষেপ, শিরঃপীড়া, পক্ষাঘাত, শিশু বা বৃদ্ধের মূত্রস্তম্ভ ইত্যাদি।

প্লম্বম্, বেলেডোনা, মার্কুরিয়স্, ক্যাম্ফর, নক্সভমিকা ইত্যাদির সহিত ইহার বিষম গুণ।

---

১৩

ককিউল্‌স ইণ্ডিকস্।—ভারতবর্ষের নানা স্থানজাত কুকিউল্‌স ইণ্ডিকস্ নামক বৃক্ষের ফলের বীজ হইতে অবিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—পেশী, স্নায়ু ও মস্তিষ্কেই ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। মানব অপেক্ষা জন্তুর জীবনেই ইহার ক্রিয়া অধিক।

প্রধান প্রয়োগ।—সামুদ্রিক, স্নায়বিক, শকটাদি আরোহণ জন্য বা যে কোন রূপে মস্তিষ্ক-মূলক বিবমিষা, জ্বর, শ্বেতপ্রদর, আধ্মান বা আর্ত্তব শূল, অপস্মার, শিরঃপীড়া, অন্ত্র বৃদ্ধি গুল্ম, বায়ু ইত্যাদি।

ক্যাম্ফর, ক্যামমিলা, নক্সভমিকা, ইগ্নেসিয়া ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

১৪

কফিয়া।—আরব দেশজাত কফিয়া এরেবিকা নামক বৃক্ষের অপক্ক ফল হইতে প্রস্তুত হয়। এই বৃক্ষ পারস্য ও ভারতবর্ষের নানাস্থানেও পাওয়া যায়।

ক্রিয়া।—শ্রবণ, দর্শন, আস্বাদন, ভাব গ্রহণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়ার উত্তেজক, নিদ্রানাশক, ক্ষুধা, মলমূত্রত্যাগ ও সঙ্গম-লিপ্সা বর্দ্ধক।

প্রধান প্রয়োগ।—হৃৎকম্প, গুল্মবায়ু, অজীর্ণতা, নিদ্রাশূন্যতা,

হৃৎজনিত পীড়া, শিশুর ক্রন্দন, শিশু ও স্ত্রীলোকের বায়ুপ্রধান লক্ষণে, দন্ত-শূল, শিরোরোগ, ভেদালি বা প্রসব বেদনার আতিশয্য ইত্যাদি।

পল্‌সেটিলা, ইগেসিয়া, ক্যাম্ফর, নক্সভমিকা ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

১৫

কলোসিন্থিস্।—তুরস্ক, মিসর এবং ভারতবর্ষের নানাস্থান জাত লতা বিশেষ। ইহার বীজ নিষ্পেশন করিয়া যে স্নেহবৎ পদার্থ নির্গত হয় তাহাই ঔষধ প্রস্তুত করনের উপযোগী। ইহা একটি প্রাচীন ঔষধ।

ক্রিয়া।—স্নায়বিক বিধান তন্তুতে ও গ্রন্থিল স্নায়ুতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া উপলব্ধি হয়।

প্রধান প্রয়োগ।—স্নায়ুশূল, পেট কামড়ানি, শূলবেদনা, অতিসার, গৃহিনী, আধকপালে, অন্ত্রপ্রদাহ, রক্তাতিসার ইত্যাদি।

ক্যামমিলা, ক্যাম্ফর, কফিয়া ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

১৬

কার্ব্বোভেজিটেবিস।—অর্থাৎ উদ্ভিদাঙ্গার। বীচ, পপ্লারনাচ্ ইত্যাদি কতক গুলি বৃক্ষের অঙ্গার আচ্ছাদিত পাত্র মধ্যে বিচূর্ণ করিতে হয় পরে ঐ বিচূর্ণ হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, রক্ত, আমাশয়, স্নায়ু, ও অন্ত্রে ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—দুর্গন্ধময় শ্বাস বা বায়ু নিঃসরণ, বিসূচিকা রোগে যখন পেট ফুলিতেছে, নাড়ী বিলুপ্ত, পেট ফাপা, পাকযন্ত্রের পীড়া, বিষম জ্বর, উদরাময়, চুলকানি, দুর্গন্ধময় ক্ষত, স্বরভঙ্গ, অম্ল বুক জ্বালা করা, অম্লরোগ, সান্নিপাতিক জ্বর, কৃমি, অগ্নিমান্দ্য, শ্বেতপ্রদর, হরিৎ পাণ্ডু,

যক্ষ্মা, কুইনাইন সেবন জন্য অবরুদ্ধ জ্বর, লবণাক্ত মাংস বা লবণ সেবন জন্য রোগ ইত্যাদি।

আর্সেনিকম্, ক্যাম্ফার, কফিয়া, ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

১৭

কুপ্রম্ মেটালিকম্।—তাম্র হোমিওপ্যাথি ঔষধার্থে বিচূর্ণীকারে প্রস্তুত হইলে এই নামে উক্ত হয়।

ক্রিয়া।—স্নায়ুমণ্ডল, আমাশয়, অন্ত্র, অন্নপথ ইত্যাদিতে ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—নানাবিধ স্নায়বিক পীড়া, আমাশয় অন্ত্র প্রদাহ, বিসূচিকা রোগে যখন হাত পায়ে খিল ধরিতে থাকে, ভয়ানক পেটবেদনা ও তৎসহ বিবমিষা বা বমন, সরলান্ত্র কাণ্ডুয়ণ, উষ্ণ দ্রব্য পান বা ভোজনে ইচ্ছা, শীতল জল পানে বমন বন্ধ হয়; হৃৎশূল, অপস্মার, হুপিংকফ্, শ্বাসকৃচ্ছ্র, আক্ষেপিক শূল, উন্মাদ, তাণ্ডব, পক্ষাঘাত ইত্যাদি।

বেলেডোনা, ক্যাম্ফর, অরম্, ইপিকাক, কোনায়াম্, নক্সভমিকা ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

১৮

কোনায়াম্ ম্যাকিউলেটম্।—আসিয়া ও ইয়ুরোপ প্রদেশজাত উক্ত নামধারী একপ্রকার বৃক্ষের অরিষ্ট। এই বৃক্ষের অপর নাম স্পটেড্ হেমলক। পণ্ডিতবর সক্রেটিস্ এই বৃক্ষের রসপানেই জীবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় দেখা যায় যে হেমলকরস প্রথমে তাঁহার নিম্নাঙ্গের ঐচ্ছিক পেশী সমূহের পক্ষঘাত জন্মাইয়া দিতেছে পরে ঐ পক্ষাঘাত হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

ক্রিয়া।—স্নায়ুপথ, ডিম্বাশয় প্রভৃতি স্থানে ইহার ক্রিয়া বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—রজস্তম্ভ বা রজঃলোপে, অত্যন্ত রিপুচরিতার্থ বশত মৈথুনে অনিচ্ছা, আঘাতাদি বশত গ্রন্থির কোনরূপ পীড়া, বার্দ্ধক্যজন্য পক্ষাঘাত, অবসাদ বায়ু, বহুপাদ রোগ, গুল্মবায়ু, গণ্ডমালা বা কর্কট রোগ অথবা তজ্জনিত অন্য কোন পীড়া, ঋতু সময়ে স্তনের বেদনা, থাকিয়া থাকিয়া মূত্রপ্রবাহ নির্গত হয়, অগ্নিমান্দ্য, বিদগ্ধদৃষ্টি ( ছানি ), অশ্মরী, বহুমূত্র, কাস-রোগে ইত্যাদি।

নক্সভমিকা, বেলেডোনা, নাইট্রিকএসিড, হাইয়োসা-য়েমস্ ইত্যাদির সহিত সমগুণ।

---

১৯

ক্যানাবিস্ স্যাটাইভা।—শীত প্রধান দেশজাত এই নামধারী বৃক্ষের কুসুমিত শীর্ষ ও পল্লব হইতে প্রস্তুত অরিষ্ট।

ক্রিয়া।—মূত্রনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেই ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—ডাক্তার ফ্রষ্ট বলেন যে প্রমেহ রোগে ইহা অব্যর্থ ঔষধ। যখন অনিচ্ছায় লিঙ্গোচ্ছাস, ঘন ঘন মূত্রবেগ, ভয়ানক পূঁয নিস্রব, মূত্রনলী স্ফীত, জ্বালাযুক্ত এবং রক্তবর্ণ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মুদ হইবার সম্ভাবনা, তখন এই ঔষধের ক্রিয়া অসীম। এতদ্ভিন্ন বালপ্রদির, শ্বাসকাস, সূতিকোন্মাদ, কোষ্ঠবদ্ধ, হৃদ্বেষ্টনপ্রদাহ, মত্ততা ইত্যাদি রোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্যাম্ফরের সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

২০

ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা।—অস্মদ্দেশীয় গাঁজা, ভাং বা সিদ্ধি।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক-স্নায়ুমণ্ডলেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—জলাতঙ্ক, স্নায়বীক শিরঃপীড়া, ঋতুকৃচ্ছ্র, জ্বরে যখন রোগী লোক চিনিতে পারেনা, স্নায়ুশূল, বাত, বিসূচিকা, প্রমেহ ইত্যাদি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এলোপ্যাথি মতে ইহা রিপু, নিদ্রা ও মস্তিষ্ক উত্তেজক; ধ্বজভঙ্গ, প্রস-বান্তে রক্তস্রাব, আক্ষেপ, বেদনা, জলাতঙ্ক, রজঃকৃচ্ছ্র, স্নায়ুশূল ও বেদনা (বাতজন্য) নিবারক।

অম্ল, লেবুর রস, ক্যাম্ফর ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

২১

ক্যান্থারিস্ ভেসিকেটোরিয়া।—রুস, ইয়ুরোপ, সিসিলি ও হাঙ্গেরি দেশজাত উক্ত নামধারী এক প্রকার মক্ষিকা হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—পরিপাক ও মূত্র পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ও ত্বকে ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—প্রদাহযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, শুক্রমেহ, অন্ত্র, পাকাশয়, মূত্রাশয়, ডিম্বাশয় বা মূত্রপিণ্ড প্রদাহ; অগ্নিতে পুড়িয়া গেলে (বাহ্য-প্রয়োগ), অগ্নিতে পুড়িবার ন্যায় জ্বালা ও ফোস্কা যুক্ত চর্ম্মরোগে, কামোন্মত্ততা, রক্তপ্রস্রাব, বিসর্প, ধনুষ্টংকার, জলাতঙ্ক, মূত্রাঘাত ইত্যাদি রোগে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্যাম্ফর, একোনাইট, পল্‌সেটিলা ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

২২

ক্যামোমিলা মেট্রিকেরিয়া।—ইয়ুরোপের নানাস্থানে পতিত ভূমিতে, পথিপার্শ্বে ও শস্যক্ষেত্রে জাত উক্ত নামধারী বৃক্ষ মুকুলিত অবস্থায় ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া।—শ্বাস ও পরিপাক যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ও স্নায়ুমণ্ডলে ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে, রজঃভাণ্ডে, মূত্রযন্ত্রে এবং চক্ষেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইহা অহিফেন ও কাফির ক্রিয়ার প্রতি হারক।

প্রধান প্রয়োগ।—শিশু ও স্ত্রীলোকের স্নায়বীক, পিত্ত ও জরায়ুজ পীড়া, ক্রোধ বা পিত্তজ স্নায়বীয় পীড়া সমূহ, শিশুর দন্তোদ্গম সময়ে দড়কা, পেটের পীড়া, জ্বর প্রভৃতি পীড়া, শিশুদের উদরাময়, বিশেষত মল পাতলা হরিদ্রা বা সবুজবর্ণ অথবা আমযুক্ত; প্রসূতির পিত্তাধিক্য অবস্থায় স্তন পান অথবা অনেকক্ষণের সঞ্চিতদুগ্ধ স্তনপান জন্য উদরাময়, দন্তোদ্গম সময়ে সর্দ্দি, কাসি, স্নায়ুশূল, ক্রোধ বা পেট বেদনার জন্য মুর্চ্ছা, বাধক বেদনা, গর্ভাবস্থায় পীড়া, যকৃত-ক্রিয়ার বিকৃতি অথবা কৃমি জন্য জ্বরে, স্নায়ুশূল, মাদকদ্রব্য সেবন জন্য স্নায়বীক দৌর্ব্বল্য বা হৃদকম্প, আমবাত, দন্ত, কর্ণ, শিরঃ বা উদরশূল, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি।

ইগ্নেসিয়া, এলম, পলসেটিলা, একোনাইটম্, ক্যাম্ফর ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

## ২৩

ক্যাম্ফোরা—ক্যাম্ফর।—আমরা সচরাচর যে কর্পূর ব্যবহার করিয়া থাকি আলকোহলের সহিত দশমিক ক্রমে তাহার মূল আরক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কর্পূর বৃক্ষ বর্ণিয়ো, সুমাত্রা, চীন ও জাপনি দেশে প্রাপ্তব্য। ইহার কাষ্ঠ কাঁচা ও শুষ্ক এই উভয় অবস্থায়ই হরিদ্বর্ণ থাকে।

ক্রিয়া।—পৃষ্ঠ-বংশীয় স্নায়ুমণ্ডল, মস্তিষ্ক, পাকাশয় ও মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডল, ধমনী, হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী প্রভৃতিতে ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

বিশেষ প্রয়োগ।—ওলাউঠা ও তৎপূর্ব্বাবস্থার উদরাময়, সর্দ্দির প্রথমাবস্থায়, অকস্মাৎ স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদ, দন্তঘর্ষণ, মুখ রক্তশূন্য, মুর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, ঘন ঘন হাই উঠিয়া, শীতল ঘাম হইয়া শরীর অলস বোধ হওয়া, আক্ষেপ, শরীরের ভিতর যেন কেমন গরম বোধ হওয়া, প্রসবের পরে বেদনা,

অতিসার, প্রস্রাব বন্ধ, গুল্মবায়ু ইত্যাদি। হিষ্টিরিয়া বা অন্য কোন কারণে মুর্চ্ছিত রোগীকে ইহার আঘ্রাণ লওয়াইলে মুর্চ্ছাভঙ্গ হইয়া থাকে। ডাক্তার সাইমন বলেন যে স্ফোটকে পুঁয জন্মাইবার পূর্ব্বে প্রথমে এই ঔষধ পরে সুইট অয়েল লেপনে স্ফোটক বসিয়া যায়।

ওপিয়মের সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

২৪

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বনিকা।—কার্ব্বনেট্ অফ্ লাইম্ (চুণ)। পাথর, ঝিনুক, সম্বুক প্রভৃতিতে এই পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে হোমিওপ্যাথি ঔষধের জন্য ঝিনুক হইতেই লওয়া হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—পেশী, স্নায়ু, অস্থি, দন্ত, শরীর পরিপোষণের প্রায় সমস্ত যন্ত্রেই ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইহা আচূষণ ও নিষ্কাশন ক্রিয়ার বিবর্দ্ধক।

প্রধান প্রয়োগ।—কাণ দিয়া পূঁয পড়া, কাণের ভিতরে শোঁ শোঁ শব্দ হওয়া, ঋতুস্তম্ভ বা ঋতুর আধিক্য, বিশেষত ঋতুর সময় ক্রমশ অগ্রসর হওয়া; স্তনে দুগ্ধের আধিক্য হেতু টন্‌টন্ করা, স্তন্য দুগ্ধের তরলতা, আপনা আপনি দুগ্ধ ক্ষরণ, শ্বেত প্রদর, দন্তোদ্গমে বিলম্ব হওয়া এবং তজ্জন্য নানারূপ কষ্ট হওয়া, গণ্ডমালা এবং তজ্জনিত সর্ব্বপ্রকার রোগে, কোমলাস্থি রোগে, দুর্গন্ধময় শ্লেষ্মানিষ্ঠিবণ যুক্ত কাসরোগ, মেদরোগ, শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট লোকের পীড়া, বাতরোগ, অপস্মার, বহুপাদ, অতিসার, কোষ্ঠবদ্ধ, পুরাতন উদরাময়, অভিষ্যন্দ ইত্যাদি।

ডাক্তার গরেন্সির মতে যে সকল ব্যক্তির দেহ গঠনের তুলনায় মস্তক এবং মুখ অধিকতর বৃহৎ, গাত্রচর্ম্ম পাণ্ডুবর্ণ, তাহাদের এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে।

নাইট্রিক্ এসিড্, সাল্‌ফার, ক্যাম্ফর, নক্সভমিকা ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

২৫

ক্যালী বাইক্রমিকম্।—ইহার অপর নাম বাইক্রামেট অফ্ পোটাশ। চিত্রকরেরা বহুল পরিমাণে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, চর্ম্ম, যকৃত, মূত্রপিণ্ড ইত্যাদিতে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—উপদংশ রোগ এবং তজ্জন্য চক্ষু আক্রান্ত, কঠিন, চট্‌চটে শ্লেষ্মাযুক্ত পুরাতন কাসি, স্বরভঙ্গ, পুরাতন ক্ষত কিন্তু পচা নহে, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, তিক্তাস্বাদ যুক্ত উদ্গার, জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ ক্লেদাবৃত, নাসারোগ, অন্ত্রপ্রদাহ, শ্বেতপ্রদর ইত্যাদি।

আর্সেনিকম্, পল্‌সেটিলা ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

২৬

ক্যালী ব্রোমাইডম্।—ইহার অপর নাম ব্রোমাইড্ অফ পোটাশ।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক ও তৎস্থানীয় স্নায়ুমণ্ডলে ইহার মুখ্য ক্রিয়া প্রকাশ পায়॥

প্রধান প্রয়োগ।—অপস্মার, অতিসার, বিশেষতঃ শরত কালের অতিসার, স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদ, শূন্যদৃষ্টি, চিত্তভ্রম, ভীতিজনক স্বপ্নদর্শন, দন্তোদ্গমে কষ্ট, সূতিকোন্মাদ বা উন্মাদ রোগ, শিশুর উদরশূল, অন্তর্সত্বাবস্থায় স্নায়বীক কাস, শিরঃপীড়া, আলোক অসহ্য, মূত্রপিণ্ডপ্রদাহ, শিশুর বিসূচিকার প্রারম্ভে ইত্যাদি।

এলোপাথেরা যে কোন কারণে মস্তিষ্ক গরম হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কামোন্মত্ততা, রজসাধিক্য, গণ্ডমালা, শিরঃপীড়া ইত্যাদিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অধিক দিন এই ঔষধ সেবন করিলে গাত্রে চুলকানী হইয়া থাকে।

---

২৭

ক্যালেণ্ডুলা।—ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য স্থান ও ভারতবর্ষের নানা স্থান জাত মেরিগোল্ড ( গাঁদাজতীয় ) বৃক্ষের পত্র ও পুষ্প হইতে এই অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। .

প্রধান প্রয়োগ।—এই ঔষধ বাহ্যপ্রয়োগেই প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কোন প্রকারের ক্ষত হউক না কেন পূঁয জন্মাইবার পূর্ব্বে চারি ভাগ জলের সহিত লোশন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া যাইবার জন্য অথবা অন্য কোন রূপ আঘাত বশত রক্তস্রাবে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

---

২৮

ক্রিয়োজোটম্।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ও পরিপাক যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার মুখ্য ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—অগ্নিমান্দ্য, পচা ঘা, শ্বেতপ্রদর, গণ্ডমালা রোগ জনিত পীড়া, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, বিবমিষা বা বমি, অন্যের বমি দেখিয়া বিবমিষা বা বমি, গর্ভাবস্থায় বিবমিষা বা বমি, দন্তশূল, বিশেষত দন্তমূলের জীর্ণতা জন্য পীড়া, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ, কর্কট রোগ ইত্যাদি।

নক্সভমিকা, ইপিকাক্, আর্সেনিকম্ ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

২৯

গ্রাফাইটিস্।—এক প্রকার ধাতু। ইহাতে লিখিবার কালী প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—পরিপাকযন্ত্র, ত্বক, জননেন্দ্রিয় ইত্যাদিতে ইহার ক্রিয়া বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—চর্ম্মরোগ, অতিসার, অণ্ডকোষে জল সঞ্চয়, দদ্রু অন্ত্রস্ফীতি, শ্বেতপ্রদর, ধ্বজভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, গলকাঠিন্য, শুষ্ককাস, গ্রন্থিস্ফীতি, গণ্ডমালা জন্য রোগ, সিসর্প রোগ, স্তন রোগ ইত্যাদি।

নক্সভমিকা, একোনাইটম্, আর্সেনিকম্ ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৩০

চায়না।—পেরু ও দক্ষিণ আমেরিকা সন্নিহিত স্থানজাত সিঙ্কোনা নামক বৃক্ষের পীতবর্ণ বল্কল হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—প্লীহা, যকৃত, গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডল ইত্যাদির উপরে ইহার মুখ্য ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—সামান্য পালাজ্বর, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করার জন্য স্নায়বীক দৌর্ব্বল্য, উদরাময়, রক্তস্রাব, যকৃত, প্লীহা ও তজ্জনিত উদরাময়, অধিক দিন স্তন্যপান করাইবার জন্য দৌর্ব্বল্য, স্বপ্নবিকার, কামলা, সবিরামজ্বর, কম্পজ্বর, দুর্ব্বলকারী ঘর্ম্মাধিক্য, ম্যালেরিয়া জ্বর, অগ্নিমান্দ্য শ্লেষ্মা বা পূঁযস্রাব, শুক্রমেহ, নিদ্রাবস্থায় ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠা, ব্রণশোথ, জীবনী শক্তির হ্রাস, পিত্তজনিত পীড়া ইত্যাদি।

এক সিঙ্কোনাতে জ্বরনিবারক ও জ্বরোৎপাদক এই উভয় শক্তি বর্ত্তমান দেখিয়া মহাত্মা হনিমান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আবিষ্কার করেন।

ক্যাম্ফর, আর্ণিকা, আর্সেনিকম্, সিপিয়া, পল্‌সেটিলা ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৩১

জেল্‌সিমিয়ম্ বা জেল্‌সিমিনম্।—দক্ষিণ আমেরিকা জাত মহা সুখগন্ধযুক্ত উজ্জ্বল পীতবর্ণ পুষ্প বিশিষ্ট একপ্রকার লতার মূল হইতে এই অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—পেশী, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, মস্তিষ্ক, মজ্জা ইত্যাদিতে ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইহাব ক্রিয়া একোনাইট ও বেলেডোনার ক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী।

প্রধান প্রয়োগ।—সর্দ্দিজ্বব, সান্নিপাতিক, সবিবাম বা স্বল্পবিরাম জ্বর, ঘুংরি (একোনাইটে উপকাব না হইলে), আক্ষেপ, সূতিকাক্ষেপ, স্নায়ুশূল, পক্ষাঘাত, শিশুর দন্তোদ্ভেদ সময়ের বোগ, গর্ভস্রাব, কম্প আছে কিন্তু শীত বোধ হয় না, অজ্ঞাতে বা নিদ্রাবস্থায় মূত্রত্যাগ, আমবাত, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়, বাধক বেদনা, পেশীশূল, প্রসব সময়ে জরায়ুব মুখ কঠিন হইয়া গেলে, ঋতুকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, হৃদ্‌রোগজ শিরঃপীড়া ইত্যাদি।

ক্যাম্ফর, কাফি, লবণ ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৩২

ডল্কামরা।—ইউরোপখণ্ডজাত উক্ত নামধারী একপ্রকার বৃক্ষের কচি পত্র ও শাখা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—পেশী ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—জলে ভিজিবার জন্য অথবা ভিজা স্থানে বাস করিবাব জন্য সর্দ্দি, কাসি, আমাসয়, উদরাময়, বাত, হুপিংকফ, পক্ষাঘাত, শীতপিত্ত, অতিসার, মূত্রাসয়ের শ্লেষ্মাস্রাব; কামোন্মত্ততা ইত্যাদি।

বৃষ্টিতে ভিজিবাব জন্য সর্দ্দি হইবার আশঙ্কা থাকিলে এই ঔষধ সেবনে তাহা বিদূরিত হইয়া থাকে।

ইপিকাক্, মার্কুরিয়স্, ক্যাম্ফর, কুপ্রম ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৩৩

ডিজিটেলিস্ পর্পিউরা।—ইউরোপে উক্ত নামধারী বৃক্ষ পাওয়া যায়। ইহার কাঁচা পত্র হোমিওপ্যাথি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—হৃৎপিণ্ড, ধমনী, স্নায়ু ও নাড়ীর গতি প্রভৃতিতে ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—নাড়ীর মন্দ বা সবিরাম গতি, হৃৎকম্প বা স্পন্দনাধিক্য, হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য, হৃদ্‌শূল, হৃদ্‌রোগ বা হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য বশত মূর্চ্ছা (সহজ বা গর্ভাবস্থায়), মাথার সম্মুখ দিক ভারি, মাথা দপ্ দপ্ করা, অন্ধকার বা চক্ষুর সম্মুখে নানাবর্ণের বিন্দু দর্শন, মাথা ভার বোধ হওয়া, কর্ণের ভিতর সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া, স্বপ্নরিকার, শোথ ইত্যাদি।

নক্সভমিকা, ওপিয়ম ও ক্যাম্ফর প্রভৃতির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৩৪

থুজা।—থুজা বৃক্ষের নূতন পল্লব হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—চর্ম্ম, জনমেন্দ্রিয়, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, গুহ্যদ্বার ও মূত্রযন্ত্রে ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—আঁচিল, মুখে ক্ষত, উপদংশ বিষাক্ত ব্যক্তির দদ্রু, প্রমেহ, অর্ব্বুদ, শ্বাস কাস, জিহ্বার নীচে অর্ব্বুদ, মূত্রাসয় গ্রন্থির পীড়া, সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট, ক্ষণক্রোধী, প্রত্যেক কার্য্যে ভুল, মস্তকের জড়তা, মূত্রত্যাগের পরে মূত্রনিস্রব হয়, সর্ব্বদাই বিমর্ষভাবে নানারূপ বিলাপ করে এরূপ রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

সাল্‌ফার, মার্কুরিয়স্, ক্যামমিলা, পল্‌সেটিলা ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৩৫

নক্সভমিকা।—সিংহল, ভারতসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জে ও দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানজাত একপ্রকার বৃক্ষের ফল হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। অস্মদ্দেশে এই ফলকে কুচিলা বিষ বলিয়া থাকে।

ক্রিয়া।—পেশী সমূহ, স্নায়ু, পরিপাক যন্ত্র, যকৃত, প্লীহা, শ্বাসযন্ত্র প্রভৃতি স্থানে ইহাব বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্য যে কোন পীড়া হউক না কেন, যথা,—কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাময়, মলত্যাগের ইচ্ছা অথচ দাস্ত পরিষ্কার হয় না, বুক জ্বালা করা, পেট ফাঁপা, অজীর্ণ, বিবমিষা, বমন, মুখ দিয়া জল উঠা মাথা ধরা, মাথা ঘোরা ইত্যাদি; অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণ, দুশ্চিন্তা, শারীবিক বা মানসিক পরিশ্রমের আধিক্য বা আহারের অনিয়ম জন্য পীড়া; অতিরিক্ত তাম্রকুট-ধূম-পায়ী ব্যক্তির রোগে, মদ্যাদি মাদক দ্রব্য সেবন জন্য হস্ত পদাদির কম্পন, প্লীহা, যকৃত, অন্ত্রবৃদ্ধি, অবসাদবায়ু বা সংন্যাস রোগ, অর্শরোগ, রজসাধিক্য, পক্ষাঘাত, বাতরক্ত, আমবাত, প্রভৃতিতে ও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইগ্নেসিয়া, বেলেডোনা, ক্যাম্ফর, পল্‌সেটিলা ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৩৬

নক্স মশ্চেটা।—জায় ফল হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—পাকাশয়, ডিম্বাশয়, গর্ভাশয় ও স্নায়ুমণ্ডল প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে।

প্রধান প্রয়োগ।—দন্তশূল, গর্ভাবস্থায় বমন বা বিবমিষা, পক্ষাঘাত (বিশেষত গলনলী ও অক্ষিপুটে), উদরাময় (বিশেষত গ্রীষ্ম কালের), যকৃত বৃদ্ধি, মুর্চ্ছা, কৃমি, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি।

ক্যাম্ফরের সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৩৭

ন্যাট্রম্ মিউরিএটিকম্।—আমরা প্রতিদিন যে লবণ ব্যবহার করিয়া থাকি সেই লবণ হইতেই এই মহোপকারক ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার বিচূর্ণ ও অরিষ্ট উভয়ই হয়।

বিশেষ প্রয়োগ।—পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরের ইহা একটী সর্ব্বে কৃষ্ট ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্লীহা বা যকৃত অথবা এক কালে এই উভয়েরই বিবর্দ্ধন, পাণ্ডু, কোষ্ঠবদ্ধ, শীতাদরোগ জন্য পীড়া, প্রমে অভিষ্যন্দ, অজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা কুইনাইনের অপব্যবহার, আর্দ্রভূমি বাস-জন্য দুর্ণিবার বিষম-জ্বর, শ্বেতপ্রদর ইত্যাদি।

আর্সেনিক ক্যাম্ফর, এপিস্ প্রভৃতির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৩৮

পডোফাইলম্ পেলটেটম্।—এই নামধারী বৃক্ষকে কেহ কে বাইবেল কথিত ম্যাণ্ড্রেক বৃক্ষ কহিয়া থাকেন। ইহার কন্দ ও মূল হইতে ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—পরিপাকযন্ত্র যকৃত ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

প্রধান প্রয়োগ।—শিশুর দন্তোদ্গম কালের অর্শ, বিসূচিকা, যকৃ বা অন্ত্র প্রদাহ, পারদদূষিত রক্ত, মূত্রমার্গ প্রদাহ, উদরাময়, হারিস রোগ কোষ্ঠবদ্ধ, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য, পিত্তশিলা, পিত্তজ্বর, লালাস্রাব ইত্যাদি।

নক্সভমিকার সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৩৯

পল্‌সেটিলা।—ইউরোপ খণ্ডের শুষ্ক, বালুকাময়, উচ্চস্থান জাত একপ্রকার লতার পুষ্প হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—চক্ষু, কর্ণ, পুং ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়, সৈহিক ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ইত্যাদিতে ইহার বিশেষ কার্য্য দর্শে।

প্রধান প্রয়োগ।—একশিরা, অজীর্ণ, অঞ্জনী কানদিয়া পূঁযপড়া, উদরাময় বিশেষত যাহার রাত্রে বৃদ্ধি হয়, কর্ণমূল ফুলা, হাম, বসন্ত বা

তজ্জনিত উদরাময়, বাধক, রজস্তম্ভ, রজসাধিক্য, ঋতু সময়ে পেট কন্‌কন্ করে, স্তনে বেদনা অনুভব ইত্যাদি ঋতু সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া, পাণ্ডু, নিদ্রাভঙ্গের পরে চক্ষু যুড়িয়া থাকে, শ্বেত প্রদর, গুল্মবায়ু, অগ্নিমান্দ্য, চক্ষু-প্রদাহ, রক্তাতিসার, তৈল বা ঘৃত পক্ক দ্রব্য সেবন জন্য পীড়া, স্তনদুগ্ধ শুষ্ক হইয়া যাওয়া, প্রসবান্তে বেদনা, ফুল পড়িতে বিলম্ব হওয়া, বিবমিষা, পিত্ত বা অম্লবমন ইত্যাদি।

ইগ্নেসিয়া, ক্যামমিলা, নক্সভমিকা, কফিয়া ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৪০

ফ্‌সফরস্।—জীবদেহজাত পদার্থ বিশেষ।

ক্রিয়া।—রক্ত ও স্নায়ুমণ্ডলেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে।

প্রধান প্রয়োগ।—পুরাতন উদরাময়, জীবনীশক্তির হ্রাস, যক্ষ্মা-কাস, ক্ষয় কাস, শুষ্ককাস, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্য শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, স্বরভঙ্গ, ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ, দৃষ্টিহানী, পীতজ্বর, যকৃৎবিকৃত, মস্তিষ্কে পক্ষাঘাত, পক্ষাঘাত, অপস্মার, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ, শ্বেতপ্রদর, রজসাভাব ইত্যাদি।

ক্যাম্ফর, নক্সভমিকা প্রভৃতির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৪১

ফাইটোলাক্কা।—এই নামধারী উদ্ভিদবিশেষের ফল, মূল ও পত্র হইতে ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—স্তন, মস্তক, গল-গ্রন্থি, পারদ দূষিত রক্ত ইত্যাদিতে ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—স্নায়ুশূল, ঝিল্লীপ্রদাহ, অর্শ, উপদংশ বা তজ্জন্য অস্থি বেষ্টপ্রদাহ, স্তনস্ফোটক, পুরাতন আমবাত, গ্রন্থিস্ফীতি ও পূঁয হওয়া, গলদেশের পীড়া, নাড়ীব্রণ, চক্ষু, জরায়ু বা অন্ত্রপ্রদাহ, ধ্বজভঙ্গ, মৈথুনে অনিচ্ছা, প্রস্রাবে চুণগোলা জলের মত পদার্থ থাকা, স্তনকাঠিন্য, স্বরভঙ্গ, রক্ত বা শ্লেষ্মাস্রাব যুক্ত অতিসার, পেশী সমূহে বেদনানুভব ইত্যাদি

ইগ্নেসিয়া, লবণাক্তদুগ্ধ, সাল্‌ফার ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৪২

বার্ব্বেরিস্।—এই নামধারী বৃক্ষের সূক্ষ্ম মূল ও স্থূল মূলের বল্কল হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মূত্রপথের আবরণ ঝিল্লী, গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডল, গলদেশের পেশী ও শৈষ্মিক ঝিল্লী প্রভৃতিতে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—প্রস্রাবকালে উরুদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা অনুভব পিত্তশিলা, মূত্রশিলা, মূত্ররোগ, বাত, যকৃতে রক্ত সঞ্চয়, বৃক্কক প্রদাহ ইত্যাদি বার্ব্বেরিস একোনাইটের ক্রিয়াঘ্ন। ক্যাম্ফরের সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৪৩

বেলেডোনা।—ইউরোপ খণ্ডে প্রায় সর্ব্বস্থানেই এই বৃক্ষ জন্মিয় থাকে। উদ্যান রোপিত অপেক্ষা আরণ্য বৃক্ষের ভৈষজ্যগুণ অধিক। সমং বৃক্ষই ঔষধ প্রস্তুতার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক ও তৎসংশ্লিষ্ট স্নায়ুমণ্ডল ও ঝিল্লীতে ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়, উন্মাদ অপস্মার, সংন্যাস মস্তিষ্ক প্রদাহ, নানাবিধ মস্তিষ্ক লক্ষণ যুক্ত জ্বর, শব্দ ও আলোক অসহ্য ধনুষ্টংকার, স্নায়ুশূল, মস্তকে জল সঞ্চয়, প্রসবান্তে স্রাবরোধ, পা ফোলা

বেদনা, অণ্ড বা ডিম্বাশয় প্রদাহ ইত্যাদি; স্ফোটক, ব্রণ ও বাগীর প্রথমাবস্থায় সূতিকাজন্য আক্ষেপ, তালুপ্রদাহ, ক্ষত, বিসর্প রোগ, আরক্তজ্বর; কোন স্থান রক্তবর্ণ হইয়া ফোলা, প্রদাহ, বেদনা; মস্তকের সম্মুখ দিক ভারি হইয়া দপ্‌দপ্‌ করা, নাড়া চাড়াতে দপ্‌দপানির বৃদ্ধি, শ্বাস-কাস, প্রলাপ ইত্যাদি।

প্রদাহ জনিত পীড়ায় ইহা একোনাইটের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ওপিয়াম্‌, ক্যাম্ফর, কফিয়া, পল্‌সেটিলা ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৪৪

ব্যাপ্টিসিয়া।—উত্তর আমেরিকা জাত এই নামধারী বৃক্ষের মূলের বল্কল হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—অন্ত্র, মুখ ও গলমধ্যস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও রক্তে ইহার মুখ্য ক্রিয়া দর্শে।

প্রধান প্রয়োগ।—সূতিকাজ্বর, সন্নিপাতিকজ্বর শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, অগ্নিমান্দ্য, রক্তবিকৃত, যে জ্বরের প্রথমাবস্থায় আন্ত্রলক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়, শ্বাসকৃচ্ছ্র ও বক্ষে রক্তসঞ্চয়, লালবর্ণের জ্বালাযুক্ত মূত্রত্যাগ, কর্ণমূল স্ফীতি, যকৃত বেদনা, অত্যন্ত শিরঃপীড়া ইত্যাদি।

---

৪৫

ব্রাইওনিয়া।—উত্তর ইউরোপ, ফ্রান্স ও জর্ম্মণির কোন কোন অংশে এই বৃক্ষ পাওয়া যায়। জাতিভেদে ব্রাইওনিয়া বৃক্ষ অনেক প্রকার, তন্মধ্যে হনিমান সাহেব কেবল ব্রাইওনিয়া এল্বার ভৈষজ্যগুণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

ক্রিয়া।—ফুস্‌ফুস্‌, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, মস্তিষ্ক, যকৃত, পেশী, স্নৈহিক ঝিল্লী ইত্যাদিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—ফুস্‌ফুসের পীড়া (প্রদাহ ইত্যাদি), সান্নিপাতিক ও আমবাত জন্য জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, অন্ত্র ও যকৃতের কোন কোন প্রকার পীড়া, কামলা, কোষ্ঠবদ্ধ, পাকস্থলী ভারি বোধ হওয়া, তিক্ত বা অম্ল উদ্গার, মুখ দিয়া জল উঠা, মলকাঠিন্য ও শুষ্কতা, পৌনপূনিক জ্বর; রজঃস্বল্পতা বা রজঃসাধিক্য, পৈত্তিক জ্বর শুষ্ক কাসি, বুক খোঁচা, সবিরামজ্বর, জরায়ু হইতে রক্ত স্রাব, পার্শ্বদেশে বেদনা অনুভব, স্ফোটজ্বর ইত্যাদি।

ইগ্নেসিয়া, এলম্, ক্যাম্ফর, একোনাইট, কফিয়া, ক্যামোমিলা ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৪৬

ভিরেট্রামএল্বম্।—ইউরোপের পার্ব্বত্য প্রদেশ জাত এই নামধারী বৃক্ষের মূল হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক, স্নায়ুমণ্ডল প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে।

প্রধান প্রয়োগ।—বিসূচিকা বা অন্য কোন রোগে অকস্মাৎ ভেদবমি হইয়া জীবনী শক্তির হ্রাস হয়, আঠাবৎ চট্‌চটে ঘাম হয়, হাতে, পায়ে, বিশেষত জঙ্ঘার পশ্চাৎদিকে থাল ধরে, বিসূচিকা রোগের পরে উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধ, ধনুষ্টংকার, অতিরিক্ত পরিমাণে ফল বা শাক সব্‌জী আহার জন্য পীড়া, পক্ষাঘাত, স্নায়ুশূল, হুপিংকফের তৃতীয় অবস্থা, শীতপ্রধান জ্বর, কোনরূপে তাম্র উদরস্থ হওয়ার জন্য অথবা ভয় পাইবার জন্য পীড়া ইত্যাদি।

ক্যাম্ফর, একোনাইট ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৪৭

ভেরেট্রম্ ভিরিডি।—ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের পার্ব্বত্য ভূমি জাত এই নামধারী বৃক্ষের মূল হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—স্নায়ুমণ্ডল, পাকাশয়, ফুস্‌ফুস, মস্তিষ্ক প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শিয়া থাকে।

প্রধান প্রয়োগ।—হামের প্রথমাবস্থা; জ্বরে নাড়ী কঠিণ ও দ্রুত, অত্যন্ত মাথাধরা ও নানারূপ মস্তিষ্ক লক্ষণ, বিবমিষা, দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা, পিত্ত ও শ্লেষ্মাবমন, শিশুর স্বল্প-বিরাম জ্বর, ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়, মাথাঘোরা, স্ফোটজ্বর, তন্দ্রা, প্রদাহ জন্য পীড়া ইত্যাদি।

---

৪৮

মার্কুরিয়স্ করোসাইবস্।—পারদ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—অন্ত্র, পাকাশয়, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ইত্যাদিতে ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—রক্তামাসয়, বেগ, পেট কন্‌কন্ করা, প্রমেহ বা উপদংশ রোগজনিত চক্ষুরোগ, তালুমূল প্রদাহ, উপদংশ, শোথ, গ্রন্থি স্ফীতি, প্রমেহ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি।

নাইট্রিক এসিড ও সিলিসিয়ার সহিত ইহার বিষঘ্নগুণ।

---

৪৯

মার্কুরিয়স সলিউবিলিস্।—ইহাও পারদ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—গ্রন্থি, অস্থি, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, চর্ম্ম, শরীর যন্ত্র, মস্তিষ্ক ঝিল্লী ইত্যাদিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহা আচূষণ, স্রাবণ ও পরিপোষণ ক্রিয়ার পরিপোষক।

প্রধান প্রয়োগ।—উপদংশ, মুখে ঘা, দুর্গন্ধ, গলাধঃকরণে বেদনা অনুভব, অক্ষিপুট বা গ্রন্থি স্ফীতি, চক্ষুর যুড়িয়া থাকা, মুখ দিয়া লালা নিস্রব, কামলা রোগে চক্ষু ও চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ, চক্ষু উঠা, দন্তমূল পাকিয়া পূঁয হওয়া,

গণ্ডমালা ও তদ্দারা চক্ষু আক্রান্ত, ভয়ানক দুর্গন্ধময় সবুজ বা নানাবর্ণের কর্দ্দমবৎ মলত্যাগ, উদরাময়, আমযুক্ত দাস্ত, কান দিয়া পূঁয পড়া, ক্ষুধা-মান্দ্য, প্রমেহ, কৃমি, দন্তে পোকা হওয়া, নাসিকা দিয়া দুর্গন্ধময় পূঁয পড়া, গালক্ষত ইত্যাদি।

---

৫০

ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বণিকম্।—কার্ব্বণেট্ অফ্ ম্যাগ্নেসিয়ার বিচূর্ণ হোমিওপ্যাথি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—অগ্নিমান্দ্য, ঋতুকৃচ্ছ্র, (রজসাধিক্য, রজস্তম্ভ ইত্যাদি) দন্তশূল, শূল বেদনা, জ্বরে নৈশ ঘর্ম্ম, কোষ্ঠ বদ্ধ, শিশুর অতিসার ইত্যাদি।

নক্সভমিকা, ক্যামমিলা, পল্‌সেটিলা ও ক্যামমিলার সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৫১

রষ্টক্সিডেণ্ড্রাম্ (রষ্টক্স)।—আমেরিকার নদীতটে বা আর্দ্র-ভূমিতে জাত এক প্রকার গুল্মের পত্র হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—পেশী ও সন্ধির তন্তুতে, গ্রন্থি, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, ত্বক, নাসিকা ইত্যাদিতে ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়। বামাঙ্গ অপেক্ষা দক্ষিণাঙ্গেই ইহার ক্রিয়া অধিক দর্শিয়া থাকে।

প্রধান প্রয়োগ।—পুরাতন বাত, গ্রন্থিস্ফীতি, রাত্রে জ্বর, কাউর, মুক্র, নানাপ্রকার চর্ম্ম রোগ, পানিবসন্ত, আমবাত, পক্ষাঘাত, শোথ, বাত-

কণ্টক, কটিবাত, সান্নিপাতিক, সবিরাম ও স্বল্প-বিরাম জ্বর, বিসর্প, রক্তাতিসার, ক্ষুধা বিকৃতি, মস্তকে রক্তসঞ্চয়, অলসতা, পেশীর ক্ষীণতা ইত্যাদি।

কোন প্রকার আঘাত লাগিয়া মচকাইয়া যাওয়া ইত্যাদি ইহার বাহ্য প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

ক্যাম্ফর, সাল্‌ফার, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া ইত্যাদিকে সহিত-ইহার বিষমগুণ।

---

৫২

লাইকোপোডিয়ম্।—এই নামধারী উদ্ভিজ্জের বীজাণু হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—যকৃতাদি পরিপাক যন্ত্রে, ত্বক, স্নায়ু, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ইত্যাদিতে ইহার প্রধান ক্রিয়া দর্শে।

প্রধান প্রয়োগ।—পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি, পেট ফাঁপা, অম্ল বোধ হওয়া, মুখ দিয়া জল উঠা, চুল উঠিয়া যাওয়া, বাত, গ্রন্থিস্ফীতি, কোষ্ঠ বদ্ধ, পেটের ভিতরে হুড়হুড়, কুল্‌কুল্ শব্দ হওয়া, পুঁয়ের ন্যায় শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবণ, অর্শ, পারদদোষজ ক্ষত, অভিবন্দ্য, কর্ণস্রাব, তালুমূল প্রদাহ, শারিরীক বা মানসিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষুধামান্দ্য, পরিপাক যন্ত্রের দুর্ব্বলতা, কৃমি, অম্লপিত্ত, শ্রবণ শক্তির ক্ষীণতা ও ঘ্রাণ শক্তির তীক্ষ্ণতা, গলায় শ্লেষ্মা জমা, পাথরি, আহারের পরেই তলপেট যেন ফুলিতে থাকে, শ্বাস প্রশ্বাসের সময়ে বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে যেন হুলফুটার মত বেদনা অনুভব, হৃৎকম্প ইত্যাদি।

গ্রাফাইটিস্, ওপিয়ম্, একোনাইট, ক্যামমিলা, কষ্টিকম্, পলসেটিলা ও ক্যাম্ফর ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ। ইহা সিঙ্কোনার ক্রিয়া নাশক।

---

৫৩

ল্যাকেসিস্।—দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রকার সর্পের বিষ চূর্ণ করিয়া অথবা গ্লিসিরিণে গলাইয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—বায়ুনলী, ফুস্‌ফুস্‌, হৃৎপিণ্ড, পকাশয়, স্নায়ুকেন্দ্র ইত্যাদিতে ইহার ক্রিয়া দর্শিয়া থাকে।

প্রধান প্রয়োগ।—শয্যাক্ষত, কর্কট রোগ, বিসর্প রোগ, হুপিংকফ্‌ পৃষ্ঠাঘাত, আরক্তজ্বর, একবার কোষ্ঠবদ্ধ পরে উদরাময়, নিদ্রার পরে পীড়ার লক্ষণ সমূহের বৃদ্ধি, শ্বাসকাস, স্বরভঙ্গ, স্নায়ুশূল, স্নায়বিক কাস, পারদ দোষ, শোথ, তালুমূল-প্রদাহ, স্ত্রীলোকের নব যৌবনে ঋতুবন্ধ ও তজ্জন্য নানারূপ পীড়া, গুল্মবায়ু, আক্ষেপ, অপস্মার, পাণ্ডু, রজস্তম্ভ, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, অগ্নিমান্দ্য, হাম বসিয়া যাওয়া, ডিম্বাশয়ে পুঁয জমা, অর্শ, ঝিল্লীক প্রদাহ ইত্যাদি।

সালফার, হিপার সাল্‌ফার, রষ্টক্স, ফস্‌ফরস্‌, পল্‌সেটিলা লাইকোপোডিয়াম্‌, নাইট্রিক এসিড ইত্যাদির সহিত ইহার সমগুণ।

নক্সভমিকা, ফস্‌ফরিক এসিড, বেলেডোনা, আর্সেনিক, মার্কুরিয়স্‌ ইত্যাদির সহিস ইহার বিষমগুণ।

---

৫৪

সাল্‌ফার।—বাঙ্গালা ভাষায় ইহার নাম গন্ধক। পরিস্রুত জলে উত্তমরূপে প্রক্ষালিত গন্ধকের বিচূর্ণ স্পিরিট মিশ্রণে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—চর্ম্ম, মূত্রমণ্ডল, শৈশ্মিক-ঝিল্লী, চক্ষু, স্নায়ু, যকৃত-দ্বারস্থ শিরার ও তৎস্থানীয় কৈশিকামণ্ডলীতে ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—চুলকানি, পাঁচড়া ও স্ফোটকাদি চর্ম্ম রোগের আরোগ্য কারক ও প্রতিষেধক; অর্শ, আঙ্গুল হাড়া, মূত্রবেগ ধারণে ক্ষমতা শূন্যতা, কৃমি, পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ, অতিসার, দন্তশূল, শ্বাসকাশ, অঞ্জনী, হুপিকফ্‌, আমবাত, বাতরক্ত, গণ্ডমালা, স্তনস্ফোটক, উপদংশ, গুল্ম বায়ু জন্য হৃৎকম্পন ইত্যাদি।

নানাবিধ চিকিৎসায় রোগের উপশম হইতেছে না এরূপ অবস্থায় মধ্যে মধ্যে একমাত্রা সাল্‌ফার ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পূরাতন রোগের চিকিৎসা আরম্ভ করিবার সময়ে, বিশেষত যখন রোগী এলোপ্যাথি বা কবিরাজী মতের ঔষধ সেবনের পরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করিবে সেই সময়ে ইহা বিশেষ উপকারী। রোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে না এরূপ অবস্থায় সাল্‌ফার সেবন করাইলে রোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করিয়া দেয়। কোন ঔষধ সেবন করাইবার পূর্ব্বে সাল্‌ফার খাওয়াইলে দেহে উক্ত ঔষধের গুণ বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা একটী পিত্ত নিঃসারক ও পরিবর্ত্তক ঔষধ।

সিপিয়া, পলসেটিলা, কলচিকম্, বেলেড়োনা, সিলিসিয়া, আর্সেনিকম্, নক্সভমিকা, নাইট্রিক এসিড, রষ্টক্স ইত্যাদির সহিত ইহার সমগুণ।

ক্যামমিলা, একোনাইটম্, ক্যাম্ফর ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৫৫

সিকেলি কর্ণিউটম্। ইউরোপ ও ককেসস্ পর্ব্বত সন্নিকটস্থ মরু-ভূমি জাত রাই নামক শস্যের বিকৃত অংশ হইতে এই অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—গর্ভাশয়, ধমনী, মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ু, পেশীতন্তু ইত্যাদিতে ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—জরায়ু প্রদাহ, আক্ষেপযুক্ত গর্ভবেদনা, গর্ভস্রাব, প্রসবে বিলম্ব, ক্ষীণ প্রসব বেদনা, প্রসব সময়ে হিষ্টিরিয়া, প্রসবান্তে বেদনা, রজোশূল, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, ঋতুকৃচ্ছ্র, প্রসব সময়ে বা তদন্তে থাকিয়া থাকিয়া রক্তস্রাব, অতিসার, বিসূচিকা, অতিরজঃ, বমন, গ্যাংগ্রিণ, মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত ইত্যাদি।

ক্যাম্ফর ও ওপিয়মের সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৫৬

সিনা।—পারস্য, আসিয়ামাইনর ও আফ্রিকা খণ্ড জাত এই নামধারী বৃক্ষের অপ্রস্ফুটিত কুসুমের অগ্রভাগ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া। অন্ত্রপ্রণালীতেই ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

বিশেষ প্রয়োগ।—শয্যায় মূত্রত্যাগ, নাক খোঁটিবার, নিদ্রাকালে দন্ত কড়্‌কড়্‌ করা, গা বমি করা, পেটের ভিতরে নাভির চতুর্দ্দিক জড়াইয়া ধরা, প্রস্রাব শুষ্ক হইলে খড়ি গোলার ন্যায় দাগ হওয়া কাসি, হুপিংকফ্‌, এক সময়ে অত্যন্ত ক্ষুধা আবার একেবারে ক্ষুধার লোপ, পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, গুহ্যদ্বার চুলকান, নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদেখা ও বকা, মলের সহিত কৃমি বাহির হওয়া ইত্যাদি কৃমিজনিত সর্ব্বপ্রকার পীড়ায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

---

৫৭

সিপিয়া।—ভূ-মধ্যস্থ সাগরে কটল নামক এক প্রকার মৎস্য জাতীয় জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, এই জন্তুরা শীকার ধরিবার সময়ে এবং শত্রুহস্ত হইতে পলাইবার সময়ে উদর মধ্যস্থ কোষ হইতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণের তরল পদার্থ বাহির করিয়া জলের স্বচ্ছতা নষ্ট করে; কোষ মধ্যস্থ উক্তদ্রব্য শুষ্ক ও বিচূর্ণ করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, যকৃত, স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ও যকৃতদ্বারস্থ শিরায় ইহার মুখ্য ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

প্রধান প্রয়োগ।—শ্বেতপ্রদর, প্রমেহ, ঋতুস্তম্ভ, রজোনাশ বা স্বল্প রজঃ, গর্ভস্রাব, কাস, যকৃতের পীড়া, নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ, গণ্ডমালা, জরায়ু ভ্রংশ, মৃৎপাণ্ডু, যোনি কণ্ডুয়ণ, স্নায়বীয় শিরঃশূল ইত্যাদি।

এণ্টিমনিয়ম্‌ টার্টারিকম্‌, এণ্টিমনিয়ম্‌ ক্রুডম্‌, একোনাইটম্‌, সাল্‌ফার ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৫৮

সিমিসিফুগা।—আমেরিকা খণ্ডের পার্ব্বত্য এবং ছায়াময় স্থানজাত এই নামধারী বৃক্ষের মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—স্ত্রীজনেন্দ্রিয় পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলেই ইহার মুখ্য ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—মাথাধরা, বাতরোগে বামপার্শ্ব আক্রান্ত এবং তৎসঙ্গে জরায়ুর পীড়া, স্বল্পরজঃ, বা রজোশূল, হৃৎকম্পন, গুল্মবায়ু, প্রসব-কষ্ট, বাধক, কটিদেশে বেদনা, গর্ভাবস্থায় স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, কাস, আমবাত, গর্ভস্রাব ইত্যাদি।

জেল্‌সিমিয়ম্, একোনাইট্, পলসেটিলা, ব্যাপ্টিসিয়া ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৫৯

সিলিসিয়া—সাইলিসিয়া—সিলিকা।—ইহা কোনরূপ তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত হয় না বলিয়া বিচূর্ণ করিয়াই এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—কোষ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, অস্থি, স্নায়ুমণ্ডল ইত্যাদিতে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—আঙ্গুলহাড়া, নালীঘা, কর্ণব্রণ, গণ্ডমালা, কড়া, হাতপায়ে ঘাম হওয়া, দদ্রু, বালাস্থি বিকৃতি ( রিকেট্‌স্ ), ক্ষত, অস্থিসম্বন্ধীয় পীড়া, স্নায়বীক পীড়া, গ্রন্থিস্ফীতি, দাতের গাড়ীতে স্ফোটক ইত্যাদি।

হেপার সল্‌ফার, ক্যাম্ফর ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৬০

স্যাণ্টোনাইনম্।—সিনার বীর্য্য হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ক্রিয়াদি প্রায় সিনার অনুরূপ তবে ইহা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উগ্র।

---

৬১

স্যাবিনা ।—এই নামধারী উদ্ভিজের অঙ্কুর ও কাঁচা পাতা হইতে ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

ক্রিয়া ।—আমাশয়, মূত্রযন্ত্র ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়েই ইহার মুখ্য ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ ।—গর্ভস্রাবের আশঙ্কা, জরায়ু, গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয় প্রদাহ, মূত্ররোধ, প্রসবান্তে বা গর্ভস্রাবের পরে শোনিতস্রাব, শ্বেতপ্রদর, গুল্মবায়ু, রজসাধিক্য, বাত ইত্যাদি ।

প্লাসেটিলার সহিত ইহার বিষমগুণ ।

---

৬২

স্পঞ্জিয়া ।—উৎকৃষ্ট স্পঞ্জ অগ্নির উত্তাপে ভাজিয়া লইয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া ।—হৃৎপিণ্ড, স্বরযন্ত্র, অণ্ডকোষ, কণ্ঠনালী ইত্যাদিতে ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায় ।

প্রধান প্রয়োগ ।—শুষ্ক কাসি, ঘুংবিকাসি ( একোনাইটের সঙ্গে পর্য্যায় ক্রমে ), স্বরভঙ্গ, অণ্ডকোষ বৃদ্ধি, হৃদ্‌স্পন্দন, গলগণ্ড ইত্যাদি ।

ক্যাম্ফরের সহিত ইহার বিষমগুণ ।

---

৬৩

হাইওসায়েমস্ ।—ইউরোপখণ্ড জাত এই উদ্ভিজের পল্লব ও পত্র হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

ক্রিয়া ।—মস্তিষ্ক ও তৎসম্বন্ধীয় ও স্নায়ু ও পেশী মণ্ডলেই ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায় ।

প্রধান প্রয়োগ ।—মূর্চ্ছা, আচ্ছন্নভাবে থাকা, অপস্মার, মলদ্বারের পক্ষাঘাত, প্রসব সময়ে, গর্ভাবস্থায় বা প্রসবান্তে নানা প্রকার আক্ষেপিক পীড়া, খালধরা, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, স্নায়বীক উন্মাদ রোগ, সুতিকাক্ষেপ,

অতিরিক্ত পরিমাণে বেলেডোনা সেবন জন্য পীড়ায়, প্রেমে নিরাশ হওয়া, ইত্যাদি।

বেলেডোনা, ক্যাম্ফর, ষ্ট্রামোনিয়ম্ ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৬৪

হেপার সাল্‌ফার।—শুক্তি ও গন্ধকচূর্ণ মিশ্রণে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে; সুতরাং ক্যাল্‌কেরিয়ার ন্যায় গ্রন্থি-ও সাল্‌ফারের ন্যায় চর্ম্মের ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—শ্বাস যন্ত্র, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্ম্মে ইহার ক্রিয়া প্রধানত প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—পুরাতন গ্রন্থিস্ফীতি, উপদংশ জনিত ক্ষত, শ্বাসকাস, যক্ষ্মাকাস, স্বরভঙ্গ, পারদেব অপব্যবহার জন্য পীড়া, গ্রন্থিতে পূঁয জন্মা, স্ফোটক, ব্রণ, পারদ দোষে যকৃতে রক্ত সঞ্চয়, গণ্ডমালা, ক্ষুধামান্দ্য, অতিসার, কর্ণস্রাব, পারদ সেবন জন্য দন্তমূলের নানারূপ পীড়া, আঙ্গুলহাড়া, অভিষ্যন্দ, তালুমূল প্রদাহ ইত্যাদি।

সাইলিসিয়া পূঁয নির্গত করিয়া ক্ষত শুষ্ক করিয়া দেয় আর হেপার সাল্‌ফার পূঁয জন্মাইয়া দেয়। উচ্চক্রম ব্যবহারে ইহাও অনেক পরিমাণে সাইলিসিয়ার সমকক্ষ।

ক্যামমিলা, বেলেডোনা, সাইলিসিয়া ইত্যাদির সহিত ইহার বিষমগুণ।

---

৬৫

হেমামিলিস্ ভার্জিনিকা।—আমেরিকা জাত এই নামধারী গুল্মের বল্কল (শরতকালে) ও পত্র (গ্রীষ্মকালে) হইতে ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—রক্তবহা শিরা সমূহেই ইহার ক্রিয়া বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

প্রধান প্রয়োগ।—শোণিতস্রাব যুক্ত অর্শরোগ, শিরা হইতে কোন কারণে রক্তস্রাব, ডিম্বাশয় বিকৃতি জনিত ঋতুশূল, শিরা প্রদাহ, কালশিরা নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রক্তমেহ, মূত্রনালী প্রদাহ, অণ্ড প্রদাহ, শোণিত-স্রাব প্রবণতা, ঋতুরক্ত নাসিকা, মুখ, গুহ্যদ্বার বা অন্য কোন যন্ত্রদ্বারা নিস্রবণ অণ্ড-স্নায়ুশূল, প্রসবান্তে রক্তস্রাব, রক্তকাশ ইত্যাদি।

হেমামিলিস্ আর্ণিকার ন্যায় বাহ্য প্রয়োগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহাদের আর্ণিকা ব্যবহার সহ্য হয় না, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। অর্শের রক্তস্রাবে চাবিগুণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহৃত হয়।

উষ্ণদ্রব্য পান বা ভোজনে জিহ্বা ও ঠোঁট পুড়িয়া গেলে এই ঔষধের আভ্যন্তরীন প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ।

পল্‌সেটিলার সহিত ইহার বিষমগুণ এবং বেলেডোনার সহিত ইহার সমগুণ।

সম্পূর্ণ।

# এই পুস্তক লিখিত প্রধান প্রধান ঔষধ সমূহের তালিকা।

১। অরম্।
২। আইওডিয়াম্।
৩। আর্জ্জেণ্টাম্ নাইট্রিকম্।
৪। ঐ মেটালিকম্।
৫। আর্ণিকা।
৬। আর্সেনিকম্।
৭। ইউফ্রেসিয়া।
৮। ইগ্নেসিয়া।
৯। ইপিকাকুয়ানা।
১০। একোনাইটম্।
১১। এণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম্।
১২। এণ্টিমোনিয়ম্ টার্টারিকম্।
১৩। এপিস্।
১৪। এসিডম্ কার্ব্বলিকম্।
১৫। ঐ নাইট্রিকম্।
১৬। ঐ ফস্ফরিকম্।
১৭। ঐ মিউরিয়েটিকম্।
১৮। ঐ সালফিউরিকম্।
১৯। ওপিয়ম্।
২০। কর্কিউলস্।
২১। কফিয়া।
২২। কল্চিকম্।
২৩। কলোসিন্থিস্।
২৪। কষ্টিকম্।
২৫। কলর্ব্বাভেজিটেব্লিস্।
২৬। কুপ্রম মেটালিকম্।
২৭। কোনায়াম্।
২৮। কোপেবা।
২৯। ক্যানাবিস্ স্যাটাইবা।
৩০। ঐ ইণ্ডিকা।
৩১। ক্যান্থারিস্।
৩২। ক্যামমিলা।
৩৩। ক্যাম্ফোরা।
৩৪। ক্যালকেরিয়া কার্ব্বণিকা।
৩৫। ক্যালি বাইক্রমিক্।
৩৬। ঐ ব্রোমাইডম্।
৩৭। ক্যালেণ্ডুলা।
৩৮। ক্রিয়োসোটম্।
৩৯। গ্রাফাইটিস্।
৪০। চায়না।
৪১। জেল্সিমিয়ম্ / জেল্সিমিনম্।
৪২। ডল্কামরা।
৪৩। ডিজিটেস্লি।

৪৪। থূজা।
৪৫। নক্সভমিকা।
৪৬। নক্সমশ্চেটা।
৪৭। ন্যাট্রম্ মিউরিয়েটিকম্।
৪৮। পডোফাইলম্।
৪৯। পল্‌সেটিলা।
৫০। প্লম্বম্।
৫১। ফস্‌ফরস।
৫২। ফাইটোলাক্কা।
৫৩। বার্ব্বেরিস্।
৫৪। বেলেডোনা।
৫৫। ব্যাবাইটা কার্ব্বণিকা।
৫৬। ব্রাইওনিয়া।
৫৭। ভিরেট্রম্ ভিরিডি।
৫৮। মস্কস্।
৫৯। মার্কুরিয়স করোসাইবস্।
৬০। ঐ ভাইভস।
৬১। ঐ বিনআই-ওডেটস।
৬২। ঐ সলিউবলিস্।
৬৩। ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বণিকা।
৬৪। বষ্টক্স। (বস্‌টক্সিডেণ্ড্রম্)
৬৫। কটা।
৬৬। লাইকোপোডিয়াম্।
৬৭। লিডম্ প্যাল্‌ষ্টার।
৬৮। ল্যাকেসিস্।
৬৯। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।
৭০। ষ্ট্র্যামোনিয়ম্।
৭১। সাল্‌ফার।
৭২। সিকিউটা।
৭৩। সিকেলি কর্ণিউটম্।
৭৪। সিনা।
৭৫। সিপিয়া।
৭৬। সিমিসিফুগা।
৭৭। সিলিশিয়া। সাইলিশিয়া।
৭৮। স্ট্যানোনাইনম্।
৭৯। স্যাণ্ডেল অয়েল।
৮০। স্যাবাইনা।
৮১। স্পঞ্জিয়া।
৮২। হাইওসায়েমস্।
৮৩। হিপার সাল্‌ফার।
৮৪। হেমামিলিস্ ভার্জিনিকা।

সম্পূর্ণ।